বিদর্ভ-নন্দিনী

শ্রীগোবর্দ্ধন শীল

বিদর্ভ-নন্দিনী

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !!

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ঘটনাবৈচিত্র্যময় পৌরাণিক নাটক

ত্রিশক্তি

সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হইতেছে।

দৈত্যপতি প্রহ্লাদের স্বর্গবিজয়, ইন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠানপতি রজিসহযোগে দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে সমর অভিযান। প্রহ্লাদের পরাজয়। ইন্দ্র কর্তৃক মহারাজ রজিকে ইন্দ্রত্ব দানের প্রতিশ্রুতি ও পরে ইন্দ্র কর্তৃক মহারাজ রজির জীবন নাশ। রজি ভ্রাতা কম্বু ও পুত্রগণ কর্তৃক স্বর্গ আক্রমণ, ইন্দ্রের পরাজয় ও ইন্দ্রের তপস্যা ও বৃহস্পতি কর্তৃক বরলাভ। স্বর্গ আক্রমণ ও ইন্দ্রের হৃতরাজ্য উদ্ধার। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

স্বর্ণলঙ্কা লাইব্রেরী

২৭।১।এ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

PRINTED BY N. C. Biswas. at the
AKSHOY PRESS.
27/5, Tarack Chatterjee's Lane,
CALCUTTA.

বিদর্ভ-নন্দিনী

পৌরাণিক নাটক

শ্রীগোবর্দ্ধন শীল প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ
"সত্যম্বর অপেরা-পার্টী" কর্তৃক অভিনীত।

নাট্যকার কর্তৃক প্রকাশিত।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী
৯৭।১এ আপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

সন ১৩৩৭ সাল।

[মূল্য ১।০ দেড় টাকা

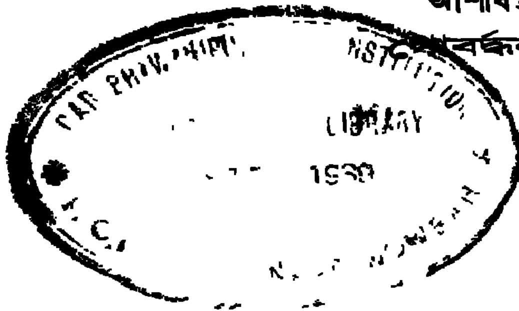
উৎসর্গ

পিতাস্বর্গ পিতাধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরী প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ

এই মহামন্ত্র স্মরণ করিয়া—আমার

স্বর্গগত পিতা নদেরচাঁদ শীল মহাশয়ের
উদ্দেশ্যে—আমার সযত্ন গ্রথিত
সর্ব্ব-প্রথম প্রতিভা পুষ্পটী
অর্পণ করিলাম।

আশীষপ্রার্থী
গোবর্দ্ধন শীল



স্মারক

একদিকে নবযুগের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম—অন্যদিকে কৃষ্ণদ্বেষী আত্মাভিমানী রুক্স ও শিশুপাল—মাঝখানে কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী রুক্মিণীর নিষ্কাম প্রেমাভিযান। সেই পবিত্র প্রেমের প্রতিদানে হয় রুক্মিণী হরণ। শ্রীমদ্ভাগবতের এই অমর কাহিনী ভারতের প্রত্যেক নরনারীর মনে প্রাণে চির জাগ্রত—উদ্দীপ্ত।

ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত রুক্মিণীর আর্ত্ত হাহাকারে—উৎসব উদ্বেলিত বিবাহ সভায় আর্ত্তহারী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। দর্পিতের দর্প দলিত হইল—নিষ্কাম প্রেমের সার্থকতায় লাঞ্ছিতা রুক্মিণী—শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী হইলেন।

চিত্রকরের আলেখ্য অঙ্কনে যেমন চিত্ত মনোরমের জন্য বৈচিত্রময় নানাবর্ণের প্রয়োজন হয়—তদ্রূপ মূল ঘটনাকে পল্লবিত সুশোভিত অনুপম করিতে কবিরও প্রয়োজন করে—কল্পনা-কল্পিত কনকাধার। আমাকেও পূর্ব্বাপর সে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে—এ ত্রুটী বরাবরই আছে—থাকবেও—সুতরাং ইহা অমার্জ্জনীয় নহে।

আজ আশা নিরাশার আবর্ত্তের মধ্যে, এই নাট্য সম্ভারের ডালা লইয়া নাট্য ভারতীর পূজায় অগ্রসর হইয়াছি—এই সর্ব্ব প্রথম। তাই সংশয়াকুল অন্তর—তবে এ সাহস—এ দুরাশা আমার বক্ষে সঞ্চার করিয়াছেন—বন্দেমাতরম গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পৌত্র, সুবিখ্যাত উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্ন। তাঁর নিকট আমি যেমন কৃতজ্ঞ তদ্রূপ নিন্দার জন্য নিঃশঙ্ক। সুখ্যাতি অখ্যাতি শুধু আমারই নয়—তাঁরও। আমি শুধু চাই—আপনাদের সহানুভূতি—শুভেচ্ছা—উৎসাহ। সেই আমার পরিশ্রমের মূল্য—সাধনার সার্থকতা—আমার উজ্জল আশা—প্রোজ্জল ভবিষ্যত।

জন্মাষ্টমী—১৩৪৭ সাল,
২৫।৩ তারক চাট্যার্জ্জী লেন,
কলিকাতা

বিনয়াবনত
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল

চরিত্র পরিচয়

পুরুষ চরিত্র

নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, দ্বাপর

বিধান [ছদ্মবেশী কৃষ্ণ] দেবল [ছদ্মবেশী বিবেক]

ভীষ্মক	...	..	বিদর্ভরাজ
রুক্মি	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র
নন্দন	..	...	ঐ কনিষ্ঠপুত্র
শিশুপাল	.	...	চেদীশ্বর
কন্দর্প	...	...	বিদর্ভবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ
কঙ্কন	.	..	ঐ কনিষ্ঠ সহোদর
চন্দ		...	কঙ্কনের পুত্র
শঙ্খনিধি	..	...	রাজপুরোহিত

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, নৃপতিবর্গ, নগর রক্ষক, প্রহরী, ঘাতক,

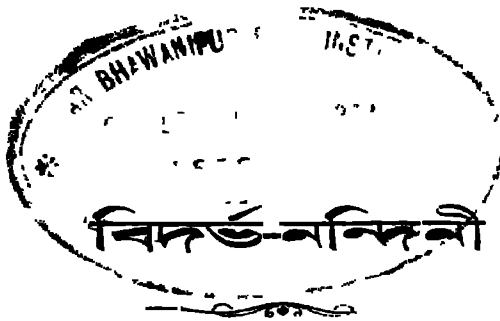
গোপদ্বয়, শিষ্যগণ ও সৈন্যগণ।

নারী চরিত্র

বৈকুণ্ঠেশ্বরী—লক্ষ্মী

মায়াদেবী	.	..	বিদর্ভের মহারাণী
রুক্মিণী	...	...	বিদর্ভের রাজনন্দিনী
কুণ্ডলা	...	...	কন্দর্পের সহধর্ম্মিণী
কল্যাণী	..	...	কঙ্কনের সহধর্ম্মিণী
দুলালী		...	কঙ্কনের নন্দিনী

মুখরা, নর্ত্তকীগণ, সহচরীগণ



বিদর্ভ-নন্দিনী

প্রস্তাবনা

বৈকুণ্ঠ

নারায়ণ আসীন

লক্ষ্মী-সঙ্গিনীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

গীত

ফুটিয়ে তোল রূপের রাশি
　　শুভ্র ধবল চাঁদনী রাতে।
হিয়াস-গাথা গোপন ব্যথা
　　দূর করে দাও পরশ পাতে।
চুম্বনে মধু মেদুর অঙ্গে,
　　পড় হে ঢলিয়া রঙ্গে ভঙ্গে,
শুষ্ক মরুর বক্ষেতে আজ
　　নেমে এস বারি সাথে।

[লক্ষ্মী-সঙ্গিনীগণের প্রস্থান]

নারায়ণ। কে কাঁদে? কে কাঁদে
　　আর্ত্তকণ্ঠে নীরব নিশায়?

ওই যেন ভেসে আসে
দূর—বহু দূর হতে,
কোন্ সে অজানা মরু কক্ষ হতে
কার আর্ত্ত কণ্ঠস্বর
তুলি করুণ ঝঙ্কার
কে কাঁদে ? কে কাঁদে ?
নয়ন সলিলে হায়,
উজান বহিয়া যায়,—
চঞ্চল করিছে হৃদি
মর্ম্মন্তুদ বেদনা জ্বালায়।
ওই দূরে কাল, সহস্র আগ্রহ নিয়ে.
ইঙ্গিতে জানায় ত্রেতা অবসান—
হও পুনঃ অবতার।
কে—কে ওই রুক্ষকেশা দীনাবেশা
অশ্রু ঘেরা নারী
'ব্যথাহারী ব্যথাহারী' রবে
কাতরে ছাড়িছে শ্বাস !
ওই যেন চতুর্দ্দিকে উঠিছে ধ্বনিয়া,
'পরিত্রাণায় সাধুনাম্ !'
ওঃ ভাঙ্গিল অলস নিদ্রা, টলিল আসন।
আর কেন। একি সত্য।
সন্দেহের দ্বন্দ্ব যে বাধিল।

গীতকণ্ঠে দ্বাপরের প্রবেশ

গীত

চল চল হে নবলীলা প্রবর্ত্তনে
লীলার নায়ক রূপে লীলাময় হরি।
ঘুম ভেঙ্গে তুমি জেগে ওঠ আজি
সৃষ্টির বকে নবরূপ ধরি॥
প্রকৃতি ডাকিছে সজল চক্ষে,
আবাহন লিপি পাঠাযে লক্ষ্যে,
তার কান্না-কাতর শুষ্ক কণ্ঠে,
ঢেলে দেবে চলো বারি॥

[প্রস্থান]

নারায়ণ। দ্বাপর! দ্বাপর! হয়েছে স্মরণ!
ওই! ওই! কাঁদে তারা,
বর-দর্পী অত্যাচারী কংস নির্য্যাতনে,
রুদ্ধকারা কক্ষে বসি
কাঁদে ওই যুগল দম্পতি,
উঃ—কি দুর্গতি ললাট লিখন।
নয়ন সলিলে গড়া ভক্তির শায়কে,
জর্জ্জরিত করে যে আমায়।
যেতে হবে—যেতে হবে সেথা,
আকর্ষণে উদ্বেলিত হৃদি।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু নামটী আমার।

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। তবে সাথে নিয়ে চলো মোরে
নারায়ণ! লক্ষ্মী বিমোহন!
তব অদর্শন কেমনে সহিব?
নারায়ণ। লো মাধবী হৃদয় রঞ্জিনী!
কর্ম্মময় বিশাল ব্রহ্মাণ্ড
কর্ম্মসূত্রে মোর আসা যাওয়া,
কর্ম্মসূত্রে নানারূপ করি যে ধারণ।
কর্ম্মসূত্রে সহিযাছি—
সহিতেছি—সহিব অনন্ত
নির্য্যাতন বিরহ-বেদন
নতুবা কলঙ্ক রটিবে নামে।
লক্ষ্মী। কলঙ্ক রটিবে নামে?
ছলনায় নারিবে ভুলাতে,
অবলায় নিতি নিতি
কাঁদায়ে কেশব,
কর তুমি কত অভিনয়।
কেন অহেতুক সহ তুমি
যন্ত্রণা অপার?
পাবে না যাইতে ফেলিয়া দাসীরে,
দাঁড়াইব যাত্রা পথ ঘিরে।

লক্ষ্মী।—

৩

দিব না যাইতে দহিতে সহিতে
রাখিব হৃদয় চিরে।
জাগ্রত দুটী নয়ন পলকে
রাখিব নিয়ত ঘিরে॥
চন্দন চুয়া মধুর গন্ধে,
পূজিব তোমারে দিবস সন্ধ্যে,
কোথা যাবে সখা হৃদয়েতে আঁকা
বারেক চাও হে ফিরে॥

নারায়ণ। [লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া] নারায়ণি!
দুর্ব্বলতা কর পরিহার।
মোছ ধার, ছলনার নহে অভিনয়।
ভক্তাধীন দীনবন্ধু আমি যে কমলে,
কেমনে নীরব রবো ভক্তের ব্যথায়!
ওই শোন আর্ত্ত-আবাহন
করো না রোদন,
দাঁড়াইও না কর্ম্ম প্রতিকূলে।

লক্ষ্মী। নারায়ণ! অদর্শন যন্ত্রণা ভীষণ
নারিব সহিতে তাহা।

নারায়ণ। হবে না সহিতে আর।
এবে মোর কৃষ্ণ অবতার—

মানব আকার।
বসুদেব সতী পত্নী
দেবকী জঠরে লভিব জনম।
ভীষ্মক-দুহিতা রূপে
তুমিও জনম লবে বিদর্ভ নগরে।
নাম তব হইবে রুক্মিণী।
কালে পুনঃ মম সনে হইবে মিলন।
অশ্রু জলে শুভ লগ্নে করো না চঞ্চল।

লক্ষ্মী।—

গীত

যাও যাও যাবে যদি যাও
দিয়ে যাও তব স্মৃতিটা।
নীরব নিশার নিরালা কক্ষে
রাখিব করিয়া দেউটা॥
রুদ্ধ আবেগে বক্ষে ধরিয়া,
স্বপনের ছবি আঁকিব,
চঞ্চল-চিত হরিণীর মত আশা পথ তব চাহিব,
(তখন) বাজাতে বাজাতে থেমে যাবে সুর,
কাঁদিয়া উঠিবে বীণাটা॥

লক্ষ্মী নারায়ণকে প্রণাম করিলেন, সঙ্গিনীগণ প্রবেশ করিয়া মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দ্বারা নারায়ণকে বিদায় দিল

লক্ষ্মী ও সাঙ্গনীগণ ।—

গীত

লক্ষ্মী । (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) কই কই সখি কোথা গেল সে ?
সঙ্গিনীগণ । ওই যে সখা আড়ালে ।
লক্ষ্মী । কোথা গেল সই দেখিয়ে দে না,
সঙ্গিনীগণ । ওই যে সখা আড়ালে ।
লক্ষ্মী । সখি লো আমার পরাণ কাঁদে দেখিয়ে দেনা,
আমি সইতে নারি দেখিয়ে দেনা,
সঙ্গিনীগণ । ওই যে সখা আকাশে,
লক্ষ্মী । কই কই সই কোথা মোর চাঁদ,
সঙ্গিনীগণ । ওই যে সখা আকাশে ॥

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে লক্ষ্মীর প্রস্থান তৎপশ্চাৎ সঙ্গিনীগণের প্রস্থান]

ঐক্যতান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

সভয়ে গীতকণ্ঠে তৈজসপত্র সহ নগরবাসীগণের প্রবেশ

নগরবাসীগণ।—

গান

বাপ্‌রে বাপ্‌ পালাই চল্‌
কবলে এবার দেশ ছাড়া।
কাজ নাইকো বাপের ভিটেয়,
যমের দূতে দিচ্ছে তাড়া॥
কংস রাজার অংশ এল,
পূজো পার্ব্বণ উঠে গেল,
হায় হায় হায় একি হলো
পুরুত ঠাকুর হচ্ছে সাবা॥

[প্রস্থান]

নারায়ণশীলা হস্তে ব্যস্তভাবে কঙ্কন প্রবেশ করিল

কঙ্কন। কোথায়! কোথায় এখন তোমায় লুকিয়ে রাখি? বলতো—বলতো আমার পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত তীর্থ ফল? কত দিনের ব্যাকুল আগ্রহে তৈরী করা তোমার সেই অচল

প্রতিষ্ঠিত আসন আজ ত্যাগ করলে কেন দয়াময়? নীরব! ভাষা নাই তোমার? সাগর সদৃশ চোখের জলে তোমার পুণ্যমূর্ত্তি যে ভেসে যায়। ওগো দর্পহারী! তবু তোমার সাড়া নাই—স্পন্দন নাই—জাগরণ নাই! জাগো—জাগো দেব, রুদ্ধ-শ্বাসে প্রকৃতির শশ্মান বক্ষে সান্ত্বনার শুভ্র নিশান তুলে ধর। আর যে পারিনে—আর যে সহ্য হয় না। একে একে সব ত্যাগ করেছি। বিষয় সম্পত্তি—পুত্র পরিবার সমস্ত ত্যাগ করে, মাত্র তোমাকেই বুকে নিয়ে দুর্ভাগ্যের মরুক্ষেত্রে এসে উপস্থিত—তবুও হিমাদ্রীর সহ্যতা নিয়ে তোমারি জন্য এখনো বেঁচে রয়েছি। তুমি জাগো—অবিশ্বাস তাচ্ছিল্য সব টুকু দূর করে দিয়ে তোমার জাগ্রত শক্তিটা দেখিয়ে দাও। প্রকৃতি স্তব্ধতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে, তোমার এই ক্ষুদ্র পাষাণ মূর্ত্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকুক।

কন্দর্প ঠাকুরের প্রবেশ

কন্দর্প। কঙ্কন! কঙ্কন!

কঙ্কন। কে দাদা? [কাঁদিল]

কন্দর্প। ইস্! আবার কান্না! আব্দার? আমার কাছে ও সব মায়া কান্না চলবে না। এখনো বলছি্ জনার্দ্দন মন্দিরের অংশটুকু আমার নামে লিখে দে। তোর ওই অংশটুকু পেলে আমার একটা বেশ বাগান বাড়ী হবে। অনেক দিনের সাধ।

কঙ্কন। অনেক দিনের সাধ দেব-মন্দির বাগান বাড়ী করতে? পুণ্যতীর্থ মন্দির হবে তোমার বিলাস ব্যসনের রঙ্গস্থল? বাঃ চমৎকার! দাদা! সবই তো একে একে তোমায় লিখে দিয়েছি কিন্তু সে যে দেব-মন্দির—পূণ্য প্রতিষ্ঠান! কত ভক্তি—কত আগ্রহ যে তার গায়ে গায়ে মাখানো রয়েছে! পিতামহের স্থাপিত কীর্ত্তি—হিন্দুর মাথা নত করবার স্থান—সেই দেব মন্দিরের অংশটুকু আর লক্ষ্য করো না দাদা। অভাব নেই তোমার ঐশ্বর্য্য সম্পদে আর—

কন্দর্প। হারামজাদা! ন্যাকামী! দেব-মন্দির—না আমার মাথা? এক কথায় বলছি দিবি কি না?

কঙ্কন। তোমার পায়ে ধরি দাদা, জনার্দ্দনের মন্দির ভিক্ষা দাও। যে ভগবানের অফুরন্ত আশীর্ব্বাদে এখনো তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ, সেই দেব-মন্দির তুমি বিলাস-কক্ষে পরিণত করবে? তুমি না হিন্দু—তুমি না বর্ণ শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ? তোমার শিরায় শিরায় কি জাতীয় শোণিত প্রবাহিত হয় না!

কন্দর্প। বটে! দেখ্ এখনো বলছি—যদি না দিস, তাহলে আমি জোর করে দেব-মন্দির ভেঙ্গে ফেলবো।

কঙ্কন। ওগো—ওগো দয়াময়! তুমি এখনো নীরব? তবু তুমি সাড়া দিচ্ছ না? নৃসিংহ মূর্ত্তির মত পাষাণ কেটে জেগে ওঠতো দয়াময়—আর না হয় একখানা বিশ্বনাশী বজ্র ফেলে দাও—বিশ্ব আতঙ্কে শিউরে উঠুক তোমার অস্তিত্ব উপলব্ধি ক'রে।

কন্দর্প। কি পাজি নচ্ছার, আজ তোকে খুন করবো। দে—দে শিগ্নীর লিখে দে।

কঙ্কন। না—না, আমি পারবো না দাদা। তুমি আমায় মেরে ফেল—কেটে ফেল, তবু আমি বাপ ঠাকুরদার বুকের রক্ত তোমার হাতে তুলে দিতে পারবো না—পারবো না।

[প্রস্থানোদ্যত]

কন্দর্প। দিবি নে! পাজি হারামজাদা দেখ্ তবে!

[চাবুক দ্বারা প্রহার ও কঙ্কনের পতন]

গীতকণ্ঠে দেবলের প্রবেশ

ও ভাই বুঝে শুজে কাজ কর্।
অতি দর্পে হত লঙ্কা
কর্ না মনে একটু ডর॥
জন্ম হলো রক্তে যাদের,
ভুলে গেলি আজকে তাদের,
আশার ভোগের নিরাশ পথে
ঘুরবি কেন নিরন্তর॥

[প্রস্থান]

কন্দর্প। যা যা পাজি ব্যাটা। সব সময় গুরুগিরি। কঙ্কন কি বলছিস্?

কঙ্কন। কি বলবো দাদা? বলবার যে আর কিছুই নাই। গলার স্বর যে বন্ধ—রুদ্ধ। নির্য্যাতন অত্যাচার শ্রাবণ ধারার মত মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাক্—তবু পারবো না দাদা দেব-মন্দিরের অংশটুকু তোমার নামে লিখে দিতে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পুত্র হয়ে কেমন করে তা দেবো?

কন্দর্প। বটে! [পুনরায় প্রহার]

কঙ্কন। উঃ! উঃ! দেবতা নির্য্যাতনের এই কঠোর কুলীশেও কি তোমার অনন্ত নিদ্রা ভাঙ্‌বে না—তুমি কি জাগবে না—?

নন্দনের প্রবেশ

নন্দন। দীনের কাতর আবেদনে দেবতা না জাগলেও আজ মানব জেগেছে—মানবের ব্যাকুল ক্রন্দনে—ভ্রাতৃত্বের মধুর সম্বন্ধ জাগিয়ে তুলে। সাবধান কন্দর্প ঠাকুর।

কন্দর্প। কুমার!

নন্দন। যাও নীরবে রুদ্ধ কণ্ঠে এখান হতে, নতুবা তুমি ব্রাহ্মণ হলেও ন্যায় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষায় ব্রহ্মরক্তে রঞ্জিত হবে আমার এই কর্ত্তব্যে তৈরী করা শাণিত তরবারি!

কন্দর্প। কি ব্রাহ্মণ বধ! রে অহঙ্কারী ক্ষত্রিয়—

নন্দন। কর্ত্তব্যের মহা পূজায় ব্রহ্মহত্যা সে তো তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ! ঐ বিশ্ব-নিয়ন্তা ভগবানের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারি। কঙ্কন না তোমার ভাই? তুমি না ব্রাহ্মণ? সৃষ্টির নিয়ম তন্ত্রের সৃষ্টি কর্ত্তা হয়ে এ আবার কি সাধনা?

কন্দর্প। আচ্ছা আমিও দেখবো কুমার—আমিও তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রধান অন্তরঙ্গ। [প্রস্থান]

নন্দন। যাও। তোমার রক্ত চক্ষুতে নন্দন বিচলিত নয়। ভয় কি কঙ্কন ? যাকে বুকে নিয়ে, অনন্ত বিশ্বাস দিয়ে জড়িয়ে রেখেছো, তাঁকেই বুকে নিয়ে থাকো। ভক্তি যেখানে—তিনিও সেখানে। যাও বাড়ী ফিরে যাও।

কঙ্কন। বাড়ী ? সে তো আর নেই। বাড়ী এখন শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরার নিষ্কর বুকখানা, বৃক্ষতল। বাড়ী নেই—দাদার হাতে তুলে দিয়েছি কুমার।

নন্দন। তাহলে তোমার পুত্র পরিবার এখন কোথায় কঙ্কন ?

কঙ্কন। পুত্র কন্যা এখন পথে পথে ভিক্ষার জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছে! আর স্ত্রী—সে এক অতীত যুগের স্মৃতি! থাক্! সে আর নেই কুমার—হা হা হা! অনন্ত শক্তি দিয়ে তাকে রক্ষা করতে পারিনি। ওঃ—কত কেঁদেছিল সে! কি ভীষণ! পৃথিবী গলে গেল—ডুবে গেল! মনে হলে এখনো শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। আমার স্ত্রী নেই।

নন্দন। কবে তার মৃত্যু হলো ?

কঙ্কন। অনেকদিন—তবে এখনো সে জীবিত।

নন্দন। জীবিত অথচ মৃত্যু হলো তার ? তুমি কি পত্নী-শোকে উন্মাদ হয়েছ কঙ্কন ?

কঙ্কন। উন্মাদ! উন্মাদ! আমি উন্মাদ! শুনবে—শুনবে আমার স্ত্রীর মৃত্যুর ইতিহাসটা ? আচ্ছা তোমার অস্ত্রখানা

আমায় দাও। [অস্ত্র গ্রহণ] শোন—একদিন্ সে বড় ভীষণ দিন মহাষ্টমীর দুর্য্যোগ! প্রকৃতির ঘন অন্ধকারে একটা দানব এসে আমার স্ত্রীকে—ওঃ কুমার!

নন্দন। তারপর! তারপর?

কঙ্কন। তারপর বর্ষণ! প্রকৃতি স্তব্ধ!

নন্দন। ওঃ বুঝেছি কঙ্কন! কোন দানব কর্ত্তৃক তোমার পত্নী অপহৃতা। দানব কবল থেকে তোমার পত্নীকে রক্ষা করতে পারলে না?

কঙ্কন। না—পারলাম না! সে যে প্রবল আর আমি যে দুর্ব্বল। যুদ্ধ হয়েছিল, রক্ত ছুটেছিল—আর্ত্তনাদ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো, বিসর্জ্জনের বাদ্য বেজে উঠলো—আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে তুলে। মুস্ড়ে পড়লো কঙ্কনের জীর্ণ বুক খানা সঙ্গে সঙ্গে। পারলাম না—আমি রক্ষা করতে পারলুম না।

নন্দন। অভিযোগ জানিয়ে এলে না কেন আমার পিতার নিকট!

কঙ্কন। জানাবার জন্য রাজসভায় গিয়েছিলাম সত্য কিন্তু কেউ প্রবেশ করতে দিলে না দরিদ্র ব্রাহ্মণ দেখে। চাইলে রাজ-দর্শনের বিনিময়ে উৎকোচ। কোথায় পাবো! নিশ্বাস ফেলে চলে আসতে হলো—দীনের অভিযোগ ওই দীনবন্ধুকে জানিয়ে।

নন্দন। আচ্ছা তুমি আমায় বলো কঙ্কন, কে সে দানব?

আমি এই মুহূর্ত্তে দানব কবল থেকে তোমার পত্নীকে উদ্ধার করে আনি।

কঙ্কন। পারবে না।

নন্দন। পারবো না?

কঙ্কন। না—না—সে দানব যে তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রুক্ম—হা হা হা!

[প্রস্থান]

নন্দন। অস্ত্র দাও—অস্ত্র দাও কঙ্কন আমি পারবো, আমি পারবো সতীকে দানব কবল থেকে উদ্ধার করতে। হোক সে জ্যেষ্ঠ—পূজ্য, তবু পর-নারী যে মা। [গমনোদ্যত]

সহসা কল্যাণীর প্রবেশ

নন্দন। কে?

কল্যাণী। মিথ্যা—মিথ্যা, পরনারী মা নয়—মা নয়! হা হা হা! আমিই সেই দানব-লাঞ্ছিতা—সমাজ-পরিত্যক্তা—পতিতা—সর্ব্বহারা।

নন্দন। তুমি! তুমিই কঙ্কনের স্ত্রী! একি বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি তোমার?

কল্যাণী। হা হা হা! রাক্ষসী—রাক্ষসী আমি। আমার এ সাজ আমি স্বেচ্ছায় পরিনি কুমার। কেউ আমায় দস্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারলে না। দস্যু তার পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করতে আমার দুর্ব্বল স্বামীর সম্মুখ হতে আমায় ধরে নিয়ে

গেল। তারপর! হা হা হা! কি এক অন্ধকারময় দুর্য্যোগময় মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কল্যাণীর জীবন বলিদান হয়ে গেল। হলাম পতিতা! সমাজ স্থান দিলে না, পিতা মাতা তাড়িয়ে দিলে, স্বামীও ঘৃণায় মুখ ফেরালে! এখন কি করি—কোথায় যাই? পুত্র কন্যা বুকের রক্তে যাদের সৃষ্টি, সেই তাদেরও বুকে নিতে পারিনে। দূর থেকে তাদের দেখে নিশ্বাস ছাড়ি, আর চোখের জল ফেলি! কোথায় যাই এখন—আমি যে তাদের মা!

নন্দন। তুমি আমার সঙ্গে এস মা। তুমি ঘৃণিতা অস্পৃশ্যা পতিতা হলেও তোমার স্থান আমার ভক্তি মন্দিরে। আমি তোমায় আবেগ কম্পিত কণ্ঠে মা মা বলে ডাকছি। তুমি প্রকৃত মায়েরই মত পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে মুক্ত আশীষ বিলিয়ে দিও!

[কল্যাণী সহ প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রুক্মের বিলাস কক্ষ

রুক্ম উপবিষ্ট

নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল

গীত ৮

ওলো ফুটে ওঠ্ ধীরে ধীরে।
ওই পালিয়ে গেল ফাল্গুন হাওয়া
বারে বারে ফিরে ফিরে॥
এস এস বঁধু পিয়ে যাও মধু
তোল-তোল সেই তান,
সহিতে পারি না বিরহ যাতনা,
অসহ মদন বাণ,
এস এস এস হাসো হাসো হাসো
বসো বসো হিয়া ঘিরে॥

[প্রস্থান]

রুক্ম। কৃষ্ণ ভগবান! কৃষ্ণ ভগবান!
জলে স্থলে অনলে অনিলে,
পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে
কে যেন ঘোষিছে সদা
কৃষ্ণ ভগবান—কৃষ্ণ ভগবান।

কংশ-কেশী-নাশী কৃষ্ণ—
অদ্ভুত বীরত্ব তার।
স্কন্ধে ভার গোপের তনয়্
বিশ্বাস না হয়। তবু কি সংশয়,
অন্তরে কহিছে কেবা অস্ফুট ভাষায়,
কৃষ্ণ ভগবান—কৃষ্ণ ভগবান।
মিথ্যা—মিথ্যা—ভ্রান্ত সে ধারণা—
কৃষ্ণ ভগবান!

গীতকণ্ঠে দেবলের প্রবেশ

গী

কৃষ্ণ ভগবান! কৃষ্ণ ভগবান
নাদিত বিশ্ব প্রণব তানে।
অক্ষব অমব সূক্ষ্ম বিরাট
অসীম ব্যাপ্ত সকল স্থানে॥
প্রণতঃ বিশ্ব সে রাঙা চরণে,
সাজায়ে অর্ঘ্য বিবিধ ববণে,
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল অবধি—
ধন্য হইল তাহার দানে॥

[প্রস্থান]

রুক্ম। কৃষ্ণ ভগবান! কে গাহিল হেন গীতি
উদ্বেলিত করিতে আমায়!

স্বপ্ন—স্বপ্ন !
গোপের নন্দন কৃষ্ণ—নহে কৃষ্ণ ভগবান !
নহে কৃষ্ণ ভগবান !

কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। কে বল্লে যুবরাজ কৃষ্ণ ভগবান ? মূর্খ যারা তারাই কেবল সেই গয়লার ছোঁড়াটাকে ভগবান বলে পূজা করে। দেশটা হলো কি ? কৃষ্ণ নাম হলেই যদি ভগবান হয়, তাহলে আমার পদ্মপিসির ভাশুর-পোর নাম ছিল কৃষ্ণ। কৈ কেউ তো তাকে ভগবান বলতো না ?

রুক্ম। কিন্তু কন্দর্প, সেই কংস কেশী বিনাশন—গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ—কালীয় দমন—পুতনা সংহার, দুর্ব্বল মানবের হীনমতি গোপ-নন্দনের শক্তির পরিচায়ক কি বলতে চাও ? না—না কখনই না—আমার মনে হয় সে—

কন্দর্প। আবার মনে হয় কেন ? ওসব ভেল্কিবাজী—ভেল্কিবাজী। কতকগুলো ভোজ বিদ্যে শিখেছে বইতো না ?

রুক্ম। যাক্ সে তর্ক। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রমাণিত হবে কৃষ্ণ কে ? আমি দেখতে চাই কন্দর্প কৃষ্ণ ভগবান—না কোন মায়াবী। হ্যাঁ—এখন সে দিকের কি করলে ?

কন্দর্প। কি আর করবো ? আপনার কনিষ্ঠ সহোদর নন্দন যে আমাদের বিরুদ্ধে। সকল কার্য্যেই বিরুদ্ধাচারণ তার। প্রতিবিধান না করলে—

রুক্ম। (স্বগত) নন্দন ! প্রতি পদে পদে অন্তরায় নন্দন ! তাইত ! আচ্ছা—না—না—সে যে আমার কনিষ্ঠ সহোদর। ক্ষণিক উত্তেজনায় মানবত্বটুকু যে হারিয়ে ফেলি। কি করি ! নন্দন—নন্দন—না—না—কে সে আমার ? ওকি—দারুণ দুশ্চিন্তার মাঝখান থেকে কি এক অজ্ঞাত স্পন্দনে আমার সর্ব্বশরীর স্পন্দিত করে দিলে ? (প্রকাশ্যে) কন্দর্প। নন্দন যে আমার ভাই।

কন্দর্প। ভাই বলেই তো অত সাহস। নইলে যুবরাজের বিরুদ্ধে কে আর দাঁড়াবে ? ভায়ের জন্য আমিও হাড়ে নাড়ে মরছি। উঃ কালের কি কুটীল নীতি ! ছোট ভাই আর বড ভাইকে মানতে চায় না। খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করে, শেষকালে দাদাকে বলে কি না—তুমি কে ? অমন ভাইকে খুন করতে হয়—গলা টিপে মেরে ফেলতে হয়।

রুক্ম। কন্দর্প !

কন্দর্প। আজ্ঞে—

রুক্ম। উপায় কি ? প্রতিবিধান কি ? পিতা মাতা বর্ত্তমান ! নন্দন ও আমি উভয়েই এই বিদর্ভ রাজ্যের তুল্য অংশীদার।

কন্দর্প। কিন্তু আপনি যে জ্যেষ্ঠ—রাজ্যের রাজা। নন্দন কে ?

রুক্ম। সে যে ভাই—ভাই।

কন্দর্প। ভাই নয়—শত্রু শত্রু—মহাশত্রু ! ভায়ের মত

শক্র আব দ্বিতীয় নাই। জোর যার—সবই তার। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! যারা ভীরু কাপুরুষ তারাই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে দেশটা মাটী করে ছাড়লে।

রুক্ম। ঠিক বলেছ কন্দর্প! জোর যার সবই তার! এইবার দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দেখবো—রুক্ম তার ধষণ নীতির অবলম্বনে, চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করতে পারে কি না? হাঁ—কৃষ্ণ পূজা বিদর্ভে বন্ধ?

কন্দর্প। আজ্ঞে প্রায় বন্ধ। কতকগুলো প্রজা তাদের তৈজস পত্র নিয়ে বিদর্ভ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আর কৃষ্ণ পূজা কি করে বন্ধ হবে? মহারাজ, মহারাণী, ছোটকুমার সবাই আমাদের বিপক্ষে, তখন কি করে কৃষ্ণ পূজা বিদর্ভে বন্ধ হয়? আর আমার ভাই—সেও একজন তারি মধ্যে।

রুক্ম। সেই দেব-মন্দিরের কতদূর কি করলে?

কন্দর্প। কি আর করবো, অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু—

রুক্ম। ভয় নেই, তুমি সৈন্য নিয়ে যাও, দেবমন্দির ভেঙ্গে ফেল, তাতে যদি কেউ এসে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—জেনে রেখো কন্দর্প তার নিস্তার নেই—অব্যাহতি নেই—রুক্মের কঠোর শাসন নীতির রক্ত কটাক্ষে। প্রয়োজন হলে আমিও সেখানে উপস্থিত হবো। মন্দিরটা চূর্ণ করা চাই। কৃষ্ণ ভগবান! হা—হা—হা।

কন্দর্প। দেখি কতদূর কি করতে পারি—যুবরাজের আদেশ যখন।

রুক্ম। তুমি যাও, আমি সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করতে।

কন্দর্প। যুবরাজের জয় জয়কার হোক।

[প্রস্থান]

রুক্ম। একদিকে পিতা ভ্রাতা—অন্যদিকে প্রতিহিংসা! ওঃ আমায় উন্মাদ করলে দেখছি। না—ওসব অবিশ্বাসের ইতিহাস অন্ধ বিশ্বাসে অতিরঞ্জিত করা। একজন নগণ্য হীন কুলোদ্ভব গোপ-নন্দনকে দেবতা জ্ঞানে রুক্ম মেনে নিতে পারে না। এতে যদি রুক্মের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়—যাক্। তবু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়ে যাবে কৃষ্ণের ভগবানত্ব কোথায়?

উন্মাদিনী কল্যাণীর প্রবেশ

রুক্ম। কে?

কল্যাণী। উন্মাদিনী—বিশ্ব পরিত্যক্তা কদর্য্য নরক। হাঃ হাঃ হাঃ! চিনতে পারো? চিনতে পারো আমায়? আমি কে? বোধহয় এখন আর পারো না? এখন আর সে দিন নেই—সে রূপ সৌন্দর্য্য নেই—সেই যৌবনের তরঙ্গ হিল্লোল নেই—আর নেই সেই নিষ্ঠুর লালসার মদিরাসিক্ত প্রবৃত্তির পূজা। এখন হেয়—অবজ্ঞেয়—পরিত্যক্তা এই নারী তোমার ঐ পাপ চক্ষে! উঃ—তুমি কি সর্ব্বনাশ করেছ দস্যু? পুণ্যতীর্থের পূতঃবক্ষ থেকে টেনে আন্‌লে—দুর্গন্ধ নরকে ডুবিয়ে দিলে—কদর্য্যতার ছাপ আমার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়ে দিলে।

কত আবেদন—বিশ্ব টলানো আর্ত্তনাদ—তোমার তুর্জ্জয় লাম্পট্যের গর্জ্জনে কোথায় কোন্ অদৃশ্যে মিশে গেল। জ্বালিয়ে তুললে একজন মাতৃসমা পর-নারীর ইহ-পরকাল নরক জ্বালায়। তুমি—তুমি দস্যু।

রুক্ম। কল্যাণী। দূর হও—দূর হও পাপিনী।

কল্যাণী। বাঃ বাঃ চমৎকার! চমৎকার! আরও বলো—আরও বলো, আমি শুনতে শুনতে মরে যাই। কেড়ে নিয়ে দস্যুর সাধনায় সতীর যথা সর্ব্বস্ব দেখাচ্ছো ঘৃণার বিদ্রূপ কটাক্ষ? বাঃ বাঃ! ভগবান তোমার সুন্দর বিধান! যার অত্যাচার উৎপীড়নে একজনের সর্ব্বস্ব চলে গেল, সে হলো সমাজের মেরুদণ্ড, আর সেই হৃতসর্ব্বস্বা কেঁদে কেঁদে মরছে সমাজের কঠোর দণ্ডে জর্জ্জরিত অঙ্গে? সুন্দর বিধান।

রুক্ম। যাও বিরক্ত করো না।

কল্যাণী। কোথায় যাবো? যাওয়ার পথ তুমিই তো রুদ্ধ করে দিয়েছ নিষ্ঠুর। কোথায় যাবো? ওই ওই যে আমার দারিদ্র্য পীড়িত স্বামী কাতর কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করছে, ওই ওই আমার পুত্র-কন্যা মা মা রবে বিশ্ব কাঁপিয়ে তুলছে, কিন্তু উপায় নেই! ওঃ! কি যন্ত্রণা আমার! সব থাকতে আমি ভিখারিণী! কোথায় যাবো? কেউ স্থান দেবে না। ছায়ার মত তোমার পশ্চাৎ অনুসরণ করে বেড়াবো, তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে এক অজানা আতঙ্কের সৃষ্টি করতে।

রুক্ম। দূর হও ব্যভিচারিণী!

কল্যাণী। বাহবা! বাহবা! চোরের মুখে ধর্ম্মের কাহিনী! ব্যাঘ্রের আবার নিরামিষ্য ব্রতপালন! সর্পের আবার অমৃত বর্ষণ! দেখে এস—দেখে এস পিশাচ সংসারের কত নিষ্পাপ —নিষ্কলঙ্ক কুলনারী আজ সর্ব্বস্বসুখে বঞ্চিত—তোমার ওই উন্মত্ত লালসার সঙ্গে যুদ্ধ করে। আমি ব্যভিচারিণী, আর বিশ্বের সবটুকু পবিত্রতা তোমার অঙ্গ হতে ফুটে বেরুচ্ছে উৎসের মত—নয়? ডাকো—ডাকো সেই শাস্ত্রকারক সমাজ শীর্ষকদের—যাদের শাস্ত্র পক্ষপাতিত্বে গড়া। আমি তাদের শাস্ত্র কেড়ে নিয়ে, শ্মশান চুল্লীতে ফেলে দেবো। ওই—ওই তাদের করুণ কণ্ঠস্বর! ওরে পিশাচ! তোরই জন্য আজ প্রবেশ করতে পারছিনে—সেই দেবমন্দিরে, মন্দিরের বিধি নিযুক্ত প্রহরিণী হয়ে। স্বার্থপর অকৃতজ্ঞ দস্যু! আয় তোর তপ্ত রক্ত গায়ে মেখে পূজার নৈবেদ্য সাজাই! [ছুরিকাঘাতে উদ্যতা]

রুক্ম। কুলটা! [অস্ত্র উত্তোলন]

গীতকণ্ঠে বিধান আসিয়া কল্যাণীর
হস্ত ধারণ করিল

এস মা ভোগবতী গঙ্গে।
এস কুলু কল্লোল তানে,
দেবতার স্থানে, সুষমা জড়িত অঙ্গে॥

কত পাপরাশি বক্ষে,
ভাগিরথী ছোটে কাহারি লক্ষ্যে,
তবু সে পুণ্য—তবু সে ধন্য,
উছলিতা লীলা বঙ্গে ॥

[কল্যাণীকে লইয়া প্রস্থান]

রুক্ম। ওঃ! কল্যাণী! সে এক অতীত ইতিহাস! পাপ? কে বলে পাপ? ফুল ফুটবে দীনের কুটীরে—তার অপার সৌন্দর্য্য নিয়ে, ধনী কেন সে ফুলের সৌন্দর্য্য ভোগ করবে না? তাতে পাপ? হাঃ হাঃ হাঃ। ধর্ম্ম? ধর্ম্ম আবার কি? ধর্ম্ম নেই!

নন্দনের প্রবেশ

নন্দন। ধর্ম্ম চিরদিনই থাকবে দাদা। তার কি কখনো বিনাশ আছে? সে যে অক্ষয় অব্যয়, অনাদি অনন্ত কালের।

রুক্ম। সাবধান নন্দন! দেখ্‌ছি তোমার ঔদ্ধত্য ক্রমশই বেড়ে উঠছে সীমা অতিক্রম করে!

নন্দন। আর তোমারও স্বেচ্ছাচার যে ক্রমশঃ সীমার বাহিরে এসে দাঁড়িয়েছে দাদা। তুমি বিদর্ভের ভাবী রাজা, আর আমি তোমার দাস। তুমি প্রকৃতিস্থ হও দাদা! এটা যে ভগবানের রাজত্ব! কেন ঢেলে দিচ্ছ দাদা জীবনের সব টুকু করণীয় কর্ত্তব্য ব্যর্থ আশার মরু-বেদী মূলে?

রুক্ম। উপদেশ আমায়—কনিষ্ঠ হ'য়ে ? নন্দন, চলে যা—আমার কার্য্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালে, ভবিষ্যতে আমি—

নন্দন। ভবিষ্যতে কেন ? এখনি—এই মুহূর্ত্তে যা করবে করে ফেল ! প্রাণ নেবে নাও—হত্যা করবে কর। নিষ্কণ্টক হও—সৃষ্টির বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর।

রুক্ম। ও এত সাহস। জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাও ? তবে আয় অগ্রে গৃহশত্রু বিভীষণেরই জীবন-নাশ করে শাসন-নীতির প্রথম অঙ্কের ঐক্যতান বাদ্য বাজিয়ে দিই।

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

সহসা ভীষ্মকের প্রবেশ

ভীষ্মক। রুক্ম কুলাঙ্গার ! বংশের কলঙ্ক বিষবৃক্ষ। অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করতে কার বক্ষ লক্ষ্য করে অস্ত্র তুলে ধরেছ ? নন্দন তোমার কে—তা কি বিস্মৃত হয়েছ ? হিংসা এতদূর তোমায় উন্মাদ করেছে, যে তুমি ভুলে গিয়েছ তারও সমান অধিকার—এই রাজ্যে—সিংহাসনে—আমার স্নেহে। পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সমস্ত সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে, স্বার্থ পূজার উপাসক হয়েছ ? দূর হও—দূর হও, অমন অপদার্থ পুত্রের আমি মুখ দর্শন করতে চাই না।

রুক্ম। সাবধান পিতা, এখন আর শৈশবের স্নেহ আবেষ্টনীর মাঝখানে রুক্ম তার সমস্ত শক্তি আবদ্ধ রাখতে পারবে না। পিতৃদ্রোহী হবো—ভক্তির দুর্গে আগুন জেলে

দিয়ে। পিশাচ দানবের তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দবো—এই বিদর্ভের বক্ষে।

ভীষ্মক। তুমি পুত্র কিনা, তাই ওই কথা উচ্চারণ করতে একটুও সঙ্কোচ এল না—দণ্ডও পেলে না। অন্য কেউ হলে হয়তো তার শির এতক্ষণ লুটিয়ে পড়তো মাটীতে। শোন রুক্ম—পিতামাতার স্নেহ বক্ষে যেমন ভাবে আছ—তেমনি ভাবেই আবদ্ধ থাকো! স্বার্থে অন্ধ হয়ে নরক সৃষ্টি করতে ছুটে যেও না রুক্ম। সতত স্মরণ রেখো মাথার উপর বিরাজিত আছেন দর্পীর দর্পচূর্ণকারী ভগবান দর্পহারী!

[নন্দনসহ প্রস্থান]

রুক্ম। দর্পহারী! দেখবো দর্পহারীর কত শক্তি। আরও দেখতে চাই পিতা—তোমার রাজশক্তির অপ্রতিহত বেগ কত ভীষণ—কত ভয়ঙ্কর। রক্ত চক্ষু আমায়? পক্ষপাতিত্ব স্নেহে? দেখি কুটিল কৌশল নীতির দ্বারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ না—ব্যর্থতা?

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ-প্রাসাদ সংলগ্ন পথ

গীতকণ্ঠে বিধবা দুলালীর হাত ধরিয়া ছন্দের প্রবেশ

গীত

ছন্দ। ওগো ভিক্ষা দাও গো কে আছ ধনী
অনাহারে তনু কাঁদে !
দুলালী। আমি বিধবা হইয়া কেঁদে কেঁদে মরি
বঞ্চিত সবই সাধে ॥
ছন্দ। যার দ্বারে যাই, বলে নাই নাই,
কোথা গেলে মোরা জুটো খেতে পাই,
দুলালী। কেঁদোনা কেঁদোনা ভাইটী আমার,
ফেলো নাকো আর নয়নের ধার,
কেমনে দেখিব কেমনে বাচাবো
এমনি সোনার চাঁদে ॥

ছন্দ। দিদি আর যে ঘুরতে পাচ্ছিনে। রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে, বড় তেষ্টা পেয়েছে দিদি—একটু জল কোথায় পাই ?

দুলালী। তাইত ভাই—এখানে আমাদের কে জল দেবে ! চল্—যদি কারুর বাড়ী দেখতে পাই—একটু চাইবো।

ছন্দ। ওই তো একটা প্রকাণ্ড বাড়ী। বোধহয় রাজ-বাড়ী—ঢুকবো বাড়ীতে দিদি ?

দুলালী। রাজবাড়ীতে ঢুকবি ভাই? যদি দরোয়ানেরা ঢুকতে না দেয়?

ছন্দ। কেন দেবে না দিদি? আমরা তো চোর নই!

দুলালী। ওরে যাদের ধন দৌলত আছে তারা সর্ব্বদাই ভাবে চোর বুঝি তাদের সব চুরি করে নিয়ে যাবে। ভাবে, গরীব ভিখারী যারা—তারা মানুষ নয়—তারাই সব চোর ছ্যাঁচড। তাই গরীব ভিখারী ধনীর দুয়ারে গেলে গলা ধাক্কা খায়—দরোয়ানে ঢুকতে দেয় না—শেযাল কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয।

ছন্দ। কিন্তু সেদিন তারা যে আমাদের কত যত্ন করে খেতে দিলে দিদি?

দুলালী। তারা যে গরীব। একখানা ভাঙ্গা কুঁড়ে তাদের কিন্তু অন্তর স্বর্গীয় সম্ভারে ভরা। দালান কোঠায ভত সুখ নেই ছন্দ, যতটা সুখ সেই ভাঙ্গা কুঁড়ের মধ্যে। প্রাণের ভালবাসা না দিয়ে, যারা ঐশ্বর্য্যের বডাই দেখায়, তাদের সেই গর্ব্বের দান নেওয়ায কি তৃপ্তি হয় ভাই? সেইজন্য ভগবানের নাম দীনবন্ধু, দীন দরিদ্রের ঘরে তিনি আনন্দে বাস করেন বলে।

ছন্দ। তবে আমাদের এত দুঃখ কেন দিদি? আমাদের মা নেই—বাবা উন্মাদ—আমরা খাই ভিক্ষে করে, কৈ দিদি তিনি আসছেন কৈ? তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছিনে! আর তুমি—

দুলালী। আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভাই। পূর্ব্বজন্মে বহু পাপ করেছিলাম, তাই জীবনের সুখ সাধ আহ্লাদ হারিয়ে আজ—ভগবান! [ক্রন্দন]

ছন্দ। কেঁদো না দিদি! আচ্ছা ভগবানকে ডাকলে তিনি আসবেন না? তিনি কোথায় থাকেন জানলে আমি তাঁর কাছে যেতাম। আমি তাঁর পায়ে পড়তাম—আমাদের দুঃখ জানাতাম।

দুলালী। ভগবান সর্ব্বত্রই আছেন ভাই, তিনি যে পরম দয়াল, তবে ডাকার মত তাঁকে ডাকতে পারলে নিশ্চয় তিনি আসবেন। সহজে কেউ তাঁকে দেখতে পায় না ভাই।

ছন্দ। আচ্ছা, আমি তাঁকে খুব করে ডাকবো। যদি তিনি না আসেন, তা হলে তাঁর কাছে যাবো। বল না দিদি তাঁর ঠিকানাটা, আমি না হয় একখানা পত্র দেব।

দুলালী। বেশ, তাই হবে! এখন চল্, বেলা যে দুপুর হয়ে গেছে, কখন খাবি? এত বেলা হয়ে গেছে এখনো মুখে কিছুই দিস্‌নি।

ছন্দ। না দিদি, তেমন খিদে পায়নি আমার। তবে খুব তেষ্টা পেয়েছে। ভিক্ষেয় যে আজ কিছুই পাইনি, মাত্র এই ক্ষুদ কটা পেয়েছি—এতে আর কি হবে?

দুলালী। ওতেই হবে ভাই।

ছন্দ। একটু জল কোথায় পাই? ঢুকবো ওই রাজ-বাড়ীতে? অত বড় প্রকাণ্ড বাড়ী আর ভিখারীকে একটু জল দেবে না? ওকি কাদের একটা ছেলে এই দিকে আসছে না?

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গান

ওরে ভিখারী!
ভিক্ষা দেরে ভিক্ষা দে
আমি যেরে ভিখারী॥
মেগে খায় যারা, ভালবাসে তারা,
দিই আমি সাড়া তাদের ডাকে,
(তাদের) ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে, থাকি যুগ ধরে,
আঁধারেতে কিবা আলোকে,
অহং এর মাঝে নাহি থাকি আমি
চলে যাই সেথা ছাড়ি॥

ছন্দ। তুমি কাদের ছেলে ভাই?

বিধান। ভিখারীদের।

দুলালী। ভিখারীদের?

বিধান। হ্যাঁ! কিছু ভিক্ষা দাও না, আজ তিন চার দিন আমি কিছু খেতে পাইনি।

দুলালী। এই নাও! [ছন্দের ঝুলি হইতে চাউল দিল]

ছন্দ। হ্যাঁ দিদি, বেশ তো তুমি! আমরা কি খাবো?

দুলালী। আহা ও যে তিন দিন কিছু খেতে পাইনি ছন্দ। ওর কত কষ্ট হচ্ছে। আমরা তো কতদিন না খেয়ে থাকতে পারি। আহা ছেলেমানুষ।

ছন্দ। তা সত্যি কথাই বলেছ দিদি, আর ছেলেটী দেখতেও বেশ। হ্যাঁ ভাই, তোমার নাম কি ?

বিধান। বনমালী।

গান

ছন্দ।— কিবা নীল নীরদ তনু
বনমালা গলে দোলে।
কজ্জল আঁখি চাঁচর চিকুর
চরণে বিজলী খেলে।
দুলালী।—তবে বুঝি সেই নিখিলের স্বামী
এলো ভিখারীর বেশে হাসিয়া,
তাই বুঝি ওই বাঁশিটী তাহার
ছন্দে উঠিছে বাজিয়া,
(ও ভাই ধর্ না ওকে
ওই বুঝি সেই দীনের সখা
ধর্ না ওকে)

[ছন্দ বিধানকে ধরিতে গেলে বিধান অন্তর্দ্ধান হইল]

দিদি পালিয়ে গেল,
ধরা দিয়ে ধরা দিলে না
সখা পালিয়ে গেল,
ওই বুঝি সেই দীনের সখা
তবে পালিয়ে গেল কোন্ ছলে ?

গীতকণ্ঠে দেবলের প্রবেশ

গান

ওর ওই তো রীতি।
ও যে চতুর চির চিন্তামণি
ওর ওই তো রীতি।
লোক কাঁদানো ব্যবসা যে ওর
ওর ওই তো রীতি।
প্রাণ খুলে ভাই ডাক না ওরে
হরি হরি হরি বোলে,
রাখ না ওর পায়ে মতি ॥

[প্রস্থান]

নগর-রক্ষকের প্রবেশ

নঃ-রক্ষক। এই কে তোরা? চল্ তোদের বেঁধে নিয়ে যাই—যুবরাজের হুকুম।

ছন্দ। কেন আমরা কি করলাম?

নঃ-রক্ষক। কি করলি সেই খানেই টের পাবি, এখন চল্।

দুলালী। কেন বাপু আমাদের আর কষ্ট দিচ্ছো? দেখতে পাচ্ছো না, ভগবান আমাদের কত কষ্ট দিচ্ছে, এর উপর আর কি কষ্ট দেবে?

নঃ-রক্ষক। তোরা হরি বলছিস কেন? জানিস না—যুবরাজের হুকুমে রাজ্যে ঠাকুর দেবতার পুজো বন্ধ। চল্ শিগ্গীর।

দুলালী। না না আর আমাদের কষ্ট দিও না। আমরা কঙ্কন ঠাকুরের ছেলে মেয়ে, বড় দুঃখী আমরা। আমাদেব চোখে জল পড়লে তোমার কি তাতে ভাল হবে?

নঃ-রক্ষক। কি আবার শাপ মুন্যি দেওয়া হচ্ছে? দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি—চল্ চল্! [উভয়কে বন্ধন]

ছন্দ। ওগো—ওগো আমাদের বেঁধে নিয়ে যেও না, তোমার দুটী পায়ে পড়ি।

নঃ-রক্ষক। কি যাবিনে? চল্ বলছি।

দুলালী। উঃ! ভগবান! ওগো—নিয়ে যেওনা। ভাইটী আমার সারাদিন কিছু খাইনি।

নঃ-রক্ষক। তোরা কঙ্কন ঠাকুরের ছেলে মেয়ে, তোদের বেঁধে নিয়ে যাবার কড়া হুকুম। চল্ বলছি, নইলে ঠ্যাঙ্গাতে ঠ্যাঙ্গাতে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবো।

[দুলালী ও ছন্দকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল]

ঝাঁটা হস্তে মুখরার প্রবেশ

মুখরা। নিয়ে যা দেখিতো আঁটকুড়ো মিন্সে, তোর ঘাড়ে কত রক্ত। ঝাঁটায় এখুনি বিষ ঝেড়ে দোব। ছাড়্—ছাড়্ বলছি।

নঃ-রক্ষক। থাম্ বেটী, যেন রণচণ্ডী এলো আর কি ?

মুখরা। কি মুখপোড়া জানিস আমি মুখরা—এখুনি সাত গাঁয়ের লোক এক গাঁয়ে করবো। গালাগালে তোর ভিটে মাটী উচ্ছন্ন করবো। আমার কাছে চালাকি করিস নে মুখপোড়া, আমি রাগলে আর কারু নই। আহা মেয়েটী বিধবা—ছেলেটী দুধের! এদের ধরে নিয়ে যাবি? চল্‌তো দেখি আমায় ধরে নিয়ে? দেখি তোর কত সাধ্যি? এখুনি সাত ঝাঁটায় তোকে রাজ্যি ছাড়া করে দিয়ে আসবো।

নঃ-রক্ষক। ওরে বাপ্‌রে! দেখ্ মাগী এখনি তোকে নির্দ্দম মার্ মারবো। সরে যা, আমি যুবরাজের হুকুমে এদের বাঁধতে এসেছি।

মুখরা। আর আমিও রাণীমার হুকুমে এদের ছাড়াতে এসেছি। রাণীমা উপর থেকে দেখে আমায় পাঠিয়ে দিলেন। ছাড়্ ছাড়্ বলছি—কি ছাড়বি নি ? তবে—এই দেখ্।

[ঝাঁটার দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল]

নঃ-রক্ষক। ওরে বাপরে গেছি গেছি। [ছাড়িয়া দিল]

[মুখরার দুলালী ও চন্দকে লইয়া প্রস্থান]

নঃ-রক্ষক। য়্যাঁ শেষ কালে ঝাঁটা ওই চাকরাণী বেটীর ? রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! বাপ্‌রে কি বাজখাই আওয়াজ—কি ভীষণ মূর্ত্তি। ওরে বাপ্‌রে, বেটী মেয়েমানুষ না হয়ে যদি ব্যাটাছেলে হতো, তা হলে ঠিক স্বর্গ জয় করে ফেলতো। ওরে বাপ্‌রে! ওই না আবার আসছে ? ছুট দিই বাবা।

মুখরার পুনঃ প্রবেশ

মুখরা। কি আবার আমার অপমান করা হচ্ছে? এখনো যাস্‌নি? ওরে আঁটকুড়ির ব্যাটা, ওরে ছোটলোকের জাত—আবার ঝাঁটা খা—আবার ঝাঁটা খা। [প্রহার]

দ্বৈত গীত

নঃ-রক্ষক। আর মারিস্‌নে ও মাসী
পায়ে ধরি তোর পায়ে ধরি।
মুখরা। আঃ মর্ মর্ রকম দেখ
বোনপোর মুখে খ্যাংরা মারি॥
নঃ-রক্ষক। খেয়ে থুয়ে তুই মার্,
কোন্ শালা আসে আর,
মুখরা। আমার কাছে নাইকো পার
ঝাঁটার চোটে ভাঙ্গবো ঘাড়
মুখরা নামটী আমার
রাজবাড়ীতে কাজ করি॥

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

জনার্দ্দনের মন্দির প্রাঙ্গণ

ভক্তগণ ও ভক্ত-পত্নীগণ গাহিতেছিল

গীত

পুংগণ। হে মধুসূদন কংশ নিসূদন।
মঙ্গলময় পরম পুরুষরতন॥
স্ত্রীগণ। হে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু।
নন্দন-নন্দিত মদন-মোহন॥
পুংগণ। হে মনোরঞ্জন ধরণী পালক,
হে গোপীবল্লভ ভবজন্ম ভেলক,
স্ত্রীগণ। হে বন-বিহারী নীরদ বরণ,
অকূলে পাই যেন তব দরশন॥

[প্রস্থান]

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] ভাঙ্গ্! ভাঙ্গ্ মন্দিরটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ফেল্।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে কঙ্কন প্রবেশ করিল

কঙ্কন। একটা—একটা কিছু দেখিয়ে দাও দয়াময়, নতুবা তোমার নিষ্কর সম্পত্তি যে আর রক্ষা হয় না। তোমার উপর জমাট বাঁধা অগাধ বিশ্বাস যে আজ অন্তর্হিত হয়। ওই—ওই

গেল—গেল! ভগবান, তোমার সম্পত্তি তুমিই রক্ষা কর। ওঃ—এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না। [পতন]

গীতকণ্ঠে বিধান প্রবেশ করিল

গীত

ভয় কিরে ওরে ভক্ত।
নয়নের জলে এসেছিবে ছুটে,
ভক্তির অনুরক্ত॥
বিশ্বাসে থাক্ বিভোর হয়ে,
ঝরিবে আশীষ অসীম বেয়ে,
প্রাবৃটের ঘন গর্জ্জন শুনে,
বসে থাক্ হয়ে শক্ত॥

[প্রস্থান]

কঙ্কন। কই—কই—কোথায় তুমি? কোথায় তোমার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ? ওরে—ওরে ভাঙ্গিস্‌নে—জনার্দ্দনের মন্দির ভাঙ্গিস্‌নে—জনার্দ্দনকে কাঁদাস্‌নে।

[প্রস্থান]

কন্দর্প প্রবেশ করিল

কন্দর্প। তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি। একটু চিহ্ন পর্য্যন্ত যেন না থাকে। ভেঙ্গে ফেল্—ভেঙ্গে ফেল্। সব গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দে। মন্দিরের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করে ফেলবো।

কঙ্কনের পুনঃ-প্রবেশ

কঙ্কন। দাদা! দাদা করছো কি দাদা? এযে জনার্দ্দনের মন্দির। দোহাই দাদা এ মন্দির ভেঙ্গো না—ভেঙ্গো না। আমি পায়ে ধরছি। [পদধারণ]

কন্দর্প। না—ভাঙ্গবে না? তোর কথায়? এই ভাঙ্গ ভাঙ্গ! পা ছাড়্—ছাড্ পা কঙ্কন।

কঙ্কন। না—না—পা তোমার ছাড়বো না। তুমি আমায় মেরে ফেল—গলায় ছুরি বসিয়ে দাও—কিন্তু জনার্দ্দনের মন্দির ভেঙ্গো না দাদা।

কন্দর্প। পা ছাড্ হারামজাদ। নইলে লাথি মারতে মার্‌তে এখান থেকে তাড়াবো। তখন কত সাধাসাধি! দেওয়া হলো না। আমার জনার্দ্দনের মন্দির! এখন আসুক দেখি তোর জনার্দ্দন। এখন রক্ষা করুক তার মন্দির—দেখি কেমন দেখতে তোর জনার্দ্দন!

কঙ্কন। আসবেন—আসবেন, নিশ্চয়ই জনার্দ্দন আসবেন। তিনি না এলে যে তাঁর পবিত্র নামে কলঙ্কপাত হবে। কেউ তো আর তাঁকে ডাকবে না। ওই ওই দেখ দাদা, মন্দিরের চতুর্দ্দিকে আমার জনার্দ্দন যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে। ওই শোন দাদা, কাতরকণ্ঠে আমার জনার্দ্দন যেন বলে উঠছে—"ওরে ওরে এতদিন পরে তোদের ভিটে থেকে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিস্? তোদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কত আদর যত্নে,

আমার মন্দিরটা গড়ে দিয়েছিল। আর তোরা—তাদের কুলাঙ্গার সন্তান তোরা আজ তাড়িয়ে দিচ্ছিস্ ?"

কন্দর্প। তাদের পয়সা সস্তা হয়েছিল। তাই ও সব বাজে খরচা করে গেছে। শিবোত্তর ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর এমনি সব কত নিষ্কর জমী জায়গা দিয়ে গেছে। মূর্খ—মহা মূর্খ ছিল তাবা, নইলে অমন কুকাজ করে যায় !

কঙ্কন। তাঁরা মূর্খ ছিলেন না দাদা। তাঁরা অর্থ অপব্যয় করে যাননি। অক্লান্ত পরিশ্রমের সঞ্চিত অর্থে দেবতা স্থাপন, পুষ্করিণী খনন, পান্থনিবাস, অন্নছত্র—কত পুণ্যক্রিযা আজও তাঁদেব অমরত্ব প্রকাশ করে দিচ্ছে দাদা। তাঁরা বিলাস-ব্যসনের হাত এড়িয়ে, অঋণী অপ্রবাসী হয়ে বাপেব ভিটেয় সন্ধ্যে দিয়ে গেছেন। আর আজ তাঁদের বংশধরেরা নষ্ট করছে, তাঁদের সুনাম সুকীর্ত্তি—বিলাসে—সুরায়, গণিকায় আত্ম-নিবেদন করে। কেঁদে কেঁদে মরছে তারা দূরে—বহু দূব প্রবাসে ঋণ জর্জ্জরিত অঙ্গে সভ্যতার অনুকরণে।

কন্দর্প। যা—যা—যেন বেদব্যাস। বেদ খুলে বসলেন আর কি। দেরী করছিস কেন ভেঙ্গে ফেল্।

কুণ্ডলার প্রবেশ

কুণ্ডলা। চমৎকার ! এইতো চাই ! এইতো কথার মত কথা ! দেবমন্দির না ভাঙ্গলে কি চলে ? বলি হ্যাঁগা, এততেও কি তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটছে না ? দেবমন্দির টুকুও নষ্ট

করতে চাও? সত্যই কি পয়সা পয়সা করে, স্বার্থ স্বার্থ করে তুমি খেপে গেলে!

কন্দর্প! যাও—যাও বড় বৌ। এ সময় তোমায় আর মধ্যস্থ করতে আস্‌তে হবে না। আমি যা ভাল বুঝবো—তাই করব।

কুণ্ডলা। তা করবে বইকি? ভাল যা করছো, তাত সবাই দেখতে পাচ্ছে। নিজের মায়ের পেটের ভাই, তাকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিয়েছ। ভাইপো ভাইঝি তাদের মুখ দেখ না—এমন কি দেবমন্দির টুকু নষ্ট করতে চাইছো। কতো ভাল করছো—দেশের—দশের—ভায়ের। বাপ্‌রে তোমার পুণ্যির ছালা বইতে আমার না ঘাড ভেঙ্গে যায়।

কন্দর্প। তুমি যা তা বলছ বড বৌ?

কুণ্ডলা। আমি তো আর তোমার মত ক্ষেপিনি যে, যা তা বলবো। বলি নিজের পরকালের কথা কি একটীবার ভাবছো? দেবমন্দির ভেঙ্গে বাগান বাড়ী করবে? বাহবা তোমার মাথা! অথচ তোমার বাপ ঠাকুরদা ঐ দেবমন্দির কত যত্নে, কত কষ্টে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তোমার কি একটু গা শিউরে উঠছে না?

কন্দর্প। আঃ কি জ্বালাতন এ সময়। যাও—যাও—আমি কোন কথা শুনবো না।

কঙ্কন। কেন বৌদি তুমি অনর্থক কষ্ট পেতে এখানে এসেছ? কাকে বলছ—কে শুনবে? তুমি যাও বৌদি!

দেবতার যদি মন্দিরে থাকবার ইচ্ছা না থাকে, তবে কে তাঁকে মন্দিরে রাখতে পারে বৌদি ?

কুণ্ডলা। ঠাকুরপো ! তুমি মানুষ না দেবতা ? উঃ এত সহ্য তোমার ? হ্যাঁগা সত্যি সত্যিই কি মন্দিরটা ভাঙ্গবে ?

কন্দর্প। না, ভাঙ্গবো না ! খেলা করতে রাজ-সৈন্যদের ডেকে এনেছি। যাও যাও—সময় নষ্ট হচ্ছে। বাগানবাড়ী না করলে কি চলে ?

কুণ্ডলা। বটে ? কি বলবো আমি মেয়েমানুষ আমার বলবার কিছু নেই—কর্‌বারও কিছু নেই। তা যদি থাকতো, তাহলে আজ দেখিয়ে দিতুম তুমি কতদূর স্বার্থপর লোক। উঃ ! ভগবান ! তোমার রাজ্যের কি এই নিয়ম ? দেখ, এখনো বলছি—থেমে যাও—নইলে পরকালে তোমার দুর্গতির বাকী থাক্‌বে না।

কন্দর্প। তার জন্য আর তোমায় ভাবতে হবে না।

কুণ্ডলা। আমি যে স্ত্রী ! তোমার দুঃখ আমি কেমন করে সইব ?

কন্দর্প। না পার এখন হতে রাস্তা দেখ। লম্বা সরকারী রাস্তা পড়ে রয়েছে।

কুণ্ডলা। আচ্ছা—আচ্ছা—আমিও দেখবো তোমার হিংসানলে তুমি নিজে পোড—না তোমার ভাই ভস্ম হয়, আর তুমিও দেখ আমি তোমার সর্ব্বস্ব পুড়িয়ে দিতে পারি কিনা। তোমাকেও আমি কাঁদাব। ভেবেছ অপরকে কাঁদালে নিজেকে

কাঁদতে হবে না ? তা নয়—তা নয়। যতখানি জল পরের চোখে ফেলাবে ঠিক ততখানি জল নিজের চোখেও বইবে। পরকে যতখানি আঘাত দেবে নিজেকেও সেই পরিমাণ প্রতিঘাত পেতে হবে। এই জনার্দ্দনের বিধান—একথা মনে রেখো। যখন কাঁদবে—বেদনায় জ্বালায় জ্বলবে—চিৎকার করবে তখন কুণ্ডলার এই কথা গুলো মিলিয়ে নিও।

[প্রস্থান]

কন্দর্প। স্পর্দ্ধা বড কম নয়। আমায় উপদেশ দিতে এসেছেন, আবার ভবিষ্যতের ভয় দেখান হচ্ছে। যেমন স্ত্রী, তেমনি আমার ভাই। পরিচয় দিতেও লজ্জা করে। এই—এখনও ভাল কথায় বলছি, ঘ্যান ঘ্যান না করে সরে যা এখান থেকে, নইলে লাথি মেরে দূর করে দেবো। তোর জনার্দ্দনের বাবাও এসে রক্ষে করতে পারবে না।

কঙ্কন। দাদা, আমার দেহটার ওপর তুমি যা ইচ্ছে করতে পার কিন্তু আমার মন—আমার প্রাণ সে যে পড়ে আছে জনার্দ্দনের রাঙ্গা চরণে।

কন্দর্প। বটে! আচ্ছা আজ তোর জনার্দ্দন কেন—জনার্দ্দনের বাবার নাম ভুলিয়ে দিচ্ছি। [পদাঘাত]

কঙ্কন। ওগো—ওগো দয়াময়, একটীবার—একটীবার তুমি ভীম ভৈরব মূর্ত্তিতে জেগে ওঠ, একটীবার তোমার সেই বিশ্ব-স্তাম্ভিত দানব-দলন মূর্ত্তিতে ছুটে এসতো—একটীবার পাষাণ ফুঁড়ে রণোন্মাদ মূর্ত্তিতে জেগে ওঠতো। [কন্দর্প কর্ত্তৃক পুনঃ পদাঘাত]

অস্ত্র হস্তে দ্রুত নন্দনরে প্রবেশ

নন্দন। জেগেছে—জেগেছে ব্রাহ্মণ—দেবতা এইবার জেগেছে। আজ ব্রহ্মহত্যা—ব্রহ্মহত্যা করবো।

রুক্মের প্রবেশ

রুক্ম। তার পূর্ব্বে তুমিও যাও সৃষ্টির অন্তরালে দেব-ভক্ত।

নন্দন। দাদা! দাদা!

রুক্ম। স্তব্ধ হও নিলর্জ্জ। এই কে আছিস বন্দী কর্ নন্দনকে।

[প্রহরীর প্রবেশ ও বন্ধনে উদ্যত হইল]

নন্দন। সাবধান দাদা! তুমি জ্যেষ্ঠ গুরু হলেও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষায়, তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরলাম—দেখি তুমি কত শক্তিমান।

রুক্ম। বটে। এত স্পর্দ্ধা—এত দর্প—। ক্ষুদ্রের এ দম্ভ অসহ্য। [উভয়ে যুদ্ধ ও নন্দন পরাজিত হইল]
এইবার তোর শেষ। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

কঙ্কন। [বাধা দিয়া] যুবরাজ, যুবরাজ কাজ নেই আমার জনার্দ্দনের মন্দিরে। চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেল, চিহ্ন তার মুছে দাও, তবু ভাই হয়ে ভায়ের রক্তপান করে, সৃষ্টির সৌন্দর্য্য—পিতা-মাতার অনন্ত আশ্বাস অকালে নষ্ট করে ফেলো না।

রুক্ম। দূর হও। [কঙ্কনকে পদাঘাত]

কঙ্কন। উঃ ভগবান।

চক্র-করে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

রুক্ম। [ভীত হইয়া] য়্যাঁ একি একি!
চতুর্দ্দিকে অগ্নি কুণ্ড
দাবানল, বাসুকীর তীব্র হলাহল।
কেবা ওই ধ্বংস রূপী—
করাল মূরতি ধারী,
অট্টহাস্যে দিগন্ত কাঁপায়।
প্রলয়—প্রলয়—পরিত্রাহি—পরিত্রাহি।

[প্রস্থান]

কন্দর্প। আগুন—আগুন—পুড়ে মলাম—পুড়ে—মলাম!

[কন্দর্প ও প্রহরীর পলায়ন]

কঙ্কন। কে কে তুমি—মোহন মূরতিধারী?

শ্রীকৃষ্ণ। কে আমি—কে আমি ?
আমি সেই বিপদ বারণ
অনাদি—অনন্ত দুর্গতিনাশন!
কভু বা সাকার কভু নিরাকার।
কখনো পুরুষ—কখনো প্রকৃতি
নানা রূপে—নানা ভাবে
অবতীর্ণ ধার্ম্মিকের ধর্ম্মের রক্ষায়।

আর্ত্তের সহায় আমি—
আর্ত্তহারি নাম মোর ভুবন বিদিত।
দুর্জ্জন দলনে আমি মহাকাল,
হাস্যময় মহতের দ্বারে।
নাহি ভয়—পরিত্রাণায় সাধুনাং
বিনাশয়াচ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায—
সম্ভবামি যুগে যুগে।

[প্রস্থান]

কঙ্কন। নন্দন—নন্দন, এ কে জান? এ যে আমার জনার্দ্দন। জেগেছো—জেগেছো তুমি? এসেছো—এসেছো আজ ব্যথিতের ব্যথা মোচন করতে ব্যথাহারি জীবন্ত মূর্ত্তিতে? কে বলে পাষাণে দেবতা নেই? কে বলে তার মাহাত্ম্য নেই! ওরে ভক্ত—ওরে সাধক—কে কোথায় আছিস—ছুটে আয়—ছুটে আয়, দীনের ভগ্ন কুটীর যে আজ গোলোক বৈকুণ্ঠ হয়েছে। জয়—জয় আমার জনার্দ্দনের জয়।

গীতকণ্ঠে ভক্তগণ ও ভক্তরমণীগণের প্রবেশ

বাহ্য ভুলে সব হরি বলো ভাই
ওই এসেছে পারের তরি।
ভবার্ণবে পার হবি আয়,
ফেল্‌না ছিঁড়ে মায়ার দড়ি

দে তুলে দে পারের নিশান,
ওই যে বাজে কালের বিষাণ,
কালভয় বারণ কালীয় দমন
দেখ্‌না রে ভাই নয়ন ভরি ॥

[ভক্ত ও ভক্তরমণীগণের প্রস্থান
পশ্চাতে কঙ্কন ও নন্দনের প্রস্থান]

ঐক্যতান বাদন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বারকা

শ্রীকৃষ্ণ আসীন—গোপিনীগণ গাহিতেছিল

গান

বাঁশী ফেলে কেন বসে কালোশশী ?
কেন হলো অভিমান ?
রাধা বুঝি আজ কুঞ্জে আসিনি
তাই ঝরে চোখে বান ॥
দাঁড়াবে চলো কদম তলায়,
ফাগুনের সেই সাঁঝের বেলায়,
যমুনার কুলু কল্লোল তানে,
বাঁশী তুলে ধর তান ॥

[প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মময় বিশাল ব্রহ্মাণ্ড,
কর্ম্মচক্রে ঘুরে জীবকুল।
কভু হাসে—কভু কাঁদে—
কভু করে রঙ্গমঞ্চে নানা অভিনয়।
কর্ম্মের পূজায় এ ধরায়,
কতবার অবতাররূপে অবতরি।

মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ আকার,
নৃসিংহ বামন রাম ভৃগুরাম,
দ্বাপরেতে রামকৃষ্ণ রূপে এবে।
স্বপন জড়িত চক্ষে
একি হেরি আজ নীরব নিশার
এই কৃষ্ণময় পটে ?
কে যেন অঙ্কিত করে
স্বপ্নময় পুরী একখান।
বহে ওই যমুনা রূপসী
ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ সুরে,
কাহারি সন্ধানে ?
কাননে কাননে আর
বিহঙ্গ গাহে না গীতি,
গোপিনীর নাহি জল কেলি,
বাজে না বাঁশরী আর
রাধা রাধা রবে কোন দেশে !
বৃন্দাবন ! বৃন্দাবন !
য়্যা একি ও যে মাধবী ?
অশ্রুজলে ভাসে নয়ন বদন
নয়নের জলে ভাসে ও মুখ-পঙ্কজ
বুঝি মোর অদর্শনে ?
মাধবী—এবে রুক্মিণী ভীষ্মক-দুহিতা।

পাবে প্রিয়ে দর্শন আমার
কাঁদিওনা কাঁদিওনা আর,
স্বপ্ন! স্বপ্ন! একি স্বপ্ন!

বলরাম প্রবেশ করিলেন

বলরাম। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! জাগ্রত না নিদ্রাগত ভাই
শ্রীকৃষ্ণ। জাগ্রত, এস দাদা!
বলরাম। জাগ্রত তবু ভাল,
ভেবেছিনু কৃষ্ণ বুঝি নিদ্রা যায়
বিলাস শয্যায়।
শ্রীকৃষ্ণ। কেন এ অদ্ভুত প্রশ্ন শুনি তব মুখে?
বলরাম। অদ্ভুত নহেক প্রশ্ন চতুরালি।
শোন্ শোন্ রে মাধব,
কত যে নির্দ্দয় তুই বর্ণনা অতীত।
দলিত সাধের সৃষ্টি,
অত্যাচার অবিচার নিরন্তর
ফুটে ওঠে সৃষ্টির উপর,
কাঁদে ধরা আর্ত্ত হাহাকারে।
তবু রে নীরব তুই?
নাহি চাস্ বুঝিবারে
সে বেদনা কত ভয়ঙ্কর।
যেই মহা চক্র তোর

একদিন গর্জ্জিল ভীষণ
দর্পীর করিয়া চূর্ণ দর্প অহঙ্কার,
ধরণীর শান্তি প্রতিষ্ঠায়,
আজি হায় নীরব নিস্তেজ তাহা !
ভাল ভাল কৃষ্ণ,
থাক্ তুই নীরব নিদ্রায়।
ভীম হলে হলপাণি
শান্তির প্রতিষ্ঠা পুনঃ করিবে ধরায়।
ব্রহ্মাণ্ড বিলয় হোক্
অশ্রু জলে ভেসে যাক্ সব,
দিগন্তে উঠুক ফুটে বেদনা ঝঙ্কার
নিদ্রায় বিভোর তুই থাক্‌রে কেশব।
কে দানিল তব নাম ভক্ত প্রাণধন,
কেন বিশ্ব পূজে তোরে,
আত্মহারা তন্ময়তা নিয়ে—
কাম্য মোক্ষ মুক্তিদাতা বলে ?
জানি না কিবা উদ্দেশ্য কিবা লীলা তোর,
জানিবার নাহি আবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণ। হে আর্য্য ক্রোধ বহ্নি কর সংবরণ।
নাহি কি স্মরণ তব
ধরায় শান্তির রাজ্য করিতে প্রতিষ্ঠা
কে হইল নায়ক তাহার ?

লীলা অবতার নহি শুধু আমি
তুমিও সহায়—
কৃষ্ণ লীলা করিতে প্রচার—
বিশ্ব মাঝে সঙ্কর্ষন নামে।
আবার স্মরণ কর—
মর্ম্মন্তুদ্ ত্রেতার কাহিনী
সাজিয়া অনুজ মোর সুমিত্রা-নন্দন রূপে,
সহেছিলে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা অপার।
স্বেচ্ছায় ঐশ্বর্য্য সুখ ফেলিয়া পশ্চাতে
মোর সাথে এলে বনবাসে।
দেখাইলে ভ্রাতৃভক্তি তুলনা বিহীন।

বলরাম। তাই প্রতিদান হেতু
দ্বাপরেতে নিজে সাজিলে অনুজ ?
চাহিনা সে প্রতিদানে জ্যেষ্ঠের সম্মান।
শুধু তুই থাক্ কৃষ্ণ
বক্ষে মোর অনন্ত অনন্ত কাল। [আলিঙ্গন]
কৃষ্ণ নামে হয়ে মাতোয়ারা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাজায়ে বিষাণ
যেন কৃষ্ণ প্রেমে মজে যাই—
আমি রে কেশব।
ওই শোন আর্ত্তের নিনাদ,
ধর কৃষ্ণ চক্র তোর,

নতুবা কলঙ্ক রটিবেরে
ভক্তাধীন নামে।
ভক্ত লাগি সহেছিলি
কত ব্যথা—কত জ্বালা,
কত যে বেদন,
তবে আজ কেন অচেতন
ভক্তের রক্ষায়?

শ্রীকৃষ্ণ। ধীরে ধীরে বিকশিত হবে আর্য্য
লীলাতত্ত্ব মোর।
কর্ম্ম সূত্রে বাঁধা বিশ্ব,
একদিনে নাহি হবে পাপের বিনাশ।
দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কেশ যবে
হরিল সীতারে পঞ্চবটী বনে
ভাবো মনে—হলধর
কত ব্যথা সহিয়া নীরবে
জানকীর হইল উদ্ধার।
একটী কটাক্ষে হায়
পারিতাম স্বর্ণলঙ্কা করিতে শ্মশান,
কিন্তু তাহা হয় নাই
মাত্র সেই কর্ম্মের পূজায়।
ধর ধৈর্য্য হলপানি,
পর পর একে একে পাপের করিব নাশ।

বলরাম। রে কৃষ্ণ ভুলিব না স্তোকবাক্যে আর।
নারিবি রোধিতে মোর উন্মত্ত বাসনা।
ওরে কৃষ্ণ কেঁদেছে পরাণ
তোর মত নহিক পাষাণ আমি।
কাঁদায়ে কাঁদে না প্রাণ
দ্রবীভূত হয় না অন্তর।
ওরে দেখে আয়,
তোরি যে রচিত ওই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড
কি সুখে কাটায় কাল।
কতদিন—কতদিন
সুদূর ভবিষ্য ভাবি,
বর্ত্তমানে সহ্য করি অনন্ত যন্ত্রণা।
চাহি না দেখাতে আমি লীলার মহিমা,
চাহি না সে কর্ম্মকাণ্ড
চাহি না রে স্রষ্টার গৌরব।
ধর চক্র বধিতে সে
কৃষ্ণদ্বেষী দেবদ্বেষী তুষ্ট রুক্মে।
ওই চেয়ে দেখ্ ভাই
রুক্মের কবলে পড়ি কত নরনারী,
হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ বলি ছাড়ে আর্ত্তনাদ,
তবু তুই নীরব নিশ্চল ?
প্রলয় করিতে সৃষ্টি

মহাঘূর্ণী রূপে তুই ওঠ্‌রে জাগিয়া
ধর্‌ ধর্‌ পুনঃ মহাচক্র কৃষ্ণ-দর্পহারী।

গীতকণ্ঠে দেবলের প্রবেশ

গীত

প্রলয়ের মত গর্জ্জিয়া ওঠ
　　ধর চক্র ধর চক্রধারী।
হল করে জাগো হলপাণি তুমি
　　ওই কাঁদে কত নরনারী॥
কংস কেশী করেছিলে নাশ
ধরণী ছাড়িল তৃপ্তির শ্বাস,
আবার কংস এল বুঝি ফিরে,
　　চলো চলো আজি বিনাশে তারি॥

[প্রস্থান]

বলরাম। জাগ্‌ জাগ্‌ রে কৃষ্ণ,
তবু রে নীরব তুই নিষ্ঠুর কপট ?
বেশ্‌—তাই যদি তবে আজ
সঙ্কর্ষন ঘটাবে বিপ্লব
সহিবে না ক্লীব সম জড়তা তোমার,
মুছে দেবে হলাঘাতে
ধরা হতে চিরতরে কৃষ্ণ নাম আজ।

[হলাঘাতে উদ্যত, কৃষ্ণের চক্রদ্বারা হল আকর্ষণ ও বলরামের তন্ময় বিস্মিত ভাবে প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। ওই বুঝি ছুটে আসে
অনন্ত জলধি স্রোত—
কর্ম্মের নিশান তুলি লক্ষ্যেতে আমার।
জরাসন্ধ! মধ্যম পাণ্ডব করে
মরণ তাহার।
শিশুপাল—পূর্ব্ব হতে প্রতিশ্রুত
জননী সকাশে তার
শত অপরাধ করিব মার্জ্জনা।
রুক্ম! মৃত্যু তার বলদেব করে।
ওকি—কে ডাকিল?
রুক্মিণী! রুক্মিণী!
সাত্যকি! সাত্যকি হয়েছে প্রস্তুত রথ?

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। প্রভু প্রস্তুত হয়েছে রথ।
শ্রীকৃষ্ণ। চল তবে বিলম্ব না করি আর।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর কক্ষ

রুক্মি আসীন

নর্ত্তকীগণ গাইতেছিল

হৃদয় বীণার গোপনে ওই পঞ্চম তানে।
বাজিয়ে গেল কে লো সই মধু-গীতি আন্ মনে॥
কম্পিত সদা দুরু দুরু হিয়া সরসে রসিত মদনে॥
আঁধারে জ্বালিয়া আলো, সে কি লো বাসিবে ভাল
অধরে অধরে শুধু চুম্বনে চুম্বনে॥
ওই সে এসেছে আজ আর কেন করি লাজ
থাক্ পড়ে গৃহ কাজ যাব আজ অভিসারে নন্দনে॥

[প্রস্থান]

রুক্মি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ সারা বিশ্বময়
ওই এক সুর কৃষ্ণ কৃষ্ণ!
কেন! কি জন্য তার প্রশংসাবাদ?

মায়াদেবীর প্রবেশ

মায়া। কৃষ্ণ যে ভগবান।

রুক্মি। কে বল্লে মা, যে কৃষ্ণ ভগবান? কি তার প্রমাণ?

মায়া। তুমিই যে মানুষ—তার কি প্রমাণ বাবা?

রুক্ম। কেন আমার মানবত্বের কিছু বৈলক্ষণ দেখ্‌ছ মা? আমি যে মানবত্ব হারিয়ে ফেলেছি—তার কি প্রমাণ পেলে মা?

মায়া। যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি! কত প্রমাণ চাও রুক্ম? তোমার মানবত্ব হারার পর্ব্বত প্রমাণ বহু প্রমাণ যে পড়ে রয়েছে রুক্ম। তুমি জ্ঞানহারা—বিবেকহারা—ধৈর্য্যহারা। যে সমস্ত গুণে ও কার্য্যে প্রকৃত মানবত্বের বিকাশ হয়, তা কি তোমার বিন্দুমাত্র আছে পুত্র! নাই—নাই—যদি থাকতো তাহলে আজ অধর্ম্মের বাহক সেজে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হতে না।

রুক্ম। মা!

মায়া। উত্তেজিত হয়োনা বাবা, নিজের বিবেক দিয়ে একটু বিচার করে দেখ দেখি, তুমি কি এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে অন্ধকারের পথে ছুটে চলেছ। তুমি যে মানুষ নও তার প্রমাণ যেমন অনেক পড়ে রয়েছে—তেমনি কৃষ্ণ যে ভগবান—তার কত প্রমাণও পড়ে রয়েছে চক্ষুর সম্মুখে।

রুক্ম। তাই বুঝি পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় এসেছ আমার সাধনার পথে বিপত্তি হয়ে? যাও আমি মানতে চাই না কৃষ্ণ ভগবান—দাঁড়াতে চাই না অসার বিচার সিদ্ধান্তের অনুকূলে। আমি বলেছি—বলছি—শতবার বলবোও—কৃষ্ণ ভগবান নয়।

মায়া। আবার তুমি জ্ঞান হারাচ্ছো পুত্র? বলো কৃষ্ণ ভগবান! ওরে অবোধ—কৃষ্ণদ্বেষীর পরিণামটা একবার

বুঝে দেখ্। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন করে ভেবে দেখ পুত্র—কৃষ্ণ কে ?

রুক্স। না—না—আমি শুনতে চাইনা ও সব প্রলাপ কাহিনী—মানতে চাই না কৃষ্ণ ভগবান। আমার এ স্থির সঙ্কল্প প্রকৃতির সহস্র ঘাত প্রতিঘাতেও—থাকবে অচল—অটল—ধীর—স্থির।

গীতকণ্ঠে দেবল প্রবেশ করিল

গীত :

যাবার সময় ঘনিয়ে আসে যার,
সে কি শোনে কারু নীতি।
সে কি বোঝে তার মরণ হবে,
আসবে কি আর আঁধার রাতি॥

রুক্স। সাধক—আমি জানি—জানি।

পূর্ব্ব গীতাংশ

থাকতো যদি সে জ্ঞান তোমার,
হত কি এই ঘোর বিকার,
ছুটতে কি আর মরুর পথে,
জাগিয়ে তুলে এমন ভীতি॥

[প্রস্থান]

রুক্স। আমি অজ্ঞান—অন্ধ—উন্মাদ। যাও মা—আর বিরক্ত করতে এস না—মর্য্যাদা থাকবে না।

মায়া। পুত্রের নিকট জননী মর্য্যাদা চায় না পুত্র। পুত্রের আব্দার অত্যাচারে মাতৃবক্ষ দলিত ক্ষতবিক্ষত, তবুও অনন্ত আবেগে পুত্রের শিরে মা তার বক্ষ-আশীষ ঢেলে দিচ্ছে। মা পুত্রের মঙ্গল কামনা সর্ব্বদাই করে—শত নির্য্যাতনে নির্য্যাতিতা হলেও। ভুলে যাও দর্প গর্ব্ব অহঙ্কার—ভুলে যাও হিংসা-নীতির স্মৃতি—সুপথে এস বাবা—মেনে নাও কৃষ্ণ ভগবান।

রুক্ম। না—না—তা হয় না। তুমি জানো কৃষ্ণ ভগবান—আর আমিও জানি কৃষ্ণ কে!

[প্রস্থান]

মায়া। চলে গেলে রুক্ম? মায়ের ব্যথা বুঝলে না? জানি না ভগবান, তুমি কি ভীষণ ভবিষ্যৎ পাঠিয়ে দিচ্ছো আমার অদৃষ্ট আকাশে। সুমতি দাও পুত্রকে আমার—ফিরিয়ে আনো তাকে কুপথ থেকে।

মুখরার প্রবেশ

মুখরা। হ্যাঁ রাণী মা, কতক্ষণ তুমি এখানে এসেছ? আর আমি দেশময় তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। দুলালী, ছন্দ যে তোমার এদিকে হেদিয়ে উঠ্‌লো।

মায়া। কেন—কেন কি হয়েছে?

মুখরা। কি জানি, কতই বা আর বলবো। গেলেই দেখবে দু-চোখে তাদের জল ঝরছে। আচ্ছা তুমি ছেলে মেয়ে পেয়েছ। এখন এস।

মায়া। আচ্ছা আমি এখনই যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

মুখরা। ছেলে মেয়েটাকে দেখলে—সত্যিই একটা মায়া হয়। বকতে গিয়ে আদর করে ফেলি!

শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে শঙ্খনিধির প্রবেশ

মুখরা। ওমা সেই পুরুতঠাকুর আসছে—রাণীমাকে বলিগে।

[প্রস্থানোদ্যতা—শঙ্খনিধি দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিল]

শঙ্খ। কে তুমি হে?

মুখরা। কেন?

শঙ্খ। মহারাণীকে সংবাদ দাওগে যে, শঙ্খনিধি শর্ম্মা এসেছে।

মুখরা। রোজ রোজ এসে আর লাভ কি ঠাকুর! তোমার ঠাকুর আর কলা খাবে না।

শঙ্খ। কি জানিস—এখুনি ভীষণ ভাবে শঙ্খনাদ করবো। তোর কর্ণের পোকা এখুনি সব মরে যাবে। আমায় অপমান! যা বেটী শীঘ্র রাণীমাকে সংবাদ দে। আমি শঙ্খনিধি শর্ম্মা— আমার শঙ্খের শব্দে গগন ফেটে যায়।

মুখরা। যাও—যাও অত রসে আর কাজ নেই ঠাকুর।

শঙ্খ। কি দুষ্টা তুই আমায় রসের কথা বললি? পাপিয়সি—আমি রস জানি না? রস বহুপ্রকার—বহু রসাস্বাদন না করলে কি আমি শঙ্খনিধি শর্ম্মা হয়েছি।

মুখরা। মরছ তাই দিন রাত্তির শাঁখ বাজিয়ে। যাও—যাও, আর রাজকুমারীর কুষ্ঠী দেখতে হবে না।

শঙ্খ। বাজালাম তবে শাঁখ। যা বেটী অধিক বাক্য প্রয়োগে আমায় উত্তেজিত করিস নে।

মুখরা। রাগছো কেন ঠাকুর? পরশু যে লক্ষ্মীবার, অনেক চাল কলা পাবে।

শঙ্খ। কি মূঢ়ামতি! আমায় কদলী ভক্ষণ করাতে চাস? আমি কি বানর যে কদলী প্রিয় হবো?

মুখরা। ঠাকুর, আজ ফিরে যাও, কাল এস, আজ রাজকুমারীর শরীরটা ভাল নেই।

[প্রস্থান]

[শঙ্খনিধি শাঁখ বাজাইতে লাগিল]

মাতাল অবস্থায় নগর-রক্ষকের প্রবেশ

নঃ-রক্ষক। এই কেরে ব্যাটা! এত জোরে শাঁক বাজাও? আরে—একে? ভট্টচার্য্যি মশাই যে? প্রাতঃ পেন্নাম। বলি বাবা, শাঁখটী ছাড় না। দিন রাত্তির বাজিয়ে বাজিয়ে যে কাণ তেঁতো করছ প্রাণ!

শঙ্খ। কি আমার শঙ্খের অপমান! এ আমার গুরুদেব প্রদত্ত জীবন্ত আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। পঞ্চবিংশ বয়সে যখন আমার অক্ষর পরিচয় হলো না, তখন আমার প্রখর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় জ্ঞাত হয়ে গুরুমশাই এই শঙ্খ প্রদানে আমায়

শঙ্খনিধি উপাধি দান করলেন। আমার সেই গুরুপ্রদত্ত শঙ্খের অপমান!

নঃ-রক্ষক। তুমি বাবাতো খুব বুদ্ধিমান। বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত অক্ষর চেন নি। আচ্ছা আজকের মত শাঁখটা আমায় দাও—খানিকক্ষণ বাজানো যাক।

শঙ্খ। রে দুর্ব্বৃত্ত। শঙ্খ প্রদান করবো কি? দুরাত্মক। উপযুক্ত বাক্য বিন্যাস কর্—নতুবা ভস্মীভূত করবো।

নঃ-রক্ষক। দাও না বাবা—না দিলে এখুনি বেঁধে নিয়ে যাবো।

শঙ্খ। তবে এই দেখ্!

[শঙ্খবাদ্য করিতে করিতে দ্রুত পলায়ন]

নঃ-রক্ষক। এই কোথা গেলে ঠাকুর। বামুনটা পালিয়ে গেল দেখছি। ঠাকুরকে ধরতে পারলে আজ একবার মজা দেখাতাম।

মুখরার পুনঃ প্রবেশ

মুখরা। ও মিন্সে তুই আবার কখন এলি?

নঃ-রক্ষক। এসেছ বাবা! না চাইতেই এসেছ যখন—আমার আশার-রতন, তখন আমায় একটু ভালবেসেই যাও।

মুখরা। নাও—নাও খুব ভালবাসা তোমার!

দ্বৈত গীত

নঃ-রক্ষক— মাইরি—মাইরি—মাইরি
আমি তোরে খুব ভালবাসি।
সে দিন যে তুই চোখ ঠেরে,
ওলো আমার গলায় দিলি ফাঁসি ॥

মুখরা— আহা দেখতে খাসা,
চোখ দুটী কেমন ভাসা ভাসা,
তাইতো রে প্রাণ মজিয়ে দিলি,
করলি আমার প্রাণ উদাসী ॥

নঃ-রক্ষক— রাখবো তোরে বুকে করে,
চাঁদনী আলোয় ভাঙ্গা ঘরে,

মুখরা— (আমি) ছুটিয়ে দোবো তখন যেরে,
প্রেমের তুফান রাশি—রাশি ॥

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বিদর্ভ—পথ

কঙ্কনের প্রবেশ

কঙ্কন। সত্যই তুমি আছ ভগবান তবু তোমায় অবিশ্বাস! অবিশ্বাস যখন তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তখনই তোমার এমন একটা বিগ্যমানতা দেখিয়ে দাও, যে অবিশ্বাস চূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু—যাক্, আর কিছুই ভাববো না। যা হবার তাই হয়ে যাক। দেখি দীন দরিদ্র কঙ্কনের জীবনের স্রোত কোন দিকে—কি ভাবে প্রবাহিত হয়। ছেলেমেয়েটাই বা কোথায় গেল! কেই বা খেতে দিচ্ছে তাদের? ব্রাহ্মণী—সেও তো কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। আর যে কাঁদতেও পারছিনে। ওগো, চরণে একটু স্থান দাও—আমি কোথায় যাই? আমি কি স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছি কলঙ্কের গুরুভার? কৈ? পেরেছিলে কি আমায় বাঁচাতে তুর্জ্জয় দস্যুর কবল থেকে? পারলে না—পারলে না—কল্যাণী চলে গেল—যাক—কেমন?

কঙ্কন। জ্বালিও না আমায় আর। যাও উপায় নেই—তোমায় আর গ্রহণ করবার। যদিও আমি স্বামী, রক্ষাকর্ত্তা—

পত্নীর কিন্তু কি করবো, আমি দুর্ব্বল পারলাম না শত চেষ্টায় তোমায় বাঁচাতে। যাও—আর চিন্তাদগ্ধ আকাশখানা জুড়ে বসো না—সেই অতীত যুগের স্বপ্নময় কাহিনী নিয়ে। সব শেষ হয়ে গেছে—যাও।

কল্যাণী। যাবার স্থান যে কোথাও নাই। যেখানেই যাই—সকলের ঘৃণা ভ্রুকুটীর তীক্ষ্ণ বাণে জর্জ্জরিতা হয়ে প্রাণের দায়ে পালিয়ে আসতে হয়। স্থান কোথায়? আমি যে ধর্ম্মহারা সমাজ-পরিত্যক্তা। ওগো, যদিও সে অজ্ঞাত ক্ষণে কল্যাণীর পুণ্য মন্দির পুড়ে গেল, তবু যে গো ভুলতে পারিনি আমার সেই মন্দির—জোড়া দেবতাকে একটী দিনও। শয়নে স্বপনে আজও তাঁর ধ্যান—তাঁর জ্ঞান—তাঁর স্মৃতি আমি জাগিয়ে রেখেছি—আমার হৃদয়ে নারী ধর্ম্মের মন্ত্র দিযে। তবু যদি স্থান না দাও—তবে যাই কার কাছে? আমি যে তোমার। ভুলে যেও না—স্থান দাও।

কঙ্কন। পাবে না। আমি ব্রাহ্মণ—সমাজ শীর্ষক। তুমি যাও—অদৃশ্যে বিলীন হয়ে যাও, উপায় নেই—উপায় নেই। ধর্ম্মের সে আদেশ নেই—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ধর্ম্মচ্যুত হলেও সে নারীকে আবার গ্রহণ করতে পারে। যদিও তুমি আমার আপনার, তবু এখন বহু ব্যবধানের মধ্যে এসে পড়েছ। আর নিতে পারি না—গ্রহণের ক্ষমতা নাই।

কল্যাণী। বাঃ—দস্যুর কবলে পড়ে এক অনাথিনীর যথা সর্ব্বস্ব চলে গেল, সে দিকে কেউ চাইলে না—প্রতিবিধান

করলে না—ধর্ম্ম-রক্ষা করলে না—বিচার করে অপরাধীর দণ্ড দিতে পারলে না—চমৎকার। অনাথিনী কেঁদে কেঁদে মরুক রত্নহারা ফণিনীর মত। তার দর-বিগলিত ধারায় পৃথিবীর বুক ভেসে যাক্—আর সেই দস্যু আভিজাত্যের উচ্চচূড়ে বসে সমাজধর্ম্মের অনুগ্রহ লাভ করুক। তুমি ব্রাহ্মণ, তখন সেই দস্যুর কবল থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করতে কপিলের মত জ্বলে ওঠোনি কেন? ভার্গবের মত শাণিত কুঠার করে ক্ষত্রিয় দলনে জেগে ওঠোনি কেন? দুর্ব্বাসার মত যজ্ঞোপবীত করে দাঁড়াওনি কেন?

কঙ্কন। কালের ঘূর্ণিত চক্রে আমার সে ক্ষমতা ছিল না কল্যাণী, নতুবা ব্রাহ্মণ হয়ে—যাক—তুমি যাও—অদৃশ্যে মিশে যাও, আমি তোমার স্মৃতি মুছে ফেলি।

কল্যাণী। তাহলে নেবে না—স্থান দেবে না—চাইবে না? ওগো আমি কাঁদি দুর্গন্ধ নরক কুণ্ডে পড়ে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে, আর তুমি হাসো আলোকে দাঁড়িয়ে—সমাজের গৌরব বাড়াতে। কি চমৎকার বিচার!

কঙ্কন। বিচার—বিচার কল্যাণী! আমি হাসবো না কল্যাণী, আমিও কাঁদবো—কাঁদবো—সে কাঁদার শেষ নাই। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি গেছে, আমার জনার্দ্দনের মন্দির গেছে, পুত্রকন্যা তারাও গেছে, কণ্ঠ যে রুদ্ধ হয়ে এল কল্যাণী।

কল্যাণী। বলো—বলো আর কে তোমার গেছে?

কঙ্কন। আর তুমি যে আমার গেছ। [চক্ষে অশ্রু পড়িল]

কল্যাণী। ওগো আর চোখের জল ফেলো না, আমি যাচ্ছি। আর তোমায় কাঁদাতে আসবো না। দূরে অদূরে যেখানেই থাকি, যেন আমার স্মৃতিটুকু ভুলে যেও না। পুত্র কন্যার সংবাদ নিও। আহা কোথায় তারা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। আমিও খুঁজে দেখবো। যদিও তাদের কোলে নিয়ে বুকের সুধা নিংড়ে দিতে পারবো না, তবু চোখে দেখেও একটা শান্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বাঁচবো। চল্লাম— আমার প্রণাম নেবারও তোমার অধিকার আছে কিনা জানি না—তোমার পাদস্পর্শে পদধূলি গ্রহণের অধিকার আমার আছে কিনা বুঝি না—তাই দূর থেকেই তোমায় প্রণাম করে আমি বিদায় নিলুম।

[কণ্ঠে অঞ্চল দিয়া প্রণামান্তে প্রস্থান]

কঙ্কন। কল্যাণী—কল্যাণী! উঃ চলে গেল! হতভাগিনীর জীবনটা কি জ্বালাময়। জনার্দ্দনের মন্দিরে আমার আর কোন অধিকার নেই। প্রবেশ করতে যাই—সশস্ত্র প্রহরী, বাধা দেয়। আমার কাছ থেকে আমার জনার্দ্দনকেও কেড়ে নিলে! তবে আর কার জন্য সংসারে বেঁচে থাকবো?

কুণ্ডলার প্রবেশ

কুণ্ডলা। ঠাকুরপো!

কঙ্কন। কে—কে এমন অতীতের মধুময় স্মৃতি জড়িত স্বরে আমায় ডাকলে? কে তুমি?

কুণ্ডলা। আমি!

কঙ্কন। একি বৌদি! তুমি এখানে কেন?

কুণ্ডলা। তোমায় একটা অনুরোধ জানাতে।

কঙ্কন। আমায় অনুরোধ জানাতে! আশ্রয়হারা, গৃহহারা, সর্ব্বহারা যে—তার কাছে আবার কি অনুরোধ করবে বৌদি?

কুণ্ডলা। তুমি বাড়ী ফিরে চল। আবার সংসারী হও ঠাকুরপো।

কঙ্কন। না—না আমায় আর কাঁদিয়ো না, দেবী আমার যে সব গেছে।

কুণ্ডলা। আবার সব হবে। তোমার কষ্ট যে আর সইতে পারছিনে ঠাকুরপো। এই দেখ আমি গহনাগাঁটী সব নিয়ে এসেছি। এগুলো তুমি নাও, বিক্রয় করে অনেক অর্থ পাবে। সেই অর্থে—

কঙ্কন। না—না, আমি তা পারবো না বৌদি! আমি দাদার প্রাণে ব্যথা দেব না। চিরজীবন এম্নি ভাবেই কাঁদব, তবু দাদাকে কাঁদাবো না! ওগো মমতামতী! তুমি জান না—দাদা আমার কত আপনার। ফিরে যাও—অফুরন্ত স্নেহের আকর্ষণ দিয়ে দুরদৃষ্ট কঙ্কনকে আর কাঁদিয়ে তুলো না।

কুণ্ডলা। সেকি! তুমি যাবে না দেবর? এম্নি ভাবেই কেঁদে কেঁদে ব্যর্থ হা-হুতাশে জীবন কাটাবে! ওঃ তোমার কি সহ্য শক্তি। চির জীবন এম্নি ভাবেই দাদা দাদা বলে কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দেবে? না—না এস, আমি কাউকে

বলবো না। তুমিও লোকের কাছে বলবে যে নিজের উপার্জ্জনের অর্থে বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করেছ।

কঙ্কন। জীবন গেলেও তা পারবো না। সংসার! উঃ কি ভীষণ! গা শিউরে ওঠে বৌদি সংসারের কথা মনে হলে। তুমি যাও—স্ত্রী তুমি, স্বামীর প্রাণে ব্যথা দিও না।

কুণ্ডলা। ঠাকুরপো! যাবে না?

কঙ্কন। না বৌদি!

কুণ্ডলা। তবে আমার শেষ ঘরকন্না! আমিও আর সেই পাপের সংসারে ঢুকে কষ্ট সহ্য করতে পারবো না। এই গহনা গুলো দুহাতে গরীবদের বিলিয়ে দেবো। এগুলো যে পাপের সম্পত্তি! আমার গায়ে থাকলে সাপের মত ছোবল মারে। আমিও চির জন্মের মত সংসার হতে বিদায় নিয়ে চল্লুম! ভগবান! আমি যেন পরলোকের পথে গিয়ে দেখতে পাই, স্বামী আমার মানুষ হয়েছে।

[প্রস্থান]

কঙ্কন। বোদি! বৌদি! উঃ চলে গেল। দেবী—দেবী! কি করলে হতভাগ্য পুত্রের জন্য জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখে গেলে। না—না মরণই আমার মঙ্গল! কার জন্য আর এ সংসারে বেঁচে থাকবো?

কন্দর্প প্রবেশ করিল

কন্দর্প। আমায় জ্বালাবার জন্য বেঁচে থাকবে। উঃ কি তোর কুটবুদ্ধি। আমার স্ত্রীর পর্য্যন্ত মাথা খারাপ করে দিলি।

সে আজ আমার সর্ব্বনাশ করে চলে গেল। একরাশ টাকা, একগাদা গহনা সব নিয়ে কার বুক ভরাতে চলে গেল। একে তুই জ্বালাচ্ছিস, আবার তার জন্য জ্বলে পুড়ে মলাম। এতলোক মরছে, তবু তুই মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে রয়েছিস্। আবার কি না ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে ঘরে নিতে চাস্?

কঙ্কন। কে বল্লে দাদা সে ব্যভিচারিণী? সেতো তার স্বেছাকৃত অপরাধ নয়? কে তার পবিত্র অঙ্গে ব্যভিচার কলঙ্কের ছাপ ফুটিয়ে দিলে? কৈ তোমারি বংশের—তোমারি ভ্রাতৃজায়া যখন দস্যুর কবলে পড়ে সারা পৃথিবীটা কাঁপিয়ে তুলেছিল, তখন কি তুমি বংশ মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সেই মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়াকে রক্ষা করতে কপিলের মত জ্বলে উঠেছিলে? ওঠো নি—বরঞ্চ পুত্র হয়ে মায়ের রত্ন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করালে—দস্যুকে আদর করে ডেকে এনে।

কন্দর্প। চুপ পাজি, খুব লম্বা চওড়া কথা দেখছি যে? তুই যতই ভাবিস না কেন কেষ্টর বাবার সাধ্যি নেই আমার কোন অনিষ্ট করে। শোন, তোকে যেন আর কখন—কোন দিন মন্দিরের কাছে দেখতে না পাই। সব এখন আমার, তোর আর কিছুই নেই। হাঁ—আর একটা কথা।

কঙ্কন। বলে ফেল আর যত কথা আছে!

কন্দর্প। এই—এই, আচ্ছা এখন থাক্।

কঙ্কন। বলোই না। আমি কনিষ্ঠ—তুমি জ্যেষ্ঠ, আমায় বলবে তাতে আর সঙ্কোচ কি দাদা? যদিও তুমি আমায়

বঞ্চিত করেছ স্নেহ দিতে, ভায়ের মত বুকে নিতে কিন্তু একটী দিনও আমি ভুলিনি আমার ভক্তি অর্ঘ্য তোমার পায়ে বিলিয়ে দিতে।

গীতকণ্ঠে দেবল প্রবেশ করিল

গীত

এমন যদি ভাই থাকতো দেশে,
তাহলে কি ভাবনা ছিল আর।
তাহলে ভাই মায়ের চোখে,
ঝরতো না আর বাদল ধার॥
স্বর্গ হতো মর্ত্ত্যভূমি ভায়ের পরশ পেয়ে,
বইতো আবার মন্দাকিনী মায়ের বক্ষ বেয়ে,
আঁধার ভরা কাঁদার পথে,
ধর্‌তো ধাতা আলোক ভার॥

[প্রস্থান]

কঙ্কন। বল দাদা তুমি কি চাও? সবইতো দিয়েছি দাদা, দেবার আর কি বাকী আছে? যদি থাকে, বলো হাসতে হাসতে দিয়ে দেবো।

কন্দর্প। [স্বগতঃ] দেখি কৌশলের দ্বারা ভবিষ্যতের কণ্টক দূর করতে পারি কি না। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা তোর চোখ দুটো আমায় উপড়ে দিতে পারিস?

কঙ্কন। নেবে? নেবে? আমার চক্ষু দুটী তুমি নেবে দাদা? নাও—নাও, এ আর আশ্চর্য্য কি! তুমি দাদা—আমি ভাই, তোমায় দিতে যদি না পারি, তবে কাকে দোবো? একখানা যা হয় কিছু দাও—দেখ এখনি চোখ দুটো উপড়ে ফেলছি।

কন্দর্প। ধর্ এই ছুরীখানা [ছুরিকা প্রদানে স্বগতঃ] তাইতো এ যে তাজ্জব ব্যাপার! সত্যই যে চোখ দুটো উপড়ে দিতে চায়! মানুষ কি তা পারে! না—না পারবে না। রহস্য করা হচ্ছে। চোখ উপড়ে দেবে ক্ষমতা কত—দাতাকর্ণ যেন।

কঙ্কন। ধন্য ধন্য আজ জীবন আমার। তবু এতদিনের পর দাদা আমার কাছে কিছু চেয়ে নিচ্ছে। ধর দাদা!

[চক্ষু উৎপাটন ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতন]

কন্দর্প। ব্যস, এইবার শেষ, আর বাঁচছে না। ও রক্তে যেন গঙ্গা ছুটে যাচ্ছে। সত্যই তো চোখ দুটো উপড়ে ফেল্লে। আমার সারা অঙ্গটা যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো! দূরে মেঘের কি গুরু গম্ভীর গর্জ্জন! ওকি! ওকি! ভীম দণ্ড করে আরক্ত-লোচনে কে ওই বিরাট পুরুষ আমার দিকে ছুটে আসছে! না—পালাই—পালাই— [দ্রুত পলায়ন]

কঙ্কন। দাদা, দাদা কই কোথায় তুমি! সাড়া দাও—শুধু একটীবার বলো তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ কি না? তোমায় যে আমি কখনো সন্তুষ্ট করতে পারিনি দাদা। [অন্বেষণ]

বিধানের প্রবেশ

[অন্বেষণ রত কঙ্কনের হস্ত বিধানের অঙ্গ স্পর্শিত হইল]

কঙ্কন। কে তুমি! আহা-হা কি স্নিগ্ধ—কি শীতল তোমার চারু অঙ্গ! কে তুমি সাড়া দাও! আমার দাদা? না—না, তিনিতো এত স্নিগ্ধ নন। সে যে এক ভীষণ অগ্নিকুণ্ড! কে তুমি—তোমায় স্পর্শ করে যে আমার যুগের যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। স্পর্শনে যদি এত মধুরতা—তবে না জানি দর্শনে কত সুখ! কে—কে তুমি? বল—বল—একবার মধুময় কণ্ঠে বল কে তুমি?

বিধান। আমি! আমি!

কঙ্কন। তুমি—কোন তুমি—সত্য বলো—সত্য বলো। আমি দৃষ্টিশক্তিহীন হলেও দেখতে পাচ্ছি তুমি—তুমি যেন আমার জনার্দ্দন! [বিধানের অন্তর্দ্ধান] য়্যাঁ—য়্যাঁ আমার দৃষ্টিশক্তি যে ফিরে এল—কৈ কোথায় তুমি?

শ্রীকৃষ্ণবেশী বিধানের গীতকণ্ঠে প্রবেশ

গান

এই যে আমি বাঁশী বাজাই
যমুনার সেই কদমতলায়।
গোপনারী মজিয়ে তুলি
বাঁশীর সুরে সাঁঝের বেলায়॥

রাধা রাধা বাজ্‌না বাঁশী,
আকুল হয়ে দিবানিশি,
আসুক ছুটে প্রাণের রাধা—
প্রাণের কালায় দেখতে সেথায়॥

[বিধানের প্রস্থান কঙ্কন তৎপশ্চাতে ধাবমান হইল]

কন্দর্প প্রবেশ করিল

কন্দর্প। কঙ্কন! কঙ্কন! কৈ কোথায় গেল! য়্যা—মরা-মানুষ গেল কোথায়? দিব্যি পড়েছিল সটাং হয়ে, আর এরই মধ্যে গেল কোথায়? তবে কি হাওয়া লেগে বেঁচে গেল। ভাবনার কথাতো। যাক্ বাঁচলেই কি—না বাঁচলেই কি! তবে মরে গেলে একেবারে নিশ্চিন্দ হওয়া যেত। বলে কিনা কেষ্ট ভগবান! ভূত—ভূত—সব ব্যাটা ভূত। গয়লার ছেলে, দই ক্ষীরের বাঁক বয়ে বয়ে কাঁধে ঘা হয়ে গেছে—তাকে বলে কিনা ভগবান! যাই যুবরাজকে এখন সংবাদ দিইগে! মরে নিশ্চয়ই গেছে—তবে বোধহয় দানাটানা পেতে পারে।
[প্রস্থানোদ্যত]

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। সে দানা না পেলেও তুমি ঠাকুর জ্যান্ত দানা পাও! [কন্দর্প ঠাকুরকে ধৃত করণ]

কন্দর্প। কে বাবা তুমি?

সাত্যকি। আমি শ্রীকৃষ্ণ সেবক সাত্যকি!

কন্দর্প। ওরে বাপ্‌রে!

সাত্যকি। এবার তোমার মৃত্যু!

কন্দর্প। দোহাই—রক্ষা কর বাবা—এখনো আমার সব বাকী!

সাত্যকি। আর শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করবে?

কন্দর্প। ওরে বাপ্‌রে তাকি পারি! স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!

সাত্যকি। ভায়ের প্রতি আর অত্যাচার করবে?

কন্দর্প। কখনো না—ওরে বাপ্‌রে তাকে কত স্নেহ করি—কত ভালবাসি।

সাত্যকি। যাও—কিন্তু স্মরণ রেখো দ্বিতীয়বারে আর অব্যাহতি পাবে না।

কন্দর্প। না—না! না—বাপ! [স্বগতঃ] ওরে বাপরে—ব্যাটা যেন কালান্তক যম।

[প্রস্থান]

সাত্যকি। কোথা প্রভু গেলে তুমি
রাখিয়া আমায়?

বলরাম প্রবেশ করিল

বলরাম। বল্—বল্‌রে সাত্যকি
কোথা মোর কৃষ্ণ প্রাণধন?

কৃষ্ণ বিনা শূন্য চারিধার—
ফেলিয়া আমারে হায়
চলে গেল কৃষ্ণ কোথা ?
কিন্তু কত ব্যথা রে সাত্যকি,
জাগিছে হৃদয়ে মোর।
কৃষ্ণ বিনা বলরাম,
কতক্ষণ রহিবে একাকী ?
শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে,
জাগে প্রাণে কৃষ্ণ মূর্ত্তি জলদ বরণ !
বলরে সাত্যকি—কোথা কৃষ্ণ প্রাণারাম
চলে গেল ফেলিয়া অগ্রজে।

সাত্যকি। নাহি জানি দেব রথ হতে অবতরি
কোথা প্রভু গেলেন চলিয়া।

বলরাম। কাঁদাবে কি আবার আমায় ?
কাঁদানো অভ্যাস তার,
কাঁদাতো শৈশবে,
আজিও কাঁদায় যেন সেই ভাবে মোরে।
এখনও অন্তরেতে জাগে
গোচারণে অরণ্য ভ্রমণে
কালীয়দমনে মনে পড়ে
কি ভাবে কাঁদায়ে ছিল সারা বৃন্দাবন।
আজি কি কাঁদাবে পুনঃ ?

সাত্যকি। জানি না—জানি না প্রভু
কোন্ ছলে দয়াময়,
সহসা অদৃশ্য হলো চক্ষের সম্মুখ হতে।

বলরাম। অকর্ম্মণ্য তুইরে সাত্যকি—
ত্যজিলি কৃষ্ণের সঙ্গ ?
দেখি তন্ন তন্ন করি
এই অসীম জগৎ মাঝে
কোথা কৃষ্ণ প্রাণধন মোর।

[অগ্রে বলরাম পশ্চাতে সাত্যকীর প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর—প্রাঙ্গন

ছন্দ ও দুলালীর প্রবেশ

ছন্দ। হ্যাঁ দিদি, আমরা আর এখানে কতদিন থাকবো ? চলো না বাড়ী যাই। কতদিন বাবাকে দেখিনি, কতদিন জনার্দ্দনের মন্দিরে যাইনি।

দুলালী। আমাদের কি আর বাড়ী আছে ভাই। জেঠামশাই বাবার কাছ থেকে যে সব কেড়ে নিয়েছে। আবার শুনছি জনার্দ্দনের মন্দির—সেটাও জেঠামশায়ের হয়েছে। বাবা যে কোথায় তারও ঠিকানা নেই।

ছন্দ। আমাদের মা নেই দিদি? লোকের ছেলেমেয়েদের মা রয়েছে। তারা কেমন মা মা বলে ডাকে। হ্যাঁ দিদি আমাদের মা কোথায় গেলন?

দুলালী। কোথায় গেলেন! ওরে কেমন করে বলবো—কোন ভাষায় জানাবো কোথায় মা আমাদের। ছন্দ ভাই, ভগবান আমাদের মাতৃস্নেহে বঞ্চিত করেছেন, আমাদের মাকে কেড়ে নিয়েছেন।

ছন্দ। ভগবান আমাদের মাকেই কেড়ে নিলেন দিদি? তুমি কিছুতেই ভগবানকে একখানা চিঠি লিখতে পারছো না?

দুলালী। [স্বগতঃ] হায় কি করে এই অবোধ বালককে বোঝাই—কোথায় মা আমাদের গিয়াছেন [প্রকাশ্যে] আচ্ছা ভাই আমি ভগবানকে চিঠি লিখে আমাদের দুঃখের কথা জানাবো—মাকে আমাদের ফিরিয়ে দিতে বলবো।

মায়াদেবীর প্রবেশ

মায়া। দুলালী, মা আমার—আমার জন্য তোমরা বড় ভাবছিলে না? ভয় কি, এই আমি এসেছি—আর ভয় কি মা! আমি যখন তোমাদের এখানে স্থান দিয়েছি—তখন ভয় কি! কেউ যদি কিছু বলে আমায় বলে দিও—আমি রুক্মিণীকে বলে দিচ্ছি সে রোজ রোজ তোমায় নিয়ে যাবে খেলতে। হ্যাঁ মাণিক, তোমারতো কোন কষ্ট হয়নি?

ছন্দ। আমার কষ্ট অন্য কিছু হয়নি রাণীমা কিন্তু কেউ আমায় গান ·গাইতে দেয় না। বলে—ওসব গান গাইলে প্রাণদণ্ড হবে। কেন রাণীমা গান গাইলে প্রাণদণ্ড হবে কেন ?

মায়া। ও বুঝেছি ! আচ্ছা তুমি ভেবো না বাবা। তুমি প্রাণখুলে গান গাও—দেখবো কে তোমায় নিষেধ করে।

ছন্দ। তবে গাইবো রাণীমা ?

মায়া। গাও।

ছন্দের গীত

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
বলনারে মন বল্‌না তুই।
অমন বুলি নাইকো ভবে,
অমন বুলির তুলনা কই॥
যত বলি হয় না শেষ,
কৃষ্ণ নামের গুণ যে অশেষ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমার
কৃষ্ণ ছাড়া কোথায় রই॥

উন্মাদিনী কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। ঐ—ঐ—না আমার রক্তে-গড়া, স্নেহে-ভরা, বুকের মানিক, নয়নের মণি—ঐ না তারা ? কতদিন দেখি নাই। যাই—যাই—একবার বুকে তুলে নিই। [বক্ষে গ্রহণোদ্যতা]

ছন্দ ও দুলালী। ওমা! পাগলী আমাদের ধরতে আসছে।

[ছুটিয়া রাণীর নিকট গমন]

মায়া। ভয় নেই তোমাদের! কে তুমি উন্মাদিনী?

কল্যাণী। উন্মাদিনী! হাঁ আমি উন্মাদিনী—কিন্তু উন্মাদিনী ছিলুম না। মানবের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা আমার সব সুখ শান্তি হরণ করে আমায় উন্মাদিনী করেছে—আমায় ঘৃণিতা, বিশ্বের উপেক্ষিতা করেছে।

মায়া। তা এখানে কেন এলে পাগলিনী?

কল্যাণী। এসেছি স্নেহের আকর্ষণে—এসেছি মাতৃত্বের প্রবল টানে—এসেছি স্নেহের খনি—নয়নের মণিদের মুখখানি দেখ্‌বার প্রবল প্রলোভনে। আমারও—ওগো রাণী—আমারও এমনি ফুটন্ত ফুলের মত ছেলে মেয়ে ছিল। মনে হয়—সেই যেন ঐ—ঐ যেন সেই তারা।

মায়া। উন্মাদিনীর স্থান রাজান্তঃপুরে নয়—যাও বৃক্ষতলে।

কল্যাণী। যাবো—যাবো। যেতে হবে—যেতেই হবে। জগতে আমার স্থান নেই—সমাজে প্রবেশের অধিকার নেই—সুখ আশা আনন্দ কিছুই নেই। তবু একবার এই তৃষিত বুকে শুধু একবার—আমার এই বুকের রক্তে তৈরী ঐ স্নেহের পুতলী দুটীকে ধরতে দাও রাণী।

মায়া। বুঝেছি স্বেচ্ছায় তুমি যাবে না। মুখরা—মুখরা।

মুখরার প্রবেশ

মুখরা। কেন গো রাণীমা ?

মায়া। এই পাগলীটাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেতো।

মুখরা। তাইতো, এ পাগলী এখানে আবার মরতে এলো কেন। এই যা—বেরো এখান থেকে। নইলে—মুখরার ঝাঁটার বহর দেখবি—তার চেয়ে চলে যা—কেন ঝাঁটা খাবি ?

কল্যাণী। মারো—ঝাঁটা মারো—তবু আমি আর মরবো না। একবার মরে গেছি—আবার মরবো ? যাচ্ছি কিন্তু যাবার আগে শুধু একটীবার ওদের দুজনকে আমার কোলে দাও। অনেকদিন যে ওদের দেখিনি—কোলে নিইনি।

মায়া। মুখরা দেরী করছিস কেন।

মুখরা। আভাগীর বেটী—যা যা বলছি! [ঝাঁটা প্রহার]

কল্যাণী। যাচ্ছি—যাচ্ছি—ভগবান আমারই ধনে তুমি আমাকেই বঞ্চিত করলে। উঃ! ওঃ এরা মানুষ নয় দানব—দস্যু।

[প্রস্থান]

মুখরা। মুখপোড়া ভোজপুরেগুলো দরজা আগলাতে পারে না—কেবল খইনিই ডলছে।

[প্রস্থান]

মায়া। এস মা তোমরা, অনেক বেলা হয়ে গেছে। পাগলীটা কে ? আহা বোধ হয় ছেলেমেয়ের শোকে মাথা

খারাপ হয়ে গেছে। পুত্রহারা মায়ের প্রাণে কি ব্যথা ভগবান ছাড়া তা আর কে জানবে?

নন্দন প্রবেশ করিল

নন্দন। মা—মা, তুমি শীঘ্র এদের নিয়ে এখান থেকে অন্যত্র যাও—বড় ভীষণ বিপদ মা।

মায়া। কেন বাবা?

নন্দন। শীঘ্র পালাও মা। কালান্তক যমের মত দাদা এই কচি ছেলেটাকে কাটতে আসছে।

মায়া। কেন নন্দন এব অপরাধ?

নন্দন। অপরাধ—কৃষ্ণের স্তুতিগান! এই মাত্র কৃষ্ণনাম করছিল। দাদা শুনতে পেয়েছে—এলো বলে শীঘ্র পালাও।

খড়্গ করে রুক্মের প্রবেশ

রুক্ম। কোথায় পালাবে? রুক্মের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে বিশ্ব-ব্যাপৃত। কৈ—কৈ সে কৃষ্ণ-ভক্ত বালক?

মায়া। কেন তাকে কি দরকার রুক্ম?

রুক্ম। হত্যা করবো তাকে। ওই যে—ওই যে, আজ আর রক্ষা নেই! শোননি আমার আদেশ—যে ব্যক্তি কৃষ্ণ পূজা করবে—কৃষ্ণের নাম মুখে আনবে, আমি তাকে হত্যা করবো।

মায়া। আবার সেই কথা! কৃষ্ণ তোমার এমন কি অপরাধ করেছে বাবা, যার জন্য তোমার এই জাতক্রোধ?

ওরে ভ্রান্ত, সত্যই কৃষ্ণ ভগবান! সারা বিশ্ব যাঁর চরণে মাথা নত করেছে—যাঁর একবিন্দু করুণা লাভের জন্য কত যোগী ঋষি তৃষিত চক্ষে আকুল হয়ে রয়েছে, যাঁর নামে শত জন্মের পাপ দূর হয়ে যায়, সেই কৃষ্ণ কি ভগবান নয়?

রুক্ম। না না—এখনো মঙ্গল চাও যদি—তবে দ্বিরুক্তি না করে ওই বালককে ছেড়ে দাও—আমি ওকে হত্যা করবো।

মায়া। হত্যা করবে?

রুক্ম। হাঁ হত্যা—হত্যা—কৃষ্ণ-ভক্তের শিরশ্ছেদ।

নন্দন। দাদা—দাদা—

রুক্ম। নন্দন! তোমার সাহস ক্রমশঃই বেড়ে উঠছে দেখছি। শোন মা, আজ কেউ আমার এ অপ্রতিহত গতি বেগ রোধ করতে পারবে না। পিতা—মাতা—ভ্রাতা এমন কি জগতের সমস্ত শক্তি আমার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ালেও আজ রুক্ম তার সঙ্কল্প ত্যাগ করবে না! দাও বালককে।

মায়া। তাকি কখনও হয়! কত আদরে, কত প্রাণ ঢালা ভালবাসা বিলিয়ে দিয়ে যে এদের আশ্রয় দিয়েছি রুক্ম। এরা যে সেই দীন দরিদ্র কঙ্কন ঠাকুরের ছেলে মেয়ে। এদের কেউ নেই! ভেবে দেখ এদের সর্ব্বনাশ একদিন তুমিই করেছ। উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে, আত্মজ্ঞান হারিও না কুমার। পাপের ভীষণতা যতই না কেন সৃষ্টির বুকে ফুটে উঠুক—তবু ধর্ম্মের জয় যে চিরকাল বাবা। আত্ম

অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে যা করতে চলেছ—দেখবে সে সবই একদিন নিষ্ফলতার বাতাসে উড়ে যাবে।

রুক্ম। বালককে দেবে কি না আমি জানতে চাই?

মায়া। না—দেবো না।

রুক্ম। বটে। প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

রুক্ম। বাঁধ এই ছেলেমেয়েটাকে।

নন্দন। খবরদার প্রহরী!

রুক্ম। বাঁধ্—আমাব আদেশ।

ভীষ্মক উপস্থিত হইলেন

ভীষ্মক। আর আমিও আদেশ দিচ্ছি প্রহরী, বাঁধ তুমি ওই কুলাঙ্গার পুত্র রুক্মকে।

[প্রহরী বন্ধনে উদ্যত, রুক্মের বাধা দান]

রুক্ম। [উত্তেজিত ভাবে] পিতা—পিতা!

ভীষ্মক। রাজ্য আমার। তোমার শাসন দণ্ড মেনে এখন থেকে চলতে হবে আমায়? পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের এতদূর উচ্ছৃঙ্খলতা! প্রহরী বাঁধ্! রাজাদেশ পালন কব।

নন্দন। বন্ধনে আর কাজ নাই পিতা। পুত্র যে পিতার নিকট চির মার্জ্জনীয়।

ভীষ্মক। সত্য—কিন্তু যে পুত্রের জন্য পিতা মাতার সুখশান্তি থাকে না—পিতৃ-পুরুষ নিরয়গামী হয়—বংশের সুনাম নষ্ট হয়—সে পুত্রের মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়! স্মরণ রেখো রুক্ম—এ রাজ্যের এখন তুমি কেউ নও—কেউ নও। এস রাণী এদের নিয়ে।

[রুক্ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

রুক্ম। আচ্ছা কিন্তু এর পরিণাম জেনে রেখো পিতা! আমি রুক্ম—পুত্র হলেও পিতৃদ্রোহী হবো! এইবার পরম-সুহৃদ শিশুপালের সাহায্য চাই।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

রাজোদ্যান

রুক্মিণী সহ সহচরীগণের প্রবেশ

১ম সখি। সই আজ কি খেলা হবে?

২য় সখি। আজ ভাই কৃষ্ণলীলা হোক্! কৃষ্ণলীলা না হলে যে সইএর আর কিছুই ভাল লাগে না।

সখিগণ।—

গীত

জলদ বরণ কানু,　দলিত অঞ্জন তনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর,　পিতে করে উতরোল,
নিমিখি নিমিখি নাহি হয়।

রুক্মিণী।—

গীত

সই কিবা সে শ্যামের রূপ।
কুবলয় নীলরতন, দলিতাঞ্জন
মেঘপুঞ্জ বরণ সুছাঁদ,
কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখি চন্দ্রক,
অলকা তিলকা ললিতানন চাঁদ।
সই কিবা সে শ্যামের রূপ॥

সখিগণ।—

গীত

ওলো ওই যে তাহার বাঁশী বাজে।
পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী
সখির সহিত যায়,
সকল অঙ্গ মদন রঙ্গ হসিত বদনে চায়।

রুক্মিণী।—

গীত

বিকচ সরোজ ভানু মুখমণ্ডল,
দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোব,
কিয়ে মৃদু মাধুরী—হাস উগারই
পিয়া আনন্দে আঁখি পরলেছি ভোর।

রুক্মিণী। তোরা এখন যা, কাল সকাল সকাল সকলে আসিস—বুঝলি ?

[সহচরীগণের প্রস্থান]

বিধানের প্রবেশ

বিধান। ওগো রাজকুমারী, একখানা ছবি নেবে ? আমি একজন ছবিওলার কাছ থেকে চেয়ে এনেছি—এই নাও।

রুক্মিণী। দেখি—ছবিখানা !

[ছবি লইয়া নিরীক্ষণ করতঃ]

গীত

হামি কিরূপ নেহারি আজু !
নব জলধর, রসে ঢব ঢর, বরণ চিকণকালা,
অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চন, মণি মুকুতার মালা,
বড় বিনোদিয়া, চূড়ার টালনী, কপালে চন্দন চাঁদ,
জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর ভুবনমোহন ফাঁদ,

জোড়া ভুরু জনু যুবছিত তনু কেবা করিল নিরমাণ,
অরুণ নয়নে তেরছ চাহনি বিষম কুসুম বাণ,
(ওগো আমি যে তোমার)
(তোমা ছাড়া আমি নাহি জানি কিছু)

ধীরে ধীরে শিশুপালের প্রবেশ

শিশুপাল। [স্বগতঃ] ওই না সেই রাজকুমারী রুক্মিণী! অপূর্ব্ব সুন্দরী! বিধাতা যেন বিশ্বের সব সৌন্দর্য্য ওর অঙ্গে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কি বিলোল কটাক্ষ! বঙ্কিম নয়ন, সুচারু বদন, যেন মর্ত্ত্যের নয়—যেন শাপভ্রষ্টা কোন অপ্সরী কিন্নরী। যুবরাজ রুক্মের ইচ্ছা আমি এর পাণিগ্রহণ করি। তাই গোপনে প্রাণময়ীকে দেখবার জন্য বিদর্ভে এসেছি। কি সুন্দর—নয়ন সার্থক হলো [প্রকাশ্যে] রাজ-নন্দিনী।

রুক্মিণী। কে তুমি ?

শিশুপাল। আমি চেদিশ্বর শিশুপাল।

রুক্মিণী। এখানে কেন ?

শিশু। তোমায় দেখতে। কি সুন্দর তুমি! রাজ-নন্দিনী। আমি কি ইচ্ছায় এখানে এসেছি তা শুনলে নিশ্চয়ই তুমি খুবই আনন্দিতা হবে। আমি তোমার পাণিগ্রহণ করবার আশায় এখানে এসেছি।

রুক্মিণী। কিন্তু আমার যে বিবাহ হয়ে গেছে।

শিশুপাল। হযে গেছে? কার সঙ্গে? মিথ্যা কথা। পরিহাস করছ রাজবালা।

রুক্মিণী। পরিহাস নয়—সত্যই আমার বিবাহ হয়ে গেছে।

শিশুপাল। কার সঙ্গে?

রুক্মিণী।—

সেই কালা চাঁদের সাথে।
সেই গোপনারীব মন মজানো—
কালাচাঁদেব সাথে॥
হামি গোপনে গোপনে কবিনু পিরীতি—
স্বপনে পাইয়া দেখা,
প্রেমেরি সাগরে সিনান করিয়া—
করেছি তাহারে সখা,
সেই কালাচাঁদের সাথে॥

শিশুপাল। কি বল্লে! সেই ঘৃণিত গোপ-নন্দনের প্রতি এত তোমার অনুরাগ! কি ঘৃণা—কি লজ্জা! শোন রাজবালা, তাকে ভুলে যাও তুমি আমার হও—তোমায় আমি চেদি-রাজ্যের অধিশ্বরী করবো।

রুক্মিণী। না—না—না—আমি তোমায় চাই না—সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত, এ বিশ্বে আর কাকেও চাই না—

[প্রস্থান]

শিশুপাল। বাঃ—বিদ্যুতের মত চলে গেল চক্ষুর সম্মুখ দিয়ে, বাধা দিতে পারলাম না। কিন্তু রুক্মিণীকে চাই! ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে হোক—আমি চাই-ই। কৃষ্ণ! কে সে? সে গোপালয়ে-পালিত, লম্পট—কপট—তস্করমাত্র।

নন্দন প্রবেশ করিল

নন্দন। কে বল্লে?

শিশুপাল। আমি বলছি।

নন্দন। তুমি কে?

শিশুপাল। আমি চেদিরাজ শিশুপাল। তুমি কে?

নন্দন। আমিও ভীষ্মক-পুত্র নন্দন। তুমি আমার বন্দী।

শিশুপাল। অপরাধ?

নন্দন। অপরাধ সেটা নিজের জ্ঞানের দ্বারা বিচার করে নাও শিশুপাল। গোপনে চোরের মত রাজোদ্যানে যে প্রবেশ করে, সে কি অপরাধী নয়? তোমার রাজোদ্যানে এই অনধিকার প্রবেশের জন্য আমি তোমায় বন্দী করতে বাধ্য।

শিশুপাল। বাধ্য? জানো আমি তোমারি জ্যেষ্ঠ রুক্ম কর্ত্তৃক বিদর্ভে আহূত হয়েছি!

নন্দন। কিন্তু অভ্যাগতের সে সম্মান কেমন করে রক্ষা করতে পারি শিশুপাল? পাপ উদ্দেশ্য হৃদয়ে বলবতী করে যারা অভ্যাগত রূপে গৃহে প্রবেশ করে, তারা গৃহস্থের

আদরের হলেও—তাদেব দণ্ড দিলে ধর্ম্মের মর্য্যাদার কোন হানি হয় না রাজা। যদি এখনও মঙ্গল চাও তবে নীরবে আমার বন্দিত্ব স্বীকার কর।

শিশুপাল। কি এত সাহস তোমার, যে মহাপরাক্রমশালী শিশুপালকে তুমি বন্দী করতে চাও?

নন্দন। হাঁ চাই—ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষায় কালের বিরুদ্ধেও অস্ত্র তুলে ধবতে শঙ্কিত নই আমি। তুমি এসেছ উন্মত্ত বাসনা চরিতার্থ করতে—কুমারীর সর্ব্বনাশ সাধন করতে। যদি আসতে বীরের মত আমার ভগ্নীর পাণিগ্রহণে —তাহলে জানতাম তুমি প্রকৃত বীর—প্রকৃত মানুষ। কিন্তু সে নীতি ভুলে গিয়ে এসেছ—চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে কামনা পূর্ণ করতে।

শিশুপাল। রসনা সংযত করে কথা কও কুমার, নতুবা তোমার এ ঔদ্ধত্যের শাস্তিবিধান করতে শিশুপাল তিলমাত্র কুণ্ঠিত হবে না।

নন্দন। আর আমিও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবো না—একজন লম্পটকে বিনাশ করতে।

শিশুপাল। বটে এত স্পর্দ্ধা—এত সাহস বক্ষে। দেখ, তবে, তোর পরিণাম।

[উভয়ের যুদ্ধ—নন্দনের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল]

শিশুপাল। এইবার?

নন্দন। অস্ত্রহীন আমি—অস্ত্র নেবার সময় দাও!

শিশুপাল। না—না দেবো না—পল মাত্র সময় দেবো না—অস্ত্র নেবার সুযোগ দেবো না।

নন্দন। কে কোথায় আছ অস্ত্র দাও—আমায় একখানা অস্ত্র দাও।

শিশুপাল। কেউ নেই—কেউ নেই—মৃত্যু—মৃত্যু তোর সুনিশ্চিত। কেউ আজ শিশুপালের কবল থেকে তোকে রক্ষা করতে পারবে না।

বলরামের প্রবেশ

বলরাম। রক্ষা করবো আমি—

শিশুপাল। কে—কে তুই ?

বলরাম। আমি তোর কাল।

শিশুপাল। হাঃ হাঃ হাঃ কাল ?
কালে না ডরায় শিশুপাল।

বলরাম। রে নারকী এত স্পর্দ্ধা তোর ?
ভুলে গেলি রামকৃষ্ণে তুই ?
দম্ভ তেজ গর্ব্ব অহঙ্কার,
নিমেষে করিব চূর্ণ—আমি হলপাণি
থাকে যদি জীবনের সাধ,
দূর হ'রে সম্মুখ হইতে।

শিশুপাল। বাখানি সাহস তোর রাম।
সেই ভারবাহী গোপের নন্দন তুই—

কি জানিবি রণ নীতি ক্ষত্রিয় জাতির ?
গোধন চরাবি তোরা বনে বনে ঘুরি,
কর্ষণ করিয়া ভূমি
জীবিকা করিবি অর্জ্জন।
এ গর্জ্জন সাজে না-রে তোর।

বলরাম। আরে—আবে জ্ঞানহীন
অজ্ঞান অধম অহঙ্কাবী,
ভুলে গেছ শক্তিমান গোপের নন্দনে ?
কেশী নাই—কংস নাই,
পুতনা হইল শেষ
প্রতাপে যাদের,
তাদের ভাবিস আজি
শক্তিহীন গোপেব নন্দন ?
দেখ্ দেখ্ তবে পাপী—
জ্ঞান চক্ষু করি উন্মিলন
কেবা রাম—কেবা কৃষ্ণ
অবনী মাঝারে।
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু—
পাপের বিনাশে,
অবতার রাম-কৃষ্ণ যুগল আকার।

শিশুপাল। মিথ্যা—মিথ্যা—সে ধারণা।
অবতার রাম কৃষ্ণ ?

উত্তম, পরিচয় হয়ে যাক—
কেবা অবতার ?

বলরাম। পরিচয় কতদিন কত ভাবে—
পেয়েছে সারা জগৎ।
যা—যা—দূর হ'রে সৃষ্টির জঞ্জাল,
কৃষ্ণদ্বেষি যেইজন
মুখ তার না করি দর্শন।

শিশুপাল। স্তব্ধ হও।
নিতান্ত নির্ব্বোধ তুই—
নতুবা সাহস তোর
রণে সাধ শিশুপাল সহ ?
কংস সম নহিক দুর্ব্বল,
ধরি করে ভীম গদা,
রামকৃষ্ণ সহ আজি
যদুকুল করিব বিনাশ।

বলরাম। রে দর্পী ধ্বংস হবি আজ।
ওঠ—ওঠ জেগে হল,
ঢাল হলাহল দানব সংহারে।
ওঠ ওঠ জাগি হৃদয়ের সুপ্ত বহ্নি রাশি,—
প্রলয় মার্ত্তণ্ড সম পাপের বিনাশে,
ব্রহ্মাণ্ড করিব লয়
সৃষ্টি বক্ষে সুভীষণ তুলিব হুঙ্কার।

আয় আয়রে দানব,
সঙ্কর্ষণে দীর্ণ করি পাপদেহ তোর
ফেলে দিই অনন্ত জলধি-নীরে।

শিশুপাল। আরে—আরে ভারবাহী দুর্ব্বল যাদব—
শিশুপাল আজি প্রচণ্ড গদার ঘায়ে,
চূর্ণ করি গর্ব্ব অহঙ্কার
রেণু সহ মিশাইয়া উড়াবে বাতাসে।

বলরাম। তবে জ্বলে ওঠ—জ্বলে ওঠ
মদমত্ত বলরাম,
জ্বলে ওঠ—দানব উল্লাসে,
জেগে ওঠ হল বহ্নির শিখায়।
স্তব্ধ হও আকাশ বাতাস,
স্তব্ধ হও বিশাল ধরণী,
হলায়ুধ উঠিল আবার জাগি
সৃষ্টি স্থিতি করিতে বিলয়।
সংহার—সংহার—সংহার।

[হল উত্তোলন]

শিশুপাল। উঃ—উঃ! কি ভীষণ অনল বর্ষণ!
গেল—গেল সৃষ্টি রসাতলে—
কোন দিকে যাই—
ওই যে—ওই যে নিয়তি দূরে—
বাজায় দুন্দুভি সুগম্ভীরে,

অট্টহাস্যে দেয় করতালি।
ওঃ—ওঃ প্রাণ বুঝি যায়—
অগ্নির দাহনে পুড়ে ভস্ম বুঝি হই,
সৃষ্টি বুঝি যায়।

বলরাম। যাক্ সৃষ্টি—যাক্ স্রষ্টা—
নাহিক বিচার আর।
পাপের বিনাশ হেতু
ধরিব আবার পুনঃ নব অবতার।
সংহার—সংহার—সংহার!

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। গেল গেল সৃষ্টি রসাতলে,
সম্বর—সম্বর—ক্রোধানল
হলপাণি বীরেন্দ্র প্রধান।
খসে পড়ে বুঝি চন্দ্র সূর্য্য,
ছোটে বুঝি গ্রহ উপগ্রহ—
ওই বুঝি ধেয়ে আসে অনন্ত জলধি।
ঘন ঘন কাঁপিছে ধরণী—
মহা আলোড়নে হয় বুঝি লয়;
প্রলয় আবর্ত্তে বুঝি,
ডুবে যায় স্রষ্টার রাজত্ব।
সম্বর সম্বর সংহার মূর্ত্তি,

রাখ মিনতি আমার দাদা,
করো নাকো সৃষ্টি ছারখার। [পদতলে পতন]

বলরাম। সংহার—পাপের সংহার !

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। সম্বর—সম্বর রোষ,
ওই—ওই ওঠে চতুর্দ্দিকে
ভীম প্রলয় গর্জ্জন,
জলস্থল সব হয় একাকার,
রক্ষা কর হলধর—
সৃষ্টি ধ্বংসে কেন কর সাধ ? [পদতলে পতন]

বলরাম। কে কে চাহে নিবারিতে মোরে ?
শুনিব না কারো কথা—
রাখিব না স্রষ্টার গৌরব—
অকালে প্রলয় আজি করিবেরে রাম।

শ্রীকৃষ্ণ। সৃষ্টি ধ্বংস হয় কি করি উপায় ?
সুদর্শন মহাচক্রে
রক্ষা আজ করিব ধরণী।
কোথা আছ চক্র সুদর্শন
উর আসি হস্তে মম।

[সুদর্শনচক্রের আবির্ভাব, বলরামের হল নিস্তেজ হইল
ও চক্র স্পর্শ করিল]

বলরাম। যঁ্যা একি! কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা—দাদা! [আলিঙ্গন]

বলরাম। রে কৃষ্ণ বধ কর্ দুষ্ট শিশুপালে।

শ্রীকৃষ্ণ। নাহিক উপায়!
প্রতিশ্রুত শিশুপাল জননী সকাশে
শত অপরাধ করিব মার্জ্জনা।

বলরাম। ওঃ হয়েছে স্মরণ।

কৃষ্ণ। এস—দাদা।
কুমারে লইয়া এস সাত্যকি ধীমান।
শোন শিশুপাল—
এই তব একবিংশ অপরাধ
করিনু মার্জ্জনা।
কিন্তু—সেই দিন শোন্ মূঢ়—
যেই দিন শত অপরাধ হবে শেষ
সেই দিন—সেই দিন—
মহাচক্র—মহাচক্র—ধরিব আবার।

[সকলের প্রস্থান]

ঐক্যতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রান্তর

উন্মাদিনী কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমি উন্মাদিনী! লোকে বলে আমি উন্মাদিনী—কিন্তু আমিতো এমন ছিলাম না। ওগো—আমার যে সবই ছিল। আজ আর নেই। কাল-রাহু তাদের গ্রাস করে ফেলেছে। হাঃ হাঃ হাঃ! ওই—ওই—যে আমার তারা! মা মা রবে কত ডাকছে আমায়। ওই—ওই সে! না—না—আমার কেউ নেই! আমি উন্মাদিনী। পাগলি বলে আমায় তাড়িয়ে দিলে। হাঃ হাঃ হাঃ! বেশতো তোমার বিচার ভগবান! যাদের জন্য অসহ্য গর্ভ যন্ত্রণা সহ্য করলাম, বুকের রক্ত যাদের মুখে নির্ব্বিবাদে ঢেলে দিলাম—তারা আমার কেউ নয়! আমিও তাদের কেউ নই—আমিও তাদের কেউ নই।

নন্দনেব প্রবেশ

নন্দন। মা!

কল্যাণী। মা? কে—কেরে তুই? আবার ডাক্—আবার ডাক্—আমি শুনতে শুনতে মরি।

নন্দন। মা!

কল্যাণী। কে কুমার? নন্দন? কেন আবার মা বলে ডাকছো কুমার? আমায় আশ্রয় দিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনছো কেন বাবা? আর আমায় কাঁদিও না! ওরে কেঁদে কেঁদে যে আমার নয়নতারা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আর যে কাঁদতে পারিনে বাবা।

নন্দন। এ রকম পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি ফল হবে জননী?

কল্যাণী। তবে কি হাসবো! হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমার সর্ব্বস্ব গেল আমি হাসি—আমি হাসি—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

নন্দন। [স্বগতঃ] সত্যই উন্মাদিনী! [প্রকাশ্যে] একটু স্থির হও মা, দিনের পর রাত—রাতের পর দিন এযে ভগবানের দান দেবী। প্রকৃতির সহস্র নির্ম্মম কশাঘাতে তুমি জর্জ্জরিতা হলেও—আবার শুভদিন আসবে মা। সেদিন আবার তোমার হারানো সম্পদ ফিরে আসবে।

কল্যাণী। আসবে? না—না—আসবে না—আসবে না—সে আশা আমার আর নাই কুমার! বিচার—বিচার—বিশ্বের বিচার—আমি যে পতিতা!

নন্দন। না—না—তুমি পতিতা নও—অস্পৃশ্যা নও—ঘৃণিতা নও—তুমি দেবী—তুমি অনুপমেয়—তুমি মন্দাকিনীর পূত-ধারা! বিশ্বের শত ঘৃণার অন্ধকারে তোমার স্থান হলেও—আজ তোমার স্থান এই পুত্রের শিরে। তুমি যে আমার মা।

কল্যাণী। দুরন্ত সমাজ—ওঃ সে বড় নিষ্ঠুর—পারবে না।

নন্দন। আমি সমাজ মানতে চাই না—উন্মুক্ত অসি করে এই নির্দ্দয় সমাজের বিরুদ্ধে নক্ষত্র বেগে ছুটে যাবো—তার পক্ষপাতিত্ব বিচারের প্রতিকুলে দাঁড়িয়ে—বুকের রক্ত ঢেলে দেবো। দেখবো একবার সমাজ—

কঙ্কন প্রবেশ করিল

কঙ্কন। সমাজ! সমাজ! যুগ যুগান্তের এক পুণ্য-প্রতিষ্ঠান। সেই সমাজের গৌরব-গরিমা বাড়িয়ে তুলতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও শুদ্ধা প্রকৃতি সতীরাণী সীতাদেবীকেও নির্ব্বাসন দিয়েছিলেন। সমাজ তুচ্ছ নয় কুমার—বিশাল হিমাদ্রী। সমাজের শাসনদণ্ড কঠোর কঠিন হলেও জেনে রেখো, সেই কঠোরতার মাঝখান দিয়ে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি ফুটে ওঠে।

নন্দন। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত অপরাধে যে সমাজের কাছে অপরাধী নয়, তার কি কোন প্রতিবিধান নাই কঙ্কন?

কঙ্কন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করলে কেউ কি তার দগ্ধ যন্ত্রণায় বঞ্চিত হয়?

কল্যাণী। ওগো এসেছ—এসেছ! এস এস—একটু দাঁড়াও—আমি তোমায় প্রাণভরে দেখে নিই।

কঙ্কন। ওঃ তুমিও এখানে। যাও—যাও—আর তোমায় দেখবো না—দেখবো না—দেখবো না। [প্রস্থান]

কল্যাণী। ওঃ স্বামী—দেবতা! [ভূপতিতা হইলেন]

নন্দন। মা! মা!

গীতকণ্ঠে ছন্দ ও দুলালীর প্রবেশ

গীত

দিদি ওই বুঝি গো আমার মা।
ওই বুঝি গো আমার মা॥
তুই বল্‌লি সেদিন শুয়ে শুয়ে
সেই পাগলি যে গো মোদের মা॥
মা মা মা একবার কোলে নেনা মা;
দেখি আমি কোলে উঠে
পাই কত সুখ শান্তি মা॥

কল্যাণী। [ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইয়া] য়্যাঁ তোরা—তোরা! আয়—আয় একটীবার আমার বুকে আয়—আমি পৃথিবীর সব যন্ত্রণা ভুলে যাই। [উভয়কে বক্ষে ধারণ]

মুখরার প্রবেশ

মুখরা। এই দেখ! ও মা কি ঘেন্নার কথা! একেবারে কাউকে কিছু না বলে দুজনে এখানে চলে এসেছে গা! এদিকে আমি খুঁজে খুঁজে হাল্লা হচ্ছি। ও মা—সেই পাগলী বেটী ওদের আবার কোলে নিয়েছে। এই মাগী ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। ও দুলালী, ভাইকে নিয়ে পালিয়ে এসতো মা। রাণীমা বড্ড ভাবছেন।

নন্দন। দাসী ভয় নেই। পাগলী হলেও ওর বুকে যে স্নেহ-সমুদ্র আছে—তা বোধহয় জগতে আর কারু বুকে নেই। যা মাকে গিয়ে বল্‌গে, যেখানে থাকলে গায়ে একটী কাঁটার আঁচড়ও লাগবে না—দুলালী ছন্দ সেই খানেই আছে।

মুখরা। না ছোট্ দাদাবাবু। রাণীমা আমায় বড্ড্ মুক্ করবেন। এস দুলালী।

কল্যাণী। নিয়ে যাবি—নিয়ে যাবি ? আমার বুক ছিনিয়ে এদের নিয়ে যাবি ? ওরে পারবি ? পারবি ? জানিস এরা কে ? এরা যে আমার—ওহো হো—ভগবান ! এরা আমার কত আদরের—কত যত্নের—কত কামনার—কিন্তু—কিন্তু ওরে এরা যে আজ আমার কেউ নয় ! অত বড় একটা সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধ সাবা বিশ্ব খুঁজে মেলে না—এরা আমার সেই সম্বন্ধের হয়েও আজ পর ! হাঃ—হাঃ—হাঃ—খাসা বিচার —সুন্দর বিচার।

মুখরা। মর্ পাগ্‌লী—দরদ দেখ—ছেড়ে দে ওদের।

নন্দন। মুখরা তুই কি বলছিস্ ? এরা যে এই উন্মা-দিনীর পুত্র কন্যা। দেখ্‌ছিস—কি আবেগ ভরা মাতৃস্নেহ ! কত যুগের জমাট স্নেহ দিয়ে ওদের ঘিরে রেখেছে। কত শান্তি—কত তৃপ্তি—সন্তান আর মা !

মুখরা। হ্যাঁ দাদাবাবু ও যেন কি। অত সব জানিনে বাপু কে মা—কে ছেলে। রাণীমার হুকুম—ওদের না নিয়ে গেলে আমিও কি মর্‌বো ?

ছুলালী। মুখরা দিদি—এযে আমাদের মা। আমাদের আর নিয়ে যাস্‌নে—আমরা মায়ের আঁচল ধরে ধরে বেড়াবো—তাতেই যে স্বর্গের সুখ।

ছন্দ। মুখরা দিদি, দেখছো কেমন আমাদের মা। তুমি কেবলই বলো আমাদের মা নেই—মা নেই। দেখ কেমন মা। তুমি বাড়ী যাও—আমরা মাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

মুখরা। হেঁই মা এরা বলে কি গো! নিশ্চয়ই মাগী ডাইনী, কোন গুণ তাক্‌ তুক করেছে। যাই রাণীমাকে বলিগে। শাস্তি সস্তেন না করলে আর উপায় নেই। ও দাদাবাবু, তুমিও যেন কি! রাণী মা যে এদের জন্যে কত ভাবছেন।

কল্যাণী। যা যা নিয়ে যা—নিয়ে যা। তোর বড় কষ্ট হবে? যা নিয়ে যা। ভগবান যখন আমায় কাঁদতে পাঠিয়েছেন—তখন আমি কাঁদি। যাতো বাবা—যাতো মা। ওরে—ওরে—ওঃ—একটা—একটা কিছু দাও—একটা কিছু দাও—আমি মরি—আত্মহত্যা করি—এরা আমার কেউ নয়—ওঃ। [মূর্চ্ছিতা হইলেন]

মুখরা। আয় আয় শিগ্গীর চলে আয়।

ছন্দ। ও মুখরা দিদি নিয়ে যাস্‌নে—নিয়ে যাস্‌নে! মা—মা!

[মুখরা ছন্দ ও ছুলালীকে লইয়া গেল]

কল্যাণী। [উঠিয়া] কই—কই কোথায় গেল তারা? বোধহয় অদৃশ্যে মিশে গেল। নেই—নেই—আমার কেউ নেই—ওগো আমার কেই নেই।

গীতকণ্ঠে বিধান প্রবেশ করিল

গীত

আমি আছি, আমি আছি
তোর আছি মা আমি আজি।
যার নাইক কেহ বলতে আপন
আমি যে মা তার আপন সাজি॥
কোলে আমায় নে মা তুলে
সকল জ্বালা যা মা ভুলে,
বুকের সুধা দে মা ঢেলে,
খেতে আমি সদাই রাজি॥

কল্যাণী। য়্যাঁ! কে তুই—কাদের ছেলে? আয় আয় আমার কোলে আয়—আমি আজ তোকেই নিয়ে সকল জ্বালার পারে গিয়ে দাঁড়াই গে চল্।

[বিধানকে বুকে করতঃ দ্রুত প্রস্থান]

নন্দন। মা মা কোথায় চলে গেলি। তাইতো কোথায় গেল!

দূরে নগর রক্ষক ও কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। চট্ করে বেঁধে ফেল্।

নঃ-রক্ষক। আমার ভয় কর্‌ছে ঠাকুর।

কন্দর্প। য়্যাঁ বুড়ো মর্দ্দ ভয় করছে! বাঁধ—বাঁধ, যুবরাজের হুকুম। [নগর রক্ষক পশ্চাৎ হইতে নন্দনকে বাঁধিয়া ফেলিল]

নন্দন। কে—কে—ছাড়্ ছাড়্। একি কন্দর্প ঠাকুর! আমায় বাঁধলে কেন?

কন্দর্প। কি করবো যুবরাজের হুকুম। এই নিয়ে আয়।

নন্দন। অবিচার—অবিচার! শোন কন্দর্প ঠাকুর, তোমার এ দিন চিরস্থায়ী থাকবে না! তুমি যতই পরের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্তির পথে বিভীষিকার সৃষ্টি করে তোল না কেন কিন্তু স্থির জেনো পিশাচ, যদি জগতে ভগবান থাকেন—যদি তাঁর অস্তিত্ব থাকে—যদি তাঁর মহিমার সাড়া থাকে, তা হলে একদিন না একদিন তুমিও ঠিক্‌রে পড়বে গিয়ে অনন্ত জ্বালার জ্বলন্ত বক্ষে। সেদিন কাঁদবে—কাঁদবে—কাঁদবে!

কন্দর্প। নিয়ে আয়।

নন্দন। উঃ! ভগবান! তোমার কি অবিচার!

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। ভগবানের বিচার চির সূক্ষ্ম—পক্ষপাতশূন্য—নিঃস্বার্থ! পাপের দণ্ড বিধান চতুর্যুগ সমভাবে তিনি করে আস্‌ছেন। কিন্তু সে বিচার বড় সূক্ষ্ম! স্থূল দৃষ্টিতে কেউ তা দেখতে পায় না—উপলব্ধি করতে পারে না কুমার!

ভগবান আমায় পাঠিয়েছেন এই শৃঙ্খল—এই দুর্ব্বৃত্ত আচার-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের জন্য। [কন্দর্পকে বন্দী করণ]

নঃ-রক্ষক। ওরে—বাপরে! [পলায়ন]

কন্দর্প। কে—কে তুই ?

সাত্যকি। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-সেবক সাত্যকি। কুমার, যাও তুমি মুক্ত। তোমার ভয় নেই! আজ তোমার কেশাগ্রস্পর্শ করে এমন এ সংসারে কেউ নেই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে আজ তোমার রক্ষক। [বন্ধন মোচন]

কন্দর্প। আর আমি ?

সাত্যকি। তুমি! তোমার অদৃষ্টে কঠোর দণ্ড। ভেবে দেখ ব্রাহ্মণ, তুমি কত না কুকর্ম্ম করেছ! তার জন্য তোমায় শাস্তি নিতে হবে না ?

কন্দর্প। সে কি বাবা, এ যে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। ও বাবা নন্দন—এ বলে কি ?

সাত্যকি। যা সত্য সরল, তাই বলছি ব্রাহ্মণ! যারা বেদ বেদান্তের অনুরাগী—ধর্ম্মের সেবক—ভারতের শীর্ষ স্থানীয়—তাদের চরিত্র যদি এই রকম জঘন্য হয়, তারা যদি স্বার্থের জন্য হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে জন্মগত অধিকার ভুলে যায়, তাহলে তাদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা কি ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার নয় ?

কন্দর্প। ছেড়ে দাও বাবা—আমি ব্রাহ্মণ।

সাত্যকি। ব্রাহ্মণ! তবে সুললিত বেদের ঝঙ্কারে

ভারতের পূর্ব্ব গরিমা জাগিয়ে তোল। ত্যাগের নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হও—দধিচীর মত আত্মদানের জীবন্ত কীর্ত্তি আবার এই ভারত বক্ষে জাগিয়ে তোল।

কন্দর্প। এখনতো ছেড়ে দাও বাবা।

সাত্যকি। না—না, শত কাকুতি মিনতিতে পাপের দণ্ড গ্রহণে অব্যাহতি পাবে না ব্রাহ্মণ। পাপ—যতই তার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলুক না কেন—তবু সে বিজয়ী হয় না। এটা যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজত্ব। তোমার প্রাণদণ্ড।

কন্দর্প। ওরে বাপ্‌রে গেছিরে! প্রাণদণ্ড হবে! অ্যাঁ—অ্যাঁ। সে আবার কি?

সাত্যকি। কি জন্য একজন নিরপরাধীকে বন্দী করতে এসেছিলে ব্রাহ্মণ? সত্য উত্তর দাও—উত্তর যদি না দাও, তাহলে জেনে রেখো, আজ তোমার অব্যাহতি নাই।

' নন্দন। ছেড়ে দাও বন্ধু। দুরন্ত মহাপাপী হলেও এযে সেই ভগবানেরই পুত্র। আমার অদৃষ্ট আকাশ জুড়ে নির্য্যাতন ছুটে আসুক, তবু ইনি ব্রাহ্মণ, জাতির শ্রেষ্ঠ—আমার স্বদেশ বাসী বান্ধব। [কন্দর্পকে মুক্ত করণ] আপনি যান—ভয় নেই আপনার।

[সাত্যকি ও নন্দনের প্রস্থান]

কন্দর্প। [স্বগতঃ] উঃ কি বিপদে পড়েছিলাম। দেখি আবার পাশা চেলে। কে—কে?

কুণ্ডলার প্রবেশ

কুণ্ডলা। আমি! আমি!

কন্দর্প। বড় বৌ! বড় বৌ! য়্যাঁ করেছ কি! আমার সর্ব্বস্ব তুমি চুরী করে নিয়ে পালিয়েছ! দাও—দাও শিগ্গীর গহনা গুলো দাও, নইলে—

কুণ্ডলা। নইলে? নইলে কি? বলো বলো? বোধহয় ভায়ের মত আমাকেও দগ্ধে দগ্ধে মারবে? নিষ্ঠুর! এখনো তোমার প্রাণ একটুও কেঁপে উঠ্‌ছে না? ভাই হয়ে ভাইকে মারবার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা! না—না, গহনা টাকা কড়ি তোমায় কিছুই ফিরে দেবো না। সে গুলো গরীবদের বিলিয়ে দেবো। তোমার সংসারে আগুন জ্বেলে দেবো।

কন্দর্প। বড় বৌ—বড়বৌ! আমি যে তোমারি সুখের জন্য এ সব করছি।

কুণ্ডলা। না গো না, ও রকম সুখে আমার দরকার নেই! ও বাপরে একজনকে কাঁদিয়ে সুখ ভোগ করা? শেষ কথা তোমায় বলছি, ঠাকুরপোকে ঘরে নিয়ে এসে, দুভায়ে এক হয়ে সুখে বাস কর।

কন্দর্প। বটে! ভারি ভালবাসা দেখছি তো? শোন! আমায় এ রকম জ্বালাতন করলে, আমিও তোমায় অল্পে ছাড়বো না।

[প্রস্থান]

কুণ্ডলা। উঃ! কি নির্দ্দয়। বাবা আমায় পয়সার লোভে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছেন। ভগবান! আমি কি করি! আমার এ জীবনে সুখ কি? শান্তি কোথায়?

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিলাস কক্ষ

রুক্মি ও শিশুপালের প্রবেশ

রুক্মি। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

শিশুপাল। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।

রুক্মি। প্রতি পদে—প্রতি কার্য্যে প্রতিবন্ধক সেই কৃষ্ণ! শিশুপাল আগুন জ্বালো—আগুন জ্বালো—সৃষ্টি কেঁপে উঠুক। দেখি—দেখি সেই কৃষ্ণ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রুক্মির দুর্ব্বার অত্যাচারের শাণিত খড়্গের সম্মুখে!

শিশুপাল। কি সাধ্য—কতটুকু শক্তি তার? কৌশলে কংসকে বিনাশ করে অসীম সাহস বেড়ে গেছে। ক্ষত্রজাতির গৌরব গরিমা কতকগুলো ভোজবিদ্যার দ্বারা দমন করতে প্রয়াসী। অবিলম্বে সেই গোপ-নন্দনের ঔদ্ধত্যের কোন

প্রতিবিধান না করলে, ভারবাহী গোপগণের বিদ্রুপ উপহাসে ক্ষত্রজাতির নির্জ্জীবতা—নিষ্প্রাণতা—দুর্ব্বলতা জাগিয়ে তুলবে।

গীতকণ্ঠে দেবল প্রবেশ করিল

গীত

খাঁটী সোণা চিন্‌লি নে তুই—
নকল দেখে ভুললি।
সব খোয়াবি আপন দোষে
মোহের ঘোরে মজলি।
হয়েছে যার ঘোর বিকার,
বৈদ্য এসে করবে কি তার,
সে, দিনে দেখে সাঁঝের তারা,
তুই অগাধ জলে ডুবলি॥

[প্রস্থান]

রুক্ম। দূর হও।

শিশুপাল। যাক্—এখন তোমার ভগ্নীর সম্বন্ধে কি বলছ সখা?

রুক্ম। কথার নড় চড় হবে না শিশুপাল। রুক্মিণীকে অবিলম্বে তোমার হস্তে সমর্পণ করবো। হ্যাঁ—তবে বর্ত্তমানে যাতে আমি বিদর্ভের সিংহাসন লাভ করতে পারি—তার কোন উপায় উদ্ভাবন কর।

শিশুপাল　তার জন্য চিন্তা কি? আমি আছি—জরাসন্ধ আছে—দন্তবক্র আছে—আরও কত শত বীর আমাদের সপক্ষে। ভয় কি—বিদর্ভরাজ।

রুক্ম। কিন্তু পশ্চাতে যে কৃষ্ণ।

শিশুপাল। কৃষ্ণ! হা হা হা। তা—থাক—তা থাক। সেদিন তোমার ভগ্নীকে দেখবার জন্য যেমনি রাজোদ্যানে প্রবেশ করেছি—তখন কোথা থেকে সেই গোপ-নন্দন কৃষ্ণ এসে আমার বিরুদ্ধাচারণে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু এই গদার আঘাতে বেচারীকে অবিলম্বে রাজোদ্যান ত্যাগ করতে হয়েছিল। ভয় নেই—সাহসে—শক্তিতে—বীর্য্যে তুমিও কম নও সখা।

রুক্ম। কিন্তু শিশুপাল, কৃষ্ণ যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। সকলেই সমস্বরে বলে উঠছে, কৃষ্ণ ভগবান—কৃষ্ণ—ভগবান।

মায়াদেবীর প্রবেশ

মায়া। আবার বলো—আবার বলো বাবা—কৃষ্ণ ভগবান—কৃষ্ণ ভগবান। ওই পুণ্যবাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অন্তর্নিহিত সমস্ত আবিলতা আজ পুণ্য জ্যোৎস্নার তরঙ্গে ভেসে যাক। তোমার মানবত্ব ফিরে আসুক—তুমি মানুষ হও।

রুক্ম। কি জ্বালাতন। তুমি মা' হলেও নারী। এ তোমার অনধিকার চর্চ্চা! যাও—বার বার পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথে বিঘ্নরূপে দাঁড়িও না। হয়ত বা একদিন ভুলতে পারি রক্ত-দানের স্নেহ স্মৃতি—হয়ত বা—যাক্—তুমি যাও এখান হতে।

মায়া। ওরে পুত্র! মায়ের প্রাণ যে পুত্রের জন্য সর্ব্বদাই কাঁদে। দূরে বা অদূরে পুত্র যেখানেই থাকুক না কেন, মায়ের চিন্তা সেই পুত্র। পুত্রের সুখে মায়ের যে শত স্বর্গের সুখ বাবা। আর আমার সে সুখেব অন্তবায় হয়ো না। ভায়ে ভায়ে বাদবিসম্বাদ করে, ভগবানের বিরুদ্ধে দাঁড়িযে অকালে কালের রক্ত-নিশান মাযের চোখের সামনে তুলে ধরো না। একটী শাখার দুটী ফুল হয়ে চিরদিন স্বর্গেব আনন্দ নিয়ে ফুটে থাকো বাঁবা। মায়ের প্রাণ সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠুক।

রুক্ম। উপদেশ! তোমার উপদেশ শোনবার সময় আমার চলে গেছে মা! ভালমন্দ বিচার করতে আমি জানি। যাও আর বিরক্ত করো না।

মায়া। সুপথে এস বাবা! সুপথে থাকলে ভগবান চিরদিনই তার মঙ্গল করেন।

রুক্ম। সুপথ কুপথ আমি জানিনে মা। হ্যাঁ—তবে আমি জানি আমার গন্তব্য পথ—দূরেই হোক—অদূরেই হোক কুটিল হোক—সরল হোক—উজ্জ্বল হোক আব অন্ধকাবই হোক—সে সব আমি দেখবো না। আমার দেখা চাই—পথের শেষ। কৃষ্ণ ভগবান—সে তোমাদের মিথ্যা রটনা।

মায়া। সত্যই কৃষ্ণ ভগবান।

রুক্ম। না—না, সেও যে—আমিও সে।

মায়া। বড় ভুল বুঝেছ বাবা। কৃষ্ণ—অসীম অনন্ত

অক্ষয় ,—তুমি সসীম ক্ষুদ্র নগণ্য। কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দ নির্ব্বিকার নিরাকার ,—তুমি সাকার স্বার্থপর—মায়াবদ্ধ জীব। কৃষ্ণ—অমর মুক্ত মোক্ষ ,—তুমি নশ্বর মরণাধীন পাপাসক্ত। কৃষ্ণ ভগবান—তুমি মানুষ। [প্রস্থান]

রুক্ম। সেই এক কথা কৃষ্ণ ভগবান—কৃষ্ণ ভগবান! এখন খাও বন্ধু উত্তেজক সুরা—

শিশুপাল। হাঁ, নন্দনের সংবাদ কি ?

রুক্ম। তাকে বন্দী করে আনতে কন্দর্পঠাকুর আর নগর-রক্ষককে পাঠিয়েছি—দেখি কি করে। ততক্ষণ চেদিশ্বরের মনোরঞ্জন হেতু নর্ত্তকীগণ সুধাবর্ষণ করে যাক। কে আছিস্ —নর্ত্তকী।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

চাঁদনী রাতে বঁধুর সাথে
ওলো সই উজান বেয়ে চল্।
ফাগ মেখে ওই ফাগুন হাওয়া
(করে) অনুরাগে ঢল ঢল॥
কোকিল ডাকে ঝোঁপের আড়ে,
কুহু কুহু প্রাণ মাতানো সুরে,
মঞ্জুরে সই গোপন হিয়া—
পেয়ে সই মদন বাগের ফল॥

[প্রস্থান]

শিশুপাল। চমৎকার—চমৎকার। আবার গাও—আবার গাও—

আজি কণ্ঠে তুলিয়া তান,
ছোটাবো প্রেমের বাণ,
ভাসাবো তোমারে বঁধু
আর কেন অভিমান।
বসো হে বসো সখা,
দিও না আব দাগা,
আমরা তোমার তবে,
পারি না থাকিতে ঘবে,
এসেছি তোমার কাছে—
সঁপিতে পরাণ॥
ফিরে ফিরে চাও,
আদরে বুকেতে নাও,
তৃষিত হিয়ায় কর—
অমৃত মধুদান॥

[প্রস্থান

কন্দর্প প্রবেশ করিল

কন্দর্প। শত চেষ্টাতেও নন্দনকে বন্দী করতে পারলাম না যুবরাজ।

রুক্ম। পারলে না?

কন্দর্প। না—কি করবো—সেখানেও যে—

রুক্স। সেখানেও বুঝি প্রতিবন্ধক কৃষ্ণ?

কন্দর্প। আজ্ঞে খাঁটী কৃষ্ণ নন, তবে কৃষ্ণের চেলা মশাই সাত্যকি। নন্দনকে বহু কষ্টে, বহু কৌশলে বন্দী করেছিলাম সত্য কিন্তু সেই সাত্যকি ব্যাটা এসে আমায় উল্টে বন্দী করে ফেললে—হিতে বিপরীত।

রুক্স। প্রতিকার্য্যে কৃষ্ণের স্বেচ্ছাচারিতা। আচ্ছা তোমার ভাই কোথায়?

কন্দর্প। চুলোয় গেছে। যাক—যাক। আপদ গেলেই ভালো।

রুক্স। তাকেও বন্দী করবে। আর তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রীকেও চাই-ই—তারা কৃষ্ণভক্ত, তাদের চাই—তাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবো।

শিশুপাল। নিশ্চয়ই!

কন্দর্প। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী যে মহারাণীর আশ্রিত।

রুক্স। আচ্ছা—আর—না থাক তুমি যাও।

[কন্দর্পের প্রস্থান]

দুইজন বন্দী গোপকে লইয়া নগর-রক্ষকের প্রবেশ

নঃ-রক্ষক। যুবরাজ! এই দুইজন গোপকে বন্দী করে এনেছি। এরা শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন করতে করতে রাজ-পথ দিয়ে যাচ্ছিল।

রুক্ম। আচ্ছা যাও তুমি।

[নগর-রক্ষকের প্রস্থান]

রুক্ম। কে তোমরা? কি জন্য রুক্মের আদেশ অমান্য করে বিদর্ভে প্রবেশ করেছিলে? কৃষ্ণের স্তুতিবাদ কেনইবা করছিলে?

গান

সে যে কাঁদায়ে এসেছে বৃন্দাবন।
কাঁদে নরনারী—হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ রবে,
তাই এসেছি খুঁজিতে সেই কৃষ্ণ প্রাণধন॥
কুটিল কুন্তল, কুসুম কাছনি, শান্তি কুবলয় ভাসবে,
কুঞ্চিতাধর, কুমুদী-কৌমুদ, কুন্দকোরক হাসবে,
কালিন্দীকূল কদম কাননে কুঞ্জে কূজন বাজবে,
কামিনী কুচ কুঙ্কুম অঙ্কিত কাম কোটী বিরাজেরে,
বলো কোথা যাই—কোথা গেলে পাই
গোপীকুল মনোরঞ্জন॥

রুক্ম। বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত কর গোপে।
উৎপাটন করে ফেল কলঙ্কিত জিহ্বা,
কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ করিবে না আর।
শোন্‌রে যাদব—
কোথা তোর যদুপতি শীঘ্র ডেকে আন্,
নতুবা নির্ব্বাণ করিব তোদের—
কৃষ্ণময় জীবন প্রদীপ।

ছুরিকা উত্তোলনে উন্মাদিনী কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। এইবার তোরও জীবন নির্ব্বাপিত হয়ে যাক পিশাচ।

রুক্ম। সাবধান ব্যভিচারিণী।

শিশুপাল। একি—একি!

কল্যাণী। হাঃ হাঃ হাঃ আজ পিশাচ-রক্তে মহাপূজা সুসম্পন্ন কববো। আজ আমার প্রেতাত্মার উদ্ধার সাধন—মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি ব্যভিচারিণী—আমি পতিতা—আমি ভ্রষ্টা। রাক্ষস—সে তো তোরি জন্য—তোরি সেই উন্মত্ত লালসা আমার এই দুর্দ্দশা করেছে। আমিও প্রতিশোধ চাই! তাই আজ দানব সংহারে দনুজদলনী মূর্ত্তি ধরেছি। আয়—আয রাক্ষস। [ছুরিকাঘাতে উদ্যত]

দ্রুত ছন্দ ও দুলালী প্রবেশ করিযা বাধা দিল

ছন্দ, দুলালী। মা—মা—আবার এসেছিস্ তুই?

রুক্ম। হা হা হা—চমৎকার—এক সঙ্গে সব কটাই উপস্থিত। শিশুপাল, কন্দর্প, বধ কর—হত্যা কর এদের। দেখি রুক্মের এই অত্যাচার উৎপীড়নে আবার কোন্ কৃষ্ণ জেগে ওঠে। বধ কর—বধ কর। [সকলে অস্ত্র তুলিল]

মাযাদেবীর প্রবেশ

মাযা। শত স্নেহের—শত সম্পদের—শত সাধনার হলেও আজ সেই পুত্রহত্যায় জননী এসেছে সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে।

কল্যাণী। হা—হা—হা।

রুক্ম। তুমিও এসে দাঁড়ালে আমার পথ ঘিরে! তবে সর্ব্বাগ্রে মাতৃহত্যা করেই আমার হত্যা যজ্ঞের সূচনা করি।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। ধর্ম্ম স্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

[মহাচক্রের আবির্ভাব]

রুক্ম, শিশু, কন্দর্প। ওঃ ওঃ প্রাণ যায়! জ্যোতি—জ্যোতি—মহা দ্যুতি—চোখ ঝল্‌সে যায়।

[শিশুপাল, রুক্ম, কন্দর্প মূর্চ্ছাগত হইলেন]

কৃষ্ণ। যাও শীঘ্র পালাও তোমরা। [গোপদ্বয়ের প্রস্থান]

মায়া। কে তুমি বাবা?

কৃষ্ণ। আমি—সেই! [নিজ মূর্ত্তি ধারণ] যাও শীঘ্র পালাও মা!

মায়া। তুমি—তুমি! সার্থক জন্ম—সার্থক জন্ম। [প্রণাম]

কৃষ্ণ। যাও মা, তুমি শীঘ্র চলে যাও! ভয় কি—আমি যে ভক্তাধীন।

[মায়াদেবী, ছন্দ, দুলালী ও কল্যাণীর প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। ভ্রান্ত জীব মায়া ঘোরে
অহর্নিশ ঘুরে মরু মাঝে।
তৃপ্তি নাই—শান্তি নাই,
আকাঙ্ক্ষার শেষ নাহি হয়।

যত পায়—তত চায়,
তবু হায় না হয় নির্ব্বাণ।
রুক্ম! শিশুপাল!
সুপথ ত্যজিয়া কেন বিপথে চলিছ
আজি সুখের সন্ধানে?
ওরে অন্ধ—ওরে জ্ঞান হারা,
কৃষ্ণদ্বেষী হয়ে তোরা
কতদিন বাঁচিবি ধরায়?
এবে বধিবার নাহিক উপায়,
বাধ্য নিয়তির।

[প্রস্থান]

[মূর্চ্ছা ভঙ্গে রুক্ম ও শিশুপাল ধীরে ধীরে উঠিল]

রুক্ম। কোথা গেল?
যাদুমন্ত্রে আচ্ছন্ন করিয়া সবে
কোথায় পালাল সেই কৃষ্ণ যাদুকর?
খোঁজ খোঁজ শিশুপাল,
খোঁজ ত্বরা গোপের নন্দনে।
হয় তো এখনও পাপী—
পুরীর বাহিরে করেনি গমন

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে নগর-রক্ষকের প্রবেশ

গীত

ওরে আমার চাকরী—
তোব নামের গুণে জল পড়ে যায়
ভুলতে যে হয় ঘর বাড়ী॥
তুই থাকলে সহায় কে ঘেঁসে হায়
গিন্নী হেসে কয় কথা,
আবার মাস কাবারের দিনেরে মন
ঘোচে প্রাণের ব্যথা,
আহা চাকরী আমার—সাধনা আমার—
মোক্ষ আমার পরকালের তরী॥

মুখরার প্রবেশ

মুখরা। ও মিন্সে বলি যাচ্ছিস কোথায় ?

নঃ-রক্ষক। দু-চক্ষু যে দিকে যায়।

মুখরা। কেন রে—হলো কি তোর ?

নঃ-রক্ষক। আর কি হবে ! শেষকালে পরের চাকরী করতে এসে কি বেঘোরে প্রাণটা দেবো ?

মুখরা। তবে আমি কেমন করে থাকবো ?

নঃ-রক্ষক। যেমন করে এতদিন ছিলি। দেখ্ মুখরা, দিন রাত্তির খাটুনি, তারপর চোখ রাঙানি, দাঁত খিচুনী। দুর্ দুর্ আর চাকরীতে কাজ নেই।

মুখরা। কি করে সংসার চলবে?

নঃ-রক্ষক-

ধরবো আমি লাঙ্গল কোদাল
কববো আবার চাষ।
লক্ষ্মী আমার থাকবে বাঁধা
তাতেই বারো মাস॥
বাপ ঠাকুরদা পেতো খেতে
করতো কত দান,
আমাদের চাকরী করে ভাত জোটে না'
দেনার দায়ে আন্ চান্।
তাবা সব কাটিয়ে গেল মনের সুখে,
আমরা কাটি এখন ঘোড়ার ঘাস॥

[প্রস্থান]

মুখরা। ও মিন্সে—ও মিন্সে!

শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে শঙ্খনিধির প্রবেশ

ওই সেই মুখ পোড়া বামুন আসছে! কি জ্বালাতন বাবা, দিন রাত্তির শাঁখ বাজিয়ে মরছে।

শঙ্খ। কে হে বট তুমি? অ—মুখরা—তা বেশ—বেশ! তবে ভাল করে একবার শঙ্খধ্বনি শ্রবণ কর—মন মুগ্ধ—প্রাণ শীতল—কর্ণ তৃপ্ত হোক। [শঙ্খধ্বনি]

মুখরা। আর মন প্রাণ শীতল করে কাজ নেই ঠাকুর। হ্যাঁগা ঠাকুর, দিন রাত অত শাঁখ বাজাও কেন?

শঙ্খ। মূঢ়ামতি! আবার সে দিনের মত শাঁখের কথা উত্থাপন করছিস্? এখনি আবার বাজাবো।

মুখরা। দেখ ঠাকুর, একবার আমার হাতটা দেখতো কি অদৃষ্টে আছে। আর সংসার যে ভাল লাগছে না।

শঙ্খ। দেখি! [হস্ত দৃষ্টে] ও তুই বেটী ভারি ভাগ্যিমানি। আগামী পরশু দিবস সন্ধ্যাবেলায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য হস্তে তোর নিকট উপস্থিত হবে। তুই তখন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ ছাড়িসনে। বরাবর বৃন্দাবন চলে যাবি। সেখানে গিয়ে কত কেলি করবি। ওহো বড় আনন্দ হবে তোর। তবে বাজাই আবার শাঁখ।

মুখরা। হেঁই ঠাকুর আর তুমি শাঁখ বাজিও না। কিন্তু তোমার গণনা ঠিক হবে তো?

শঙ্খ। নিশ্চয়ই—শঙ্খনিধির গণনা কভি নেহি মিথ্যা হোগা। নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ তোকে দর্শন দেবেন।

মুখরা। দেখ ঠাকুর, মহারাণী বললেন, কাল রাজ-বাড়ীতে শিব সস্ত্যেন হবে—তুমি যেন যেও।

শঙ্খ। হাঁ—হাঁ, নিশ্চয়ই যাবো মুখরা সুন্দরী।

মুখরা। আবার কি বলছ ঠাকুর? আমি কি সুন্দরী?

শঙ্খ। কেন বেশ তো তোমায় দেখতে! পীনোন্নত-পয়োধর, আকর্ণপূরিত কজ্জল আঁখি দুটী, খগ-জিনি নাসিকা, তুমি সুন্দরী—সুন্দরীতর—সুন্দরীতম। বাজাই আবার শাঁখ।

মুখরা। থামো—থামো আর বাজিয়ে কাজ নেই। যাক্ শিব পূজো করতে পার তো ঠাকুর? জান তো রাজবাড়ীর কাণ্ড?

শঙ্খ। কি দুরাত্মকা! আমি শিব-পূজা করতে পারবো না? শিব তো শিব কত দূর্গোপূজো—কালীপূজো করে এলাম। মন্তর টন্তর সব কণ্ঠস্থ। কং খং ঘং—আরম্ভ যখন করবো—তখন দেখবি। হ্যাঁ—তবে পূজার নৈবিদ্য প্রচুর ও দক্ষিণে মোটা রকমের হওয়া চাই। আর এক জোড়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ লোম বিশিষ্ট ছাগ-নন্দন চাই!

মুখরা। ওমা শিব পূজোয় আবার ছাগ-নন্দন কি গো? ঠাকুরের সবই অরুচি।

শঙ্খ। কি শিব পূজোয় পাঁঠা চাইনে! শিবঠাকুর পাঁঠা খায় না? আলবৎ খায়! শিব তো শিব—শিবের বাবা পর্য্যন্ত খায়। ধর্ম্মরাজ—পঞ্চানন সেজে পাঁঠা খাচ্ছেন। কে বলে শিব পাঁঠা খায় না!

মুখরা। আচ্ছা রাণীমাকে গিয়ে বলিগে।

শঙ্খ। আর বস্ত্র যেন প্রমাণ দশহাতি হয়। ঠাকুরের বেলায় তিন হাত কি চার হাত বস্ত্র যেন হয় না। সেই বস্ত্র

পরিধান করে শিবশঙ্কর যদি ত্রিশূল হস্তে আবির্ভূত হন, তা হলে চক্ষু চড়ক গাছ।

মুখরা। [স্বগতঃ] মর্ মর্ মব্ মিন্সের সবই যেন সৃষ্টি ছাড়া। [প্রকাশ্যে] কাল যেন যেও ঠাকুর। [কিযদ্দূব অগ্রসর ও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া] ঠাকুর তোমার বিয়ে হয়েছে তো ?

[প্রস্থান]

শঙ্খ। কি—কি বললি তুরাদৃষ্টে। দাঁড়া শাঁক বাজাতে বাজাতে তোর পশ্চাৎধাবন করি।

[শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান]

কঙ্কন প্রবেশ করিল

কঙ্কন। নির্ম্মেঘ নির্ম্মল প্রকৃতির অম্বর। মহিমময়েব অপার সৌন্দর্য্য যেন সেই নির্ম্মলতার মধ্যস্থলে আপনা আপনি ফুটে উঠ্‌ছে। ধীর গম্ভীর স্তব্ধ স্বর! দূর গহন কান্তাব হতে প্রতিধ্বনি নিয়ে আসছে—মুনি ঋষি কণ্ঠ-নিসৃত সুললিত বেদের ঝঙ্কার। দূর দূরান্তের পথ থেকে যেন এক শব্দাযমান ভীতি, কঙ্কনের দানব-দলিত চূর্ণিত পঞ্জর রাশির ভেতব তড়িতের মত উদিত হচ্ছে। কে—কে ওই অনন্ত মহাশূন্যের মাঝখানে শান্ত সৌম্য উদার প্রশান্ত সুহাস্য মূর্তিধাবী কে তুমি ? আমার জনার্দ্দন ? আমার পিতৃ পিতামহের অতীত কীর্ত্তির জীবন্ত নিদর্শন ? তুমি যে আমায় ত্যাগ করেছ! গগন-

স্পর্শিত লেলিহান অগ্নি-কুণ্ডের মাঝখানে আমায় যে ফেলে দিয়েছ! আর কি আসবে না? শঙ্কা-জড়িতা কম্পিত অশ্রু নয়না প্রকৃতির বিম্ন বিষাদ দূর করতে বরাভয় পুণ্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হবে না? এস—এস তুমি—তুমি ভিন্ন আমার যে আর কেউ নাই! প্রাণের ব্যাকুল টানে তোমায় দেখবার জন্য মন্দির দ্বারে উপস্থিত হই কিন্তু প্রবেশ করতে পারি না। কেন কি অপবাধ আমার? বলো—বলো আমার জনার্দ্দন, কেন তুমি এত নিদয় হলে? সব যাক—কিন্তু তুমি যদি আমার থাকতে তাহলে নিজেকে সর্ব্বহারা মনে করতুম না, অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে পঞ্চ-পাণ্ডব যে তোমাকেই নিয়েছে! ওঃ কি করি? পুত্র, কন্যা, স্ত্রী সে যে বড ভীষণ মায়া! আর পারছিনে! শরীর ক্রমশই অবসন্ন হয়ে পড়ছে! এইখানে একটু বিশ্রাম করে নিই। [শয়ন ও নিদ্রাগত]

ছুরিকা হস্তে কন্দর্প প্রবেশ করিল

কন্দর্প। আজ আর বন্দী নয়—এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা। টপ করে পেছু দিক থেকে বসিয়ে দিই। য্যা—একি প্রাণটা তবু আন্ চান্ করে উঠছে কেন? কঙ্কন আমার কে? ভাই? কে—কে বললে? না—না আমার শত্রু। কিন্তু সবই তো আমায় দিয়ে এসেছে। তবুও শত্রু—শত্রু। ভবিষ্যতে কঙ্কন না হয় ওর ছেলে সম্পত্তির দাবী করতে পারে। তার চেয়ে—[হত্যায় উদ্যত]

কুণ্ডলার প্রবেশ

কুণ্ডলা। সাবধান!

কন্দর্প। একি! বড় বৌ!

কুণ্ডলা। হ্যাঁ—বড় বৌ! চিন্‌তে পারছ না? পালাও—পালাও—এখনো বলছি পালাও! নইলে আমিও তোমায় আজ অল্পে ছাড়ব না।

কন্দর্প। কি—বারবার আমার কার্য্যে বাধা দেওয়া! ও বুঝেছি—বুঝেছি তুই তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা—তোর আর চরিত্র—

কুণ্ডলা। কি বল্লে—কি বল্লে! তোমার জিভ্‌টা খসে পড়ছে না! উঃ! তোমার—এতদূর অধঃপতন হয়েছে! প্রতিহিংসা কি তোমার সব কেড়ে নিয়েছে?

কন্দর্প। যা—যা—পাপিয়সী! আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাইনে!

কুণ্ডলা। দরকার নেই। আমিও আর তোমার ঘরে—থাকতে চাই না, আমার এ সংসারে আর কিছুই নেই। আজ আমি—

কন্দর্প। কি করবি তুই?

কুণ্ডলা। আজ আমি নিজে মরবো—না হয় একজন রাক্ষসকে মারব।

কন্দর্প। কি—কি স্বামীকে মার্‌বি? পাপিয়সী—কুলটা!

[কুণ্ডলাকে ছুরিকাঘাত]

কুণ্ডলা। উঃ ভগবান! [পতন]

কঙ্কন। [জাগ্রত হইয়া] য়্যাঁ—একি—একি—দাদা! দাদা করলে কি? করলে কি! ওগো দেবী—একি তোমার পরার্থে আত্মদান।

কুণ্ডলা। দেবর! দেবর! শীঘ্র—পালাও—শীঘ্র পালাও, ওই দেখ রাক্ষস এসেছে তোমায় মেরে ফেল্‌তে। উঃ! উঃ! দেবর! আমি চল্লুম! কিন্তু বড় দুঃখ রয়ে গেল তোমায় বাঁচাতে পারলুম না। উঃ ভগবান!

কঙ্কন। বৌদি! বৌদি! সব শেষ! দাদা—দাদা! করলে কি? সোনার প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিলে!

কন্দর্প। যাক্—যাক্—পাপিয়সী মরে যাক্—কিছুমাত্র আমার দুঃখ নেই!

কঙ্কন। ওঃ! কি নির্দ্দয় তুমি—দাদা! স্বার্থের জন্য তোমার এতখানি নির্ম্মমতার অভিযান! নাও—নাও তুমি আমার প্রাণ নাও—প্রাণ নাও! তোমার স্বার্থ পূর্ণ হোক্। তোমার আজীবনের প্রাণপাত পরিশ্রমের লাঘব হোক্।

কন্দর্প। তবে আয়—তোকেও হত্যা করি, একসঙ্গে দুজনেই মর্। [হত্যায় উদ্যত]

বলরামের প্রবেশ

বলরাম। নারকী ধর্ম্মের রাজত্ব এটা। [হল উত্তোলন]

কন্দর্প। ওঃ পুড়ে গেলাম—পুড়ে গেলাম! [পতন]

বলরাম ধ্বংস ধ্বংস পাপের করিব ধ্বংস।

কঙ্কন। কে কে তুমি বিশ্বনাশী?
ওঃ তুমি বুঝি হলধর ভগবান?
আর্ত্তের সুহৃদ?
দিগন্তদাহন মূর্ত্তি কেন প্রভু তব?
শান্ত হও—শান্ত হও।
ক্রোধানল কর সংবরণ
নতুবা যে সৃষ্টি ধ্বংস হয়।

বলরাম হে ব্রাহ্মণ নাহি হবে সৃষ্টি ধ্বংস,
সৃষ্টি যে পাইবে ত্রাণ।
সৃষ্টির কল্যাণ তরে—
হল করে হলপাণি আগত ধরায়।
পাপ পাপ পাপে পূর্ণ ধরা।
ওই হের মহাপাপী অগ্রজ তোমার
নিজ স্বার্থের সাধন হেতু
এসেছিল প্রাণ তব করিতে হরণ।
ইহার বিনাশ যদি না করি ত্বরায়,
তা হলে বিশাল বিশ্ব—
যুক্ত করে ডাকিবে না আর
ভগবান—ভগবান—বলি।
করিব সংহার ওই
জীবন্ত পাপীরে।

কঙ্কন। জ্যেষ্ঠ মোর পূজনীয় সদা।
যদিও কেঁদেছি আমি,
যন্ত্রণায় হইয়া কাতর!
যদি মোর গেছে সব অগ্রজের লাগি,
তবু যে দেবতা মোর প্রণম্য আমার,
ক্ষম অপরাধ—শান্ত হও।
জ্যেষ্ঠ মোর অন্য কেহ নয়।

বলরাম। ক্ষমা! ব্রাহ্মণ বৃথা অনুরোধ!
ক্ষমা—ক্ষমা গেছি ভুলে,
ধরিয়াছি রুদ্র হল
পাপীরে করিতে নাশ!
ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস।

কন্দর্প। ওঃ—মলাম—মলাম।

কঙ্কন। রক্ষ—রক্ষ দেব হলপাণি—
জেষ্ঠ মোর!
চতুর্যুগ এইভাবে দিবস সন্ধ্যায়
কাঁদি যেন যন্ত্রণা জ্বালায়,
দগ্ধীভূত হই যেন
দারিদ্রের নির্ম্মম কশায়,
সব যাক্—সব যাক্,
জ্যেষ্ঠ মোর কেমনে ভুলিব।
জ্যেষ্ঠ কত বড়—কত তার মান,

না হয় তুলনা তার।
অবতার তাই আজি জ্যেষ্ঠ তুমি হলধর।

বলরাম। না—না শুনিব না কোন অনুরোধ,
করিব না কভু ক্ষমা।
পাপের করিয়া নাশ—
শান্তি-রাজ্য করিব প্রতিষ্ঠা!
আয়—আয় ওরে পাপ
মুছে দিই স্মৃতি তোর ধরা বক্ষ হতে।

কঙ্কন। জ্যেষ্ঠ হেতু যাচি ক্ষমা বার বার।
তবু নাহি দয়া, নাহি ক্ষমা?
প্রলয় মার্ত্তণ্ড সম মূরতি ভয়াল!
দাদা—দাদা নাহি ভয়,
রক্ষিব তোমায় আজি।
আমি যে কনিষ্ঠ—আমি যে ব্রাহ্মণ।
শোন সঙ্কর্ষণ! হও তুমি ভগবান,
হও তুমি মহা শক্তিমান,
তবুও ব্রাহ্মণ আমি,
থাকে যদি কোন পুণ্য,
থাকে যদি ভ্রাতৃভক্তি,
থাকে যদি কপিলের রক্তের সংস্রব,
তবে—তবে আজ ব্রহ্ম কোপানলে—

[যজ্ঞোপবীত ধারণ]

বলরাম। হাঃ হাঃ হাঃ জেগে ওঠ ভীম হল—
ব্রাহ্মণ বিনাশে।

কঙ্কন। কই কোথা কুলকুণ্ডলিনী,
আদ্যাশক্তি মহামায়া,
সুভীষণা—ভয়ঙ্করা—
আয়—আয়—আজি ব্রাহ্মণের
রক্ষিতে সম্মান।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। রক্ষিতে ব্রাহ্মণ মান,
বক্ষেতে খচিত মম ব্রাহ্মণ চরণ।
রক্ষ—রক্ষ—হলধর—
শান্ত হও দ্বিজবর—
উভয়ের ক্রোধবহ্নি
সৃষ্টি স্থিতি করিবে বিলয়।

বলরাম। কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ বিষধর ফণী—
হে আর্য্য ভুলিলে কি তাহা?
লীলার বিকাশ হবে
ধীরে ধীরে কর্ম্মের মাঝারে।

[বলরামকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান]

কন্দর্প। আশ্চর্য্য! কঙ্কন!

কঙ্কন। দাদা!

কন্দর্প। আমার সঙ্গে যাবি?

কঙ্কন। কোথায়?

কন্দর্প। যেখানে আমি নিয়ে যাবো।

কঙ্কন। বেশ চলো।

কন্দর্প। যাবি? সত্যই যাবি?

কঙ্কন। নিশ্চয় যাবো। ভীম অর্জ্জুন অত বড় বীর যাঁরা, তাঁরা যখন জ্যেষ্ঠের সম্মান রক্ষায় বনবাসী হয়েছিলেন—তখন আমিতো সামান্য। কেন পারবো না? চলো—আমায় নিয়ে তোমার যেখানে ইচ্ছা। কিন্তু এই দেবী প্রতিমার সৎকারটা আমায় করতে দাও। আমি পুত্র—মায়ের অন্তিমকার্য্য আমায় করতে দাও।

কন্দর্প। ও আর পোড়াতে হবে না—ঐ নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেই চলবে।

কঙ্কন। উঃ ভগবান, জানি না, তুমি কোন উপাদানে মানুষ সৃষ্টি করেছ? না—না দাদা, তা হবে না—আমি যে পুত্র—আগে মায়ের গতি করে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে যাবো। এস—এস দেবী—এস সতী—এস সংসার কাননের শতদল—আজ অভাগা সন্তানের জন্য অকালে চলে গেলে। কাঁদ দাদা—আজ দেবীর নিরঞ্জন।

[কুণ্ডলাকে স্কন্ধে লইয়া কঙ্কন ও কন্দর্পের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

রুক্মিণীর কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণের চিত্র পদতলে বসিয়া রুক্মিণী গাহিতেছিল ও সখীগণ নির্ব্বাক নৃত্য করিতেছিল

রুক্মিণী।—

গীত

ধ্বজ-ব্রজাঙ্কুশ পঙ্কজ ফলিতং।
ব্রজ-বনিতা কুচ কুঙ্কুম ললিতং॥
বন্দ গিরিধারী পদ কমলং।
কমলা কর—কমলাঙ্কিত সমলং।
মুঞ্জল মাল—নূপুর রমণীয়ং
অপচল কুল কমনীয়ং॥
লোলিত মতি রোহিত ভাষং।
মধু—মধুপি মৃদু মৃদু হাসং॥

১ম সখী। কিলো সই আজকে কি আর ধ্যান ভাঙ্গবে না? আচ্ছা তুই কালাচাঁদের পিরীতে পড়েছিস।

গীত

রুক্মিণী।— সই কালার পিরীতে আমি
হই জর জর!

কই সে তোঁ আসে না
ভাল কেন বাসে না,
কেন সে নিদয় সই শ্যাম নটবর॥

সখীগণ।— এবার আসবে লো সে,
প্রেম বিলাতে ও বিহ্বলী লো।
যমুনার ওই কদমতলায়
বাজছে যে তার বাঁশী লো॥

রুক্মিণী।— সই পিরীত আখর তিন
জনম অবধি ভাবি নিরবধি—
না জানি সে রাতিদিন॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে,
পিরীতি কেমন রীত,
রসের স্বরূপ—পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত॥

সখীগণ।— সে আসবে লো সে আসবে,
ভালবাসবে লো সই বাসবে লো॥

[প্রস্থান]

রুক্মিণী। ওগো চির-কিশোর দেবতা? তুমি সুন্দর—তুমি মনোহর তাই তোমায় চাই। তুমি কি আমার হবে না?

বিধান প্রবেশ করিল

বিধান। ওগো রাজ-নন্দিনী—একটা জিনিষ কিনবে?

রুক্মিণী। কি জিনিষ ভাই?

বিধান। কালার প্রেম।

রুক্মিণী। সে আবার কি জিনিষ ভাই?

বিধান। বড় দামী—কালার প্রেম। অনেক দাম।

রুক্মিণী। অনেক দাম?

বিধান। হাঁ—অনেক দাম। এ জিনিষ কেউ কি চট্ করে দাম দিয়ে কিনতে পারে? তবে একজন কিনেছিল।

রুক্মিণী। কে সে?

গীত

বিধান।— সেই বৃষভানু সুতা মরম দহিতা রাধা,
নিয়েছিল প্রেম কিনি,
ননদীর জ্বালা—সহি গোপবালা—
তবেই নিল চিনি॥

রুক্মিণী।— আমি সে প্রেম কিনিব গো।
আমার যা কিছু আছে সকলি দানিয়া
সে প্রেম কিনিব গো।

বিধান।— হিয়া দিয়ে প্রেম কিনতে হয়।

রুক্মিণী।— হিয়া দিয়ে আমি কিনবো প্রেম।

বিধান।— কালার প্রেমের নাই তুলনা—
হিয়া দিয়ে প্রেম কিনতে হয়।

রুক্মিণী।— আমি কালার প্রেমের ভিখারিণী—

বিধান। এই ধর কালার প্রেম। [একটা ঝুড়ি অর্পণ]

রুক্মিণী। ওমা একটা ঝুড়ি—এর ভেতর কালার প্রেম?

বিধান। আহা দাম দাওনা।

রুক্মিণী। কালার প্রেম কই যে দাম দেবো ?

বিধান। দাম আগে দাও—তাহলে প্রেম অম্নি ঝুড়ি থেকে ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়বে।

রুক্মিণী। আচ্ছা, তাহলে দাম কি করে দেবো—হিয়া কি করে দেবো ভাই ?

বিধান। তাহলে তুমি প্রেমও পাচ্ছো না।

রুক্মিণী। তাহলে কি হবে ভাই !

বিধান। কি করবো—কাঁদো, আমি চল্লাম।

রুক্মিণী। ও ভাই যাসনে—প্রেম দিয়ে যা।

বিধান। দাম দাও—প্রেম সস্তা কিনা।

[প্রস্থান]

রুক্মিণী। ওমা আচ্ছা—ছোঁড়া তো ! ও বিধান ভাই প্রেম দিয়ে যা না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। আমি দিব প্রেম—নেবে তুমি বালা ?

রুক্মিণী। কে তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি প্রেমের ব্যাপারী—প্রেম বেচি কিনি।
প্রেমের তরেতে হায়,
কভু বৈদ্য—কভু লো ভিখারী সাজি,
কভু কত বেশ—করি যে ধারণ।

প্রেম যারা চায়—
দিই প্রেম বিলায়ে তাদের।

রুক্মিণী। দাম নাওনা ?

শ্রীকৃষ্ণ। মূল্য দিবে তুমি ?

রুক্মিণী। অমি প্রেম নোব ?

শ্রীকৃষ্ণ। তবে দেলো তোর হিয়াখানি মোরে।

রুক্মিণী। কেমনে লইবে—লহ—
দাও গো—কালার প্রেম।

শ্রীকৃষ্ণ। এস তবে হিয়াতে আমার।

[রুক্মিণীকে বক্ষে ধারণ]

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ

গীত

ওলো সই পাকা চোর।
বাধ্‌না দিয়ে ছাঁদন দড়ি
নইলে দেবে দোড়॥
এল কুল মজাতে গহিন রাতে
না—না—ছলের রঙ্গে
কপটের শিরোমণি—চূড়ামণি
পারবিনে ওর সঙ্গে।
দেলো আচ্ছা সাজা মনের মত
রাখনা বেঁধে রাত্রি ভোর॥

[শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান]

রুক্মিণী।— ওলো পালিয়ে গেল চোর।

সখীগণ।— ধর্ ধর্ ধর্ ধরে আনি চল্
হায় হায় হায়—একি হলো তোর॥

[সখীগণের প্রস্থান]

রুক্ম ও শিশুপালের প্রবেশ

রুক্ম। একি হচ্ছে রুক্মিণী ?

রুক্মিণী। কি হচ্ছে দাদা ?

রুক্ম। তোর কক্ষে কৃষ্ণের পট কেন ?

রুক্মিণী। আমি যে রোজ রোজ ওই পটের পূজা করি দাদা।

রুক্ম। কি কৃষ্ণ পূজা! ভুলে গেছিস আমার আদেশ ? বিদর্ভের যে কেউ আমার আজ্ঞা উপেক্ষা করবে—তার প্রাণদণ্ড! ফেলে দে ওই কৃষ্ণের পট।

শিশুপাল। বড়ই কলঙ্কের কথা। মহাপরাক্রান্ত রুক্ম-রাজের গৃহেই সেই অর্ব্বাচীন কৃষ্ণের চিত্র—কৃষ্ণের পূজা!

রুক্ম। রুক্মিণী শীঘ্র ফেলে দে ঐ পট। আর কখনও কৃষ্ণের পূজা করবি না—করলে ভগ্নী বলে—আমি কিছুমাত্র অনুকম্পা দেখাবো না।

রুক্মিণী। কেন কৃষ্ণের পূজা কি করতে নেই দাদা ? জগৎশুদ্ধ লোক কৃষ্ণের পূজা কর্ছে যে। কৃষ্ণ যে ভগবান।

রুক্ম। না—না—আমার রাজত্বে কৃষ্ণের পূজা হবে না। আমার চক্ষে কৃষ্ণ ভগবান নয়। ভাল চাস যদি কৃষ্ণ পট—ফেলে দে। নইলে পদাঘাতে দূরে ফেলে দেবো।

রুক্মিণী। না না—আমি তা পারবো না। কৃষ্ণ যে আমার প্রাণ—আমার সর্ব্বস্ব।

রুক্ম। রুক্মিণী।

শিশুপাল। ছলনা—ছলনা! নিশ্চয়—সেই গোপ-নন্দন তোমার ভগ্নীকে ছলনায় ভুলিয়েছে।

রুক্ম। রুক্মিণী! আমার আদেশ পালন না করলে, পরিণামে আমার স্নেহরাজ্য হতে বিতাড়িত হবি।

রুক্মিণী। তবু কৃষ্ণ আমার সব।

রুক্ম। দর্পিতা, জ্যেষ্ঠের অপমান! তোর পাপমুখে শতবার পদাঘাত করি। [পদাঘাত]

রুক্মিণী। উঃ দাদা! [পতন]

শিশুপাল। আমি এইবার কৃষ্ণের পটখানা টুকরো টুকরো করে ফেলি।

রুক্মিণী। না—না আমার সাধের জিনিষ নষ্ট করো না।

রুক্ম। দূর হ বলছি। [পুনঃ পদাঘাত]

ভীষ্মকের প্রবেশ

ভীষ্মক। একি স্বেচ্ছাচারিতা রুক্ম?

রুক্ম। স্বেচ্ছাচারিতা! এ স্বেচ্ছাচারিতা নয়—স্নেহের

চারিতা দমন করা। এই দেখ কন্যা তোমার, কৃষ্ণ পূজা করছিলো।

ভীষ্মক। শ্রীকৃষ্ণের পূজা—সে কি অপরাধ বলতে চাও কুমার?

রুক্ম। অপরাধ নয়? রুক্ম বিদ্যমানে কৃষ্ণের পূজা বিদর্ভে হবে না। এতে যদি পরিণামে বিদর্ভ শ্মশান হয়—প্রেতের আবাসভূমি হয়—ক্ষতি নেই। আমি আবার বলছি, কৃষ্ণ পূজা হবে না—হবে না।

ভীষ্মক। রাজত্ব আমার—কৃষ্ণ পূজা হবে—হবে—হবে।

রুক্ম। পিতা।

ভীষ্মক। আবার রক্ত চক্ষু। পিতৃদ্রোহী কুলাঙ্গার।

রুক্ম। শিশুপাল, বন্দী কর এই জ্ঞান হীন স্থবির বৃদ্ধকে।

[শিশুপাল আসিয়া ভীষ্মককে বন্দী করিল]

ভীষ্মক। রুক্ম!

রুক্ম। আজ হতে কারাগারই তোমার আবাস।

নন্দন প্রবেশ করিল

নন্দন। দাদা—দাদা করেছ কি? পিতার হাতে শৃঙ্খল তুলে দিয়েছ পুত্র হয়ে? পিতা যে জীবন্ত দেবতা? পরম-গুরু! বলো—বলো দাদা, পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরন্তপ—পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা। দাও—দাও শৃঙ্খল খুলে দাও।

রুক্ম। সাবধান নন্দন।

নন্দন। শৃঙ্খল খুলে দাও দাদা নতুবা এখনি বজ্রাঘাত হবে। তোমার ওই ক্ষণিক উত্তেজনা—দুরন্ত দুঃসাহস—কৃষ্ণদ্বেষ এখনি ফুৎকারে উড়ে যাবে। যে পিতার—অনুকম্পায় আজ তুমি জগতের বুকে দাঁড়িয়ে, সেই পিতার হস্তে দিয়েছ শৃঙ্খল। বলো—বলো দাদা, একটীবার প্রাণ খুলে বলো পিতা স্বর্গ—পিতা ধর্ম্ম—

রুক্ম। স্তব্ধ হ'য়ে কুকুর। তুই আমার উপদেষ্টা নোস্। যা দূর হয়ে যা সম্মুখ থেকে—নতুবা তোরও পরিণামে অশেষ দুর্গতি।

ভীষ্মক। বাহবা—বাহবা! উপযুক্ত পুত্র পিতার হাতে শৃঙ্খল তুলে দেবে বইকি। কই—এখনোতো ঝড় উঠলো না—এখনোতো পৃথিবী কেঁপে উঠলো না—এখনোতো গ্রহ উপগ্রহ আকাশ থেকে খসে খসে পড়ছে না। তবে কি পাপীর দণ্ডদাতা ভগবান সৃষ্টি ছেড়ে চলে গেছেন। রুক্ম—রুক্ম।

রুক্ম। কারাগার—কারাগারই—তোমার উপযুক্ত স্থান।

নন্দন। দাদা—দাদা, শৃঙ্খল খুলে দাও—নইলে সুন্দ উপসুন্দের মত ভায়ে ভায়ে রক্তপাত করবো।

রুক্ম। আরে রে—মরণেচ্ছুক। [পদাঘাত]

সহসা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

রুক্মিণী। কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষা কর আজি।

রুক্ম। কৃষ্ণ! আবার কৃষ্ণ! দর্পিতা, দেখি কোথা কৃষ্ণ তোর! [পদাঘাত]

শ্রীকৃষ্ণ। প্রলয়-পয়োধি নীরে
ডুবে যাক বিশাল ধরণী।

রুক্ম। বধ কর—বধ কর—শিশুপাল
ওই গোপ-নন্দনে।

[যুধ্যমান অবস্থায় শিশুপাল ও রুক্মের পলায়ন এবং শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎধাবন]

নন্দন। আসুন পিতা, আমরা এই অবসরে এখান হতে পালিয়ে যাই! [বন্ধন মুক্ত করণ] এস বোন!

[সকলের প্রস্থান]

রুক্ম ও শিশুপালের পুনঃ প্রবেশ

রুক্ম। কই কোথা গেল ?
অদ্ভুত অদ্ভুত মায়া—মায়াবী কৃষ্ণের।
দারুণ সন্দেহ·প্রাণে জাগে অনিবার,
কেবা কৃষ্ণ—কেবা ভগবান।

শিশুপাল। মিথ্যা সে ধারণা তব ; হারায়ো না জ্ঞান।
নহে কৃষ্ণ ভগবান।
চলো তন্ন তন্ন করে খুঁজি
প্রদানিব শাস্তি ভয়ঙ্কর।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

কৃষ্ণ। ওই ওই কৃষ্ণ—চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ—চতুর্দ্দিকে করাল সুদর্শন! চতুর্দ্দিকে প্রলয় বাড়বানল।

শিশুপাল। বধ কর—বধ কর—রাখাল নন্দনে।

[শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান উভয়ের পশ্চাৎধাবন]

বিধানের প্রবেশ

বিধান। মায়াজাল—মায়াজাল—মায়ামুগ্ধ হয়ে ওই ছুটেছে দুর্ব্বৃত্তদ্বয়।

মায়াদেবীর প্রবেশ

মায়া। সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ছুটলেও আমি আর তোমার মায়ায় ভুলছিনে। আজ তুমি আমার বন্দী।

[বিধানকে বক্ষে করতঃ প্রস্থান]

ঐক্যতান বাদন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

গীতকণ্ঠে ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

গীত

লাগলো দাদা এবার মস্ত ফলার।
রাজকন্যার স্বয়ংবর মরি কি বাহার চমৎকার॥
রাজবাড়ীতে লুচী খেয়ে করবো কিস্তিমাৎ,
তিন দিন আর উঠবো নাকো থাকবো শুয়ে চিৎপাত,
খাবো—ছাঁদা নেবো—টপাটপ কাপড়ে তুলবো,
নিয়ে যাবো এণ্ডা বাচ্ছা, না থাকেতো করবো ধার।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

মায়াদেবী ও ভীষ্মকের প্রবেশ

ভীষ্মক। তারপর রাণী ?

মায়া। তারপর তুমি বন্দী হয়েছ শুনে, রুক্মিণীর কক্ষে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তোমরা কেউ নেই—মাত্র ছিল সে—সেই পদ্ম-পলাশ-লোচন দীনবন্ধু—কক্ষ উজ্জ্বল করে—বালক বেশে। জননীর মত শত আগ্রহে তাকে বুকে তুলে নিলাম কিন্তু রাজা জানি না কোন অদৃষ্ট বৈগুণ্যে সেই দেব-দুর্ল্লভ দ্বিভুজ মুরলীধারী ভগবানকে হারালাম।

ভীষ্মক। হাতে পেয়ে হারালে রাণী ?

মায়া। হারালাম—বাষ্পের মত কোথায় যেন উড়ে গেল।

ভীষ্মক। সবই সেই লীলাময়ের অদ্ভুত লীলা। শুনেছ রাণী, রুক্মিণীরও স্বয়ংবরের জন্য দেশে দেশে দূত প্রেরণ করেছি। তোমার কি অভিমত ?

মায়া। কিন্তু রুক্ম যে চায়, শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ দিতে। জানি না রুক্মিণী—আর আমাদের অদৃষ্টে কি আছে।

ভীষ্মক। তার জন্য চিন্তা কি রাণী—ভগবানের উপর

নির্ভরতা রাখলে মানবের আর কোন চিন্তাই থাকে না। হ্যাঁ—সেই কঙ্কন ঠাকুরের পুত্র কন্যা দুটী কোথায়? কি মন্দভাগ্য তারা। দুরন্ত রুক্মের অত্যাচারে কঙ্কন ঠাকুর আজ পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে—তার স্ত্রী রুক্ম

মায়া। সব জানি! কঙ্কনের স্ত্রী এখন উন্মাদিনী। পূর্ব্বে ভাবতাম—সেই উন্মাদিনীর এত টান কেন তাদের উপর—

সে যে মা! আহা কি কষ্ট তার।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। এতদিনে আমার কষ্ট বুঝতে পেরেছ? কই আমার তারা? যদি একটীবার দাও, তা'হলে তাদের বুকে নিয়ে আমি সব দুঃখ ভুলে যাই।

মায়া। সতি!

কল্যাণী। সতী! কে সতী—আমি! না—না আমি সতী নই—আমি কুলটা—ভ্রষ্টা! হাঃ—হাঃ—হাঃ—কেউ আমার ছায়া মাড়িও না—বলতো আমার কত কষ্ট।

মায়া। দুঃখ করো না মা! আমি তোমার পুত্র কন্যাকে তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি।

কল্যাণী। দেবে? দেবে তাদের দেবে? দাও—দাও।

মায়া। মুখরা—মুখরা—ছন্দ ও দুলালীকে এখানে নিয়ে আয়।

মুখরার প্রবেশ

মুখরা। ওগো রাণীমা গো সর্ব্বনাশ হয়েছে গো—ছন্দ ও দুলালীকে বড় রাজকুমার কোথায় ধরে নিয়ে গেল গো।

কল্যাণী। হা—হা—হা—আমার অদৃষ্ট—আমার অদৃষ্ট। তারা আমার আর আসবে না—আর আসবে না।

[প্রস্থান]

মায়া। সেকি! চল—চল, মহারাজ।

ভীষ্মক। চলো—চলো, আহা ব্রাহ্মণের পুত্রকন্যা তাদের রক্ষা করিগে চলো।

নন্দন প্রবেশ করিল

নন্দন। পিতা—পিতা—একটীবার আদেশ দাও—আমি এই মুহূর্ত্তে জ্যেষ্ঠের রক্ত এনে তোমাদের পূজা করি।

ভীষ্মক। যাও—যাও, আমি আদেশ দিচ্ছি—আদেশ দিচ্ছি।

মায়া। নন্দন!

নন্দন। কেন মা, তুমি কি তা'হলে অনুমতি দেবে না! কিন্তু ভেবে দেখো মা কি দুর্নিবার অত্যাচারের তরঙ্গ এই বিদর্ভের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। প্রজারা দুর্ব্বৃত্তের কবল থেকে রক্ষা পেতে মা ভগ্নী স্ত্রী কন্যা নিয়ে বিদর্ভ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। চতুর্দ্দিকে কি মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ মা।

মায়া। সবই সত্য বাবা—কিন্তু ওরে রুক্ম যে আমার

সহস্র নাড়ী ছিঁড়ে এসেছে। সে চির অপরাধে অপরাধী হলেও—তার স্থান যে সর্ব্বদাই পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ ভরা বক্ষে—অন্তরে—চক্ষে।

ভীষ্মক। রাণী—রাণী—পুত্র হলেও সে যে বংশের গৌরব রৌরবে ডুবিয়ে দেবে। সেই অপদার্থ পুত্রের জীবন কামনা করো না। যে পুত্র হতে বংশের মর্য্যাদার হানি হয়—সেই পুত্রের মৃত্যু ভগবানের অভিপ্রেত—আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান]

মায়া। না না তা হয় না। পুত্রের অন্তর যতই কঠোর কুলিশ হোক্‌না কেন— পিতা মাতার অন্তর তো তা নয়। নন্দন জ্যেষ্ঠের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ না করে যাতে মিটে যায় কলহ দ্বন্দ্ব তাই কর। নইলে তোদের মা যে কাঁদবে বাবা। তোরা দুজনেই যে সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন করা সম্পত্তি! আয়—দেখি ভগবান অদৃষ্টে কি লিখেছে।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

মুখরার বাটী

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ

ও মুখরা পটল তোল।
নন্দের ব্যাটা রাম কানু
কুল মজাবার ঝানু
তোকে নিয়ে করবে মাসী বেজায় গণ্ডগোল॥
তুই স্বর্গে যাবি—স্বর্গে যাবি,
আমাদের লুচি দিবি,
তোর ঘটা করে হবে ছেরাদ্দ
বাজবে তখন ঢোল॥

[প্রস্থান]

মুখরার প্রবেশ

মুখরা। আঃ মর্ মর্ মর্ আঁটকুড়ির ব্যাটারা। আমি যেন সত্যি সত্যিই স্বর্গে যাচ্ছি। এখনি মরবো কেন গা? বালাই ষাট্। সে কালের রূপ যৌবন নেই বলে কি এখনি মরবো? এখনইবা আমার কি নেই? এখনো যদি কারু মুখপানে চেয়ে কথা কই—তার কি আর রক্ষে আছে?

সেদিন অমন বুড়ো মিন্সে কন্দর্প ঠাকুরের মুখপানে চাইতেই সে একেবারে থ—চোখ আর নামাতে পারে না—বলে এই রূপে এখনো কত ব্যাটাকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে দিতে পারি। মহারাণীর শিবসস্তেন তো হয়ে গেল! মুখপোড়া মিন্সে কিছু জানে না গা। তার কথা আবার সত্যি হবে! কেষ্ট আবার আমায় বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে। এর উপর যদি ডঙ্কা মেরে স্বশরীরে বৈকুণ্ঠে যেতে পারি, তা'হলে বুঝবে সবাই। সেদিন কি হবে?

শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে শ্রীকৃষ্ণ বেশী শঙ্খনিধির প্রবেশ

মুখরা। ওমা সত্যিইতো কেষ্ট ঠাকুর আসছে। আহা—কি রূপ! সত্যই তুমি কি সেই কেষ্ট—সত্যই তুমি কি সেই শ্রীরাধার প্রাণধন! প্রণাম করি তোমায়।

[প্রণাম]

শঙ্খ। [বিকৃতস্বরে] শীঘ্র শীঘ্র পুত্রবতী হও সতী।

মুখরা। য়্যাঁ! একি তবে কি এ সত্যি কৃষ্ণ নয়! ওমা এতো দেখছি সেই মুখপোড়া বামুন! ওই খেঁদা নাক—ওই চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা ঠোঁট! ঘেন্নার কথা—আমায় জব্দ করতে এই কাণ্ড। দাঁড়াও আমিও মুখরা! প্রভু আমি বড় অভাগিনী—যদি দয়া করে শাঁখ রেখে, বাঁশী বাজানো রূপ দেখান—তবে বিশেষ বাধিতা হই।

শঙ্খ। অহো ভাগ্যশীলে! অতি দ্রুতভাবে সেই আমার বংশীধারী রূপ দেখাচ্ছি সুন্দরী! বাঁশী সঙ্গেই আছে।

[বাঁশী হাতে ত্রিভঙ্গ রূপে দণ্ডায়মান]

মুখরা। প্রভু! যমুনা পুলিনে বাঁশী বাজাতে বাজাতে কিরূপ ভাবে নৃত্য করতেন, যদি একটীবার দেখান, তা'হলে আমার নরজন্ম সার্থক হয়।

শঙ্খ। তথাস্তু! [নৃত্য] তুষ্ট! তুষ্ট! অয়ি চন্দ্রাননে! এইবার তোমার পাপের দ্বারা উপার্জ্জিত টাকার হাঁড়িটা আমার সম্মুখে আনয়ন কর। টাকার মায়া পরিত্যাগ না করলে বৈকুণ্ঠের পথে অনেক খোঁচা খুঁচি লাগার সম্ভাবনা

মুখরা। নিয়ে আসছি প্রভু আপনি একটু দাঁড়ান।

[প্রস্থান]

শঙ্খ। পাপীয়সী মোটেই আমায় উপলব্ধি করতে পারিনি! টাকার হাঁড়িটা হস্তগত হলেই পবন-নন্দনের মত প্রস্থান করবো।

বঁটী হস্তে মুখরার প্রবেশ

মুখরা। ওরে আঁটকুড়ির ব্যাটা আয় আজ তোকে কুচিকুচি করি আয়। আজ রক্তগঙ্গা—রক্তগঙ্গা! আমার টাকা চুরির মতলব! আয়—আয় দেখি।

শঙ্খ। ওরে বাপ্‌রে। মুখরা, দোহাই মুখরা—ওরে বাপ্‌রে একি হলোরে।

মুখরা। কাটবো—কাটবো—আজ পোড়ারমুখো বামুন তোর নাক কাণ সব কাটবো।

শঙ্খ। দোহাই দোহাই চণ্ডিকে আমি শঙ্খনিধি।

মুখরা। ও নগরপাল—ও নগরপাল—শিন্নীর এই কেষ্ট-ধনকে যুবরাজের কাছে ধরে নিয়ে যা।

নগর রক্ষকের প্রবেশ

নঃ-রক্ষক। হুঁ হুঁ বাবা ধরে ফেলেছি আর কোথায় যাবে? দোবো আজ বিট্‌লে বামুনকে বসিয়ে শূলে।

[শঙ্খনিধিকে ধরিল]

শঙ্খ। ওরে বাপ্‌রে—আমায় শূলে বসালে আর জোর করে শঙ্খধ্বনি করতে পারবো না। ওরে বাপ্‌রে! কি শূল বাবা? ব্রহ্মশূল না রুদ্রশূল না বংশশূল? কি শূল দেবে বাবা?

নঃ-রক্ষক। মুসলশূল।

শঙ্খ। ওরে বাপ্‌রে—ওরে বাপ্‌রে ওই মুষলরে।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

শিশুপাল ও রুক্মের প্রবেশ

রুক্ম। পিতা মাতার অভিমত না হলেও, আমি তোমারি করে আমার ভগ্নীকে সম্প্রদান করবো শিশুপাল।

শিশুপাল। পিতা মাতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে—

রুক্ম। পিতা মাতা ভেসে যাক্। রুক্ম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—ভগ্নীর স্বয়ংম্বর হতে পারে না।

কন্দর্প প্রবেশ করিল

কন্দর্প। বহু পরিশ্রমে তবে কঙ্কনকে বন্দী করতে পেরেছি।

রুক্ম। ভাইকে বন্দী করে এনেছ কন্দর্প—চমৎকার! না না একি বললাম। তুমিওতো তারই ভাই কন্দর্প। যাক—কোথায়—কই কঙ্কন?

কন্দর্প। কারাগারে। এখন আদেশ যদি হয়—তবে কারাগার থেকে আনতে পারি।

রুক্ম। আচ্ছা তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও—আমি তার প্রাণদণ্ড করবো।

কন্দর্প। যুবরাজ!

রুক্ম। কন্দর্প ঠাকুর—নিয়ে যাও তোমার ভাইকে।

কন্দর্প। একটা কথা!

রুক্ম। একি! কন্দর্প ঠাকুরের চক্ষে জল?

কন্দর্প। প্রচণ্ড তাপে পাষাণ গলে যাচ্ছে।

রুক্ম। হা—হা—হা—বড় হাসালে কন্দর্প পাষাণ কখনও গলে?

কন্দর্প। গলে! কঙ্কনকে ছেড়ে দিন যুবরাজ।

রুক্ম। কন্দর্প!

কন্দর্প। বিস্ময় বাড়িয়ে তুলেছি যুবরাজ! আমার জ্ঞান চক্ষু ফুটে উঠেছে—কি এক অনন্তের জ্যোৎস্না আলোকে। প্রাণ কেঁদেছে—কঙ্কন যে আমার ভাই।

রুক্ম। এতদিন তবে—

কন্দর্প। এতদিন কি এক স্বপ্ন জড়িত মোহ ঘোরে আমার মানবত্বটুকু চলে গিয়েছিল যুবরাজ কিন্তু আজ কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে আমার মানবত্ব টুকু ফিরে এসেছে।

রুক্ম। দূর হও দুর্ব্বল ভীরু ব্রাহ্মণ! কঙ্কনের প্রাণদণ্ড সুনিশ্চিত! প্রহরী—

প্রহরীর প্রবেশ

এই বিশ্বাঘাতক ব্রাহ্মণকে এখান হতে বিতাড়িত করে দে।

কন্দর্প। প্রায়শ্চিত্ত প্রায়শ্চিত্ত—খাসা প্রায়শ্চিত্ত!

[প্রহরী কন্দর্পকে বিতাড়িত করিল]

দুলালী ও ছন্দ সহ নগর রক্ষকের প্রবেশ

নঃ-রক্ষক। আমি অনেক কষ্টে যুবরাজের আদেশ পালন করেছি। অনেক কৌশলে এদের ধরে এনেছি যুবরাজ।

রুক্ম। তোমার স্বর কাঁপছে কেন নগর রক্ষক ?

নঃ-রক্ষক। চোখের জল আর রাখতে পারছিনে—এদের বন্দী করে আনার কি মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য! আমারও ঘরে ছেলে মেয়ে আছে—তাদের মনে পড়ে গেছে—এদের এই কচি মুখখানি দেখে। তাই—তাই—কণ্ঠস্বর কাঁপছে যুবরাজ—আমি চল্লাম—কর্ম্মে আমার ছুটী।

[প্রস্থান]

রুক্ম। হা—হা—হা—নগর রক্ষকও দেখছি হাসালে। প্রহরী, এই কৃষ্ণভক্তদ্বয়কে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবি, রুক্মন ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময়! দেখি জয়ী কে হয়—কৃষ্ণ না রুক্ম ?

দুলালী ও ছন্দের গীত

দুলালী। চিরবিজয়ী কৃষ্ণ আমার
গোপীকুল মনোরঞ্জন।
ছন্দ। তাই সে কংস হইল ধ্বংস,
কৃষ্ণ—বিপদ ভঞ্জন॥
দুলালী। চানূর মুষ্টিক কোথা গেল তারা
হইল বিজয়ী কে ?

ছন্দ। জয়ী হলো ওগো কৃষ্ণ আমার
চির বিজয়ী সে,
কৃষ্ণ আমার—জীবন আমার
বৃন্দাবন প্রাণধন ॥

রুক্ম। নিয়ে যা—নিয়ে যা শীঘ্র এদের নিয়ে যা।

[প্রহরী উভয়কে লইয়া গেল]

শত শক্তি ব্যর্থতায় উড়িয়ে দিচ্ছে! এইবার—ওঃ—ওঃ—ওকি! ওই রাজা কংস—না—না স্বপ্ন! প্রহরী নিয়ে আয় সেই নগর রক্ষক আনীত কৃষ্ণকে।

শিশুপাল। কৃষ্ণ বন্দী? প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।

রুক্ম। আসল কৃষ্ণ নয় শিশুপাল, নকল কৃষ্ণ।

[শিশুপাল তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল]

এক দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ সেজে আমারই এক প্রজাদের প্রতারিত করছিল—দেখি ওকে ভীম দণ্ডে দণ্ডিত করে—সেই আসল কৃষ্ণের দর্শন পাই কি না।

প্রহরীর শঙ্খনিধিকে লইয়া প্রবেশ

শঙ্খ। ওরে বাপ্‌রে, আর আমি কেষ্ট সাজবো নারে। এক ঠেলাতে গগন অন্ধকারবৎ হয়েছে রে।

রুক্ম। ব্রাহ্মণ, তুমি কৃষ্ণ সেজেছ কেন?

শঙ্খ। আজ্ঞে তখন ওই—সেই কি বলে মুষলের কথা মনে ছিল না। ওরে বাপ্‌রে শূলে বসতে পারবো না রে।

রুক্ম। যাও ব্রাহ্মণকে শূল দণ্ডে দণ্ডিত করগে—কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গমন করুক।

শঙ্খ। দোহাই হুজুর, আমি বৈকুণ্ঠে যাবো না—নরকেই থাকবো। ওরে বাবারে শূলে বসে বৈকুণ্ঠ কিরে!

রুক্ম। যাও—নিয়ে যাও।

শঙ্খ। আর কখনো কেষ্ট সাজবো না বাবা।

রুক্ম। স্তব্ধ হও! নিয়ে যাও!

শঙ্খ। দোহাই বাবা কেষ্ট, আর আমি তোমায় ভ্যাংচাবো না! আমায় রক্ষা কর বাবা? দোহাই ভগবান।

[শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব—সকলে বাহ্যজ্ঞান হারাইল—প্রহরা বিস্ময়ে শৃঙ্খল খুলিয়া দিল, শঙ্খনিধি প্রণাম করতঃ নীরবে চলিয়া গেল, কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের তন্ময়ভাবে প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। শিশুপাল এই তব ঊনষষ্ঠি অপরাধ করিনু মার্জ্জনা।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। তুমি কৃত্রিম কি অকৃত্রিম তা জানি না—আমায় মুক্ত কর—আমি পতিতা।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যে মুক্ত ত্রিবেণী মা।

কল্যাণী। না—না—আমি পতিতা।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি পতিতা হলেও আমিও যে মা পতিতোদ্ধারী

কল্যাণী। তা হলে আমি মুক্ত?

শ্রীকৃষ্ণ। মুক্ত!

কল্যাণী। আমার স্থান!

শ্রীকৃষ্ণ। আর্ত্তের সেবায়! ঐ উন্মুক্ত বিরাট সাধনা-ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, শুদ্ধা ব্রতচারিণীর প্রতিমূর্ত্তিতে মুক্তি-স্নানের যাত্রিনী সাজো মা।

কল্যাণী। প্রণিপাত পদে!

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ

বলরামের প্রবেশ

বলরাম। সাত্যকি—সাত্যকি. নিয়ে আয় বারুণী—ডেকে দে নর্ত্তকীদের!

[সাত্যকি বারুণী আনিয়া দিল, নর্ত্তকীগণ আসিয়া গাহিতে লাগিল]

গীত

মোরা গাইব কি আর গান।
কোন্ সুদূরের ব্যাকুল হাওয়ায়
আকুল করে প্রাণ॥
কই এল সে কই এল সে
গানের তবি ভাসিয়ে হেসে,
আগুন জ্বলে বুকের মাঝে
চাঁদনী সাঁঝে প্রাণ করে আন চান।

বলরাম। সুন্দর চমৎকার! বারুণী দে সাত্যকি।

সাত্যকি। আর্য্য, একটা কথা।

বলরাম। কথায় আর কাজ নেই সাত্যকি।

সাত্যকি। প্রভু! হেন উন্মত্ততা কেন হেরি আজি?
কি কারণ অত্যধিক বারুণী সেবন?
হেন অধীর কিবা কারণ?

বলরাম। রে সাত্যকি! কি জানিবি তাহা?
দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় হতে পার,
বিস্মৃতি হেতু করি বারুণী পান।
যাক্ সব! স্রষ্টার রাজত্ব!
রে সাত্যকি—
ধ্বংস গর্ভে ডুবে যাক্ সব।
দরিদ্রের জীর্ণ গৃহে

সকরুণ আর্ত্তনাদ
কাঁপাইয়া আকাশ বাতাস—
উঠুক ধ্বনিয়া মহারোলে।
বধির হইয়া রবো
ধরিব না আর এই বিশ্বনাশী হল।

সাত্যকি। একি আজি একি ভাবান্তর ?
ধর্ম্ম দণ্ড কেন ত্যজি
অবসাদে হইলে কাতর ?
হলধর। বিস্মরণ কিবা হেতু
আগত ধরায় ?
যুগে যুগে কতবার—
কতবার ধরার উদ্ধারে—
কত ছলে কৃতিত্ব কৌশলে
কত লীলা করিলে প্রচার।
কেন আজি বিষাদ মগন
কেন হেন চিত্ত বৈলক্ষণ ?

বলরাম। অনুক্ষণ দাবানল
বক্ষে জ্বলে যার, চিত্ত তার
কতক্ষণ রহে স্থির বলরে সাত্যকি ?
বাকী নাহি আর—
একে একে—ধীরে ধীরে
কর্ম্মশক্তি চূর্ণ হয়ে যায়।

পুণ্যময় ভারতের
পুণ্যভূমি হৃদয় নিকুঞ্জে,
ফোটে নারে বসন্তের ফুল।
রোদনে বয়ান ভাসে
নির্ম্মমতা কত ব্যথা সহিয়া নীরবে,
কতকাল রহিবে ধরণী ?

সাত্যকি। ধরণীর পাপ ভার করিতে মোচন,
তুমিই তো মূলাধার তার।
ধর পুনঃ রুদ্রতেজে পাপনাশী হল,
দূরে যাক্ পাপের মূরতি,
ফিরিয়া আসুক পুনঃ—
ধরণীর সে সৌন্দর্য্য ধর্ম্মের আভায়।

বলরাম। রে সাত্যকি! বিনা কৃষ্ণ
হলধর পারিবে না হইতে বিজয়ী।
কৃষ্ণ যে আমার বল,
সেই কৃষ্ণ চাহে না আমায়—
শোনে না আমার কথা
নাহি ধরে মহাচক্র শাস্তির বিধানে।
যা—যা—রে সাত্যকি—
ভেঙ্গে গেছে মেরুদণ্ড মোর।
আশার হয়েছে শেষ,
বুঝিয়াছি বেশ

নহে কৃষ্ণ জগৎপালক।
দে দেরে বারুণী—
আকণ্ঠ করিয়া পান
ভুলে যাই কৃষ্ণ চতুরালী।
মুছে যাক স্মৃতি তার হৃদয় হইতে।
[সাত্যকি বারুণী দিল]
[পাত্র লইয়া] য়্যাঁ একি রে সাত্যকি!
দেখ্ চেয়ে দেখ্ ভাই
পাত্র মধ্যে মূরতি কাহার?
বনমালা সুশোভিত শ্যাম তনু,
শিখিপুচ্ছ শিরে বাতাসে মিশায়ে সুর,
বাজায় বাঁশীটি ওই ললিত ঝঙ্কারে।
কেরে তুই—কে তুই আমার কৃষ্ণ?
এত ভালবাসা? কই কই কোথা তুই?
য়্যাঁ কোথা গেল! নাই নাই রে সাত্যকি
কৃষ্ণ নাই—কৃষ্ণ মোর নাই।

সাত্যকি। সে কি আর্য্য কৃষ্ণ নাই!
কৃষ্ণময় জগৎ সংসার,
আকাশে বাতাসে কৃষ্ণ,
বনে উপবনে গহনে কান্তারে—
জলে স্থলে অনলে অমৃতে,
স্বর্গে সর্ব্ব স্থলে বিরাজিত

কৃষ্ণ প্রাণারাম।
প্রকৃতিস্থ হও হলপাণি,
বিদর্ভে গিয়াছে কৃষ্ণ ভক্তের ব্যথায়।

বলরাম। মিথ্যা—মিথ্যা—
ভক্তের ব্যথায় কাঁদে না সে।
যদ্যপি কাঁদিত—
তা হলে কি আসিত কৃষ্ণ
কাঁদাইয়া সারা বৃন্দাবন ?
য়্যাঁ—ওকি কে কাঁদিছে
প্রকৃতির নির্জ্জন আঁধারে বসি
শীর্ণকায়া রমণী মূরতি !
কে কে তুমি মা যশোদা—কৃষ্ণের জননী ?
কাঁদো কাঁদো—কৃষ্ণ আজ হইয়াছে পর।
ওকি মর্ম্মভেদি আর্ত্তনাদ,
ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তকণ্ঠে উঠিল নিনাদ।
বীভৎস মূরতিধারী—
নাচে পাপ তাণ্ডব নর্ত্তনে,
ধর্ম্ম যায় সভয় কম্পিত পদে—
পাপময় সৃষ্টি বক্ষ ছাড়ি।
অবিচার—অবিচার—
ধরিলাম সঙ্কর্ষণ পাপের বিনাশে।

[হলধারণ]

গীতকণ্ঠে দেবল প্রবেশ করিল

গান

এস এস তবে দপ হন্তী কবিতে দর্পচুর।
প্রলয়েব মত গর্জ্জিয়া ওঠ করিতে পাপের প্রতাপ দূর॥

[প্রস্থান]

বলরাম। প্রলয়—প্রলয়—প্রলয়! [প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। প্রলয়ের বহু বাকী দাদা!
ক্ষান্ত হও—শান্ত হও
হইও না ধৈর্য্য হারা এবে।
কি লীলার হইয়া নায়ক,
আসিয়াছ কর্ম্মময় সংসার কাননে,
নাহি কি স্মরণ তাহা?
বাড়িয়াছে স্বেচ্ছাচার অধর্ম্ম পাপের—
হবে তার লয়,
ধর্ম্মহীন হয় কি জগৎ?

বলরাম। রে কৃষ্ণ এইভাবে নিতি নিতি
ভুলায়ে আমায়—
ছলনার কর অভিনয়।
সরে যা—সরে যা—

ভেঙ্গেছে ধৈর্য্যের বাঁধ
ধরিয়াছি বিশ্বনাশী হল।
হলাহল ঢালিব ধরায়,
দেখি কেমনে পাপের হয়
প্রভাব বিস্তার ?

শ্রীকৃষ্ণ। হে আর্য্য রিপুজয়ী হও!
ক্রোধ সম রিপু নাই এ তিন ভুবনে।
ক্রোধই জীবের হয় সর্ব্বনাশ হেতু।
ত্যজি ক্রোধ শান্ত হও হলপাণি।
কালের আবর্ত্তে দাদা
ধরণীর ভিন্ন গতি ভাব।
দাদা শুনিয়াছ সমাচার এক—
বিদর্ভ-দুহিতার হবে স্বয়ম্বর,
নিমন্ত্রিত ভারতের রাজন্য-নিকর,
আমরাও হয়েছি আহুত।
আরও শোন হে আর্য্য,
সেই কৃষ্ণদ্বেষী দর্পী রুক্ম
শিশুপালে দানিতে ভগিনী
পিতৃদ্রোহি হয়েছে পাষণ্ড।

বলরাম। কিন্তু কিরে কৃষ্ণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। রুক্মিণী যে মম—

বলরাম। ও বুঝিয়াছি ভাই।
রুক্মিণী বরিতে চাহে তোরে ?
কিবা ভয় তাহে ?
ধর্ তুই মহাচক্র—আমি ধরি হল,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল করিয়া কম্পিত,
স্বয়ম্বর সভা হতে—
রুক্মিণীরে করিয়া হরণ
নিয়ে আয় দ্বারকার মাঝে।
চল্—চল্ ত্বরা—
বলরাম একাই করিবে জয়,
তুই যদি থাকিস রে কৃষ্ণ
সম্মুখে আমার।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি যে তোমার অনুজ,
তোমা ছাড়া থাকিতে কি পারি ?

বলরাম। তবে আয়রে জীবন রূপে
তৃষিত হৃদয়ে!
আজি ব্রহ্মাণ্ড করিব লয়।
কিবা ভয় জীবানন্দ সহায় যাহার।

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

বধ্যভূমি

প্রহরী সহ কঙ্কনের প্রবেশ

কঙ্কন। এ আবার কোথায় নিয়ে এলে প্রহরী? ওঃ এই বুঝি সেই কঙ্কনের নির্য্যাতিত জীবনের শান্তি নিকেতন বধ্যভূমি? [প্রহরীর প্রস্থান] উঃ কি জমাট অন্ধকার! এই বধ্যভূমিতে কতদিন, কত শত হতভাগ্য তাদের শেষ নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ করে চলে গেছে অনন্তের পথে। কত ব্যাকুলতা—কত ক্রন্দন—কত আগ্রহ সবই ব্যর্থ হয়েছিল ঘাতকের নির্ম্মম খড়্গে—উঃ! কি ভয়াবহ এই স্থান! ওই যেন চতুর্দ্দিকে সেই হতভাগ্যদের প্রেতাত্মা ছুটোছুটী করছে। উঃ জনার্দ্দন আমার! যাবার সময় একটীবার তোমায় দেখতে পেলাম না। এস এস হে অচিন্ত্য অসীম বান্ধব। এস এই প্রকৃতির বিপর্য্যয় সন্ধিক্ষণে অভয় দান নিরত মাভৈঃ মূর্ত্তিতে।

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

এই আমি এসেছিরে
তোর ওই চোখের জলের অর্চ্চনায়
ডাকিসনে আর ব্যথার ভারে
ব্যথার ব্যথী আমি যেরে,

ব্যথার শ্বাসে ছুটে আসি
বিলিয়ে দিতে সান্ত্বনায় ॥

[প্রস্থান]

কঙ্কন। তবে চুপ করেই থাকি—তোমার আশা প্রতীক্ষায়, দেখি আশা আমার পূর্ণ হয় কিনা যুগ-যুগান্তরে।

নন্দনের প্রবেশ

নন্দন। কঙ্কন—কঙ্কন। তুমি এখনো বেঁচে আছ? আমি মনে করেছিলাম—যাক্, তুমি এখন শীঘ্র এখান হতে পালিয়ে এস।

কঙ্কন। কেন পালাবো চোরের মত ধর্ম্ম ভুলে? স্থির অচঞ্চল ভাবে কঙ্কনের জীবন-যবনিকার এই খানেই পরিসমাপ্তি হোক্।

নন্দন। জীবনটা অত মূল্যহীন নয় কঙ্কন। মনে কর তোমার পুত্র কন্যার শুষ্ক মলিন মুখখানি। মনে কর কঙ্কন মাতৃহারার কি সজল চাহনি। প্রাণটা কাঁদিয়ে তোল তাদের স্মৃতি দিয়ে। ধর্ম্ম হারাবে না—পালিয়ে এস।

কঙ্কন। না আমি পালাবো না—আমি যাব না কুমার। যাও—আমার মুক্ত সাধনায় বিপ্লব তুলো না। ঐ দেখ দূরে অনন্ত অসীম বক্ষে সূর্য্যমণ্ডল নিবেসিত পদ্মাসন জনার্দ্দনকে। তিনি ডাকছেন মুক্ত হস্ত প্রসারিত করে মাভৈঃ রবে ভক্তকে ডাকছেন। বলছেন—আয়—আয়রে পীড়িত—দলিত—নির্য্যাতিত হতভাগ্যগণ আমার অভয়-সিক্ত সান্ত্বনা বক্ষে ছুটে আয়।

নন্দন। মৃত্যুপণ করলে কঙ্কন?

কঙ্কন। মৃত্যুই যে মুক্তি নন্দন, যন্ত্রণা জ্বালার অবসান। মৃত্যু ঘূর্ণ্যমান জীবনের একটা তৃপ্তি শ্বাস। আমার আর বাঁচতে সাধ নেই কুমার। জীবনের প্রথম প্রারম্ভ হতে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। এবার আমি শান্তির প্রলেপ দিয়ে রোগমুক্ত হবো।

নন্দন। অভিমান করো না কঙ্কন, শীঘ্র পালিয়ে এস, এখনি কালান্তক যমের মত আমার দাদা এসে পড়বে। ওকি—ওই ওই শোন কঙ্কন—তোমার পুত্র কন্যার করুণ আর্ত্তনাদ। প্রহরী তাদের এখানে টেনে আনছে। আজ তাদেরও এই সঙ্গে—

কঙ্কন। তাদেরও এই সঙ্গে দুঃখের শেষ হয়ে যাক্ কুমার, এক সঙ্গে আজ শান্তির দেশে চলে যাই। ওঃ জনার্দ্দন! ওকি ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে কিসের বিদ্যুৎস্ফুরণ! স্তূপীকৃত ঘনীভূত অন্ধকারে কে ও মহাপুরুষ? তবে কি তুমি আছ? এস—এস তবে প্রকৃতির সন্ত্রাসিত বক্ষে।

প্রহরী সহ ছন্দ ও দুলালীর প্রবেশ

গীত

ছন্দ। এস কৃষ্ণ জনার্দ্দন বিপদহারি।
তমসা জড়িত দলিত হৃদয়ে
বরষি পুলকে শান্তি বারি॥

দুলালী। এস গোবর্দ্ধন ধর—ধরণী সুধাকর,
মুখরিত মোহন বংশং
শ্রীদাম সুদাম সুবল সুখ সুন্দব,
চন্দ্রক চারু অবতংশং॥
ছন্দ। এস কালীয়দমন গমন জিনি কুঞ্জর
কুঞ্জ বচিত রতি-রঙ্গকারি॥

কঙ্কন। এসেছিস—এসেছিস! তোরাও আজ এই জীবন্ত শ্মশানের বুকে এসেছিস্? আয়—আয় একটীবার আমার বুকে আয় তোরা।

ছন্দ-দুলালী। বাবা—বাবা!

নন্দন। কঙ্কন, কঙ্কন সবাই মিলে পালিয়ে এস।

শিশুপাল রুক্ম ও ঘাতকের প্রবেশ

রুক্ম। পালাবার পথ রুদ্ধ নন্দন। ঘাতক শিরশ্ছেদ কর্ ওই বালক বালিকার।

নন্দন। দাদা দাদা।

রুক্ম। দূর হয়ে যা ভীরু কাপুরুষ।

কঙ্কন। শিরশ্ছেদটা অগ্রে আমারি হয়ে যাক যুবরাজ। এরা যে আমার পুত্রকন্যা! আমি পিতা হয়ে স্থির নেত্রে এদের মৃত্যু দর্শন করতে পারবো না।

রুক্ম। না তা হবে না কৃষ্ণভক্ত! ঘাতক আদেশ পালন কর্।

নন্দন। দাদা—দাদা—ব্রহ্মহত্যা করবে?

রুক্ম। ব্রহ্মহত্যা—শিশুহত্যা—ভ্রাতৃহত্যা—সব হত্যা। আমি ক্ষিপ্ত! আমি আজ জীবন্ত নরক। আমি দেখতে চাই কৃষ্ণের ভগবানত্ব—এই অমানুষিক অত্যাচারের মাঝখানে ফুটে উঠতে। সরে যা—আজ আমার এই রুদ্র শক্তিকে পারবিনে বাধা দিতে তুই ক্ষুদ্র বালক হয়ে! ঘাতক—

কঙ্কন। একটু দাঁড়াও যুবরাজ। আমি পিতা—সত্যই যদি আমার সম্মুখে, আমার পুত্র কন্যাকে হত্যা করতে চাও—তবে একটু দাঁড়াও, অস্তমিত ভাস্করের গোধূলির ম্লান মূর্ত্তিটা একটীবার নির্ণিমেষ নয়নে দেখে নিই। আর অবসর হবে না।

রুক্ম। আবার সূর্য্যোদয়ও হবে কঙ্কন!

কঙ্কন। উদয়ের শক্তি?

রুক্ম। সেই কৃষ্ণ নয় কি? সে শক্তি যদি তার না থাকে—তা'হলে বিশদভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে কৃষ্ণ ভগবান নয়।

শিশুপাল। শুভকার্য্যে আর বিলম্ব কেন? বলা যায় না—সেই মায়াবী কৃষ্ণের মোহিনী মায়ায় শুভকার্য্যে বাধা পড়ে কি না। ওই—ওই সেই কৃষ্ণ—ওই ঘুণ্যমান অগ্নিমূর্ত্তি মহাচক্র! মৃত্যু! মৃত্যু—ওঃ।

রুক্ম। ঘাতক! দেখা হয়েছে কঙ্কন, পুত্র কন্যার মুখ?

কঙ্কন। যতই দেখছি—যতই এদের এই নীহারসিক্ত, শতদল শোভাময় মুখের পানে তাকাচ্ছি, ততই দেখার বাসনা যে আরও প্রবল হয়ে উঠছে যুবরাজ। জানি না বিধাতা কি অপার সৃষ্টি সৌন্দর্য্য এদেব মুখের উপর ফুটিয়ে দিয়েছেন তুলিকা দিয়ে। কত সুন্দর—যেন শত স্বর্গের সন্ধিস্থল। এত মধুরতা—এত লাবণ্য—এত তৃপ্তি যে আমি বিশ্বে খুঁজে পাচ্ছিনে যুবরাজ।

শিশুপাল। সেটা তোমার অদৃষ্ট ঠাকুর। কি কববে বলো। জন্মালেই মরতে হয়—তবে হুদিন আগে আব পিছে।

কঙ্কন। কিন্তু সে চিন্তা, সে জ্ঞান যে বিশ্বের নাই শিশুপাল। সকলে ভাবে না, কি ভাবে তার মরণ হবে। তা যদি ভাবতো, তা'হলে আজ তুমি জিঘাংসার অস্ত্র তুলে ধরতে না—সেই জগৎজয়ী—জগন্নাথের বিরুদ্ধে।

শিশুপাল। স্তব্ধ হও ব্রাহ্মণ। [গদা উত্তোলন]

নন্দন। সাবধান শিশুপাল! [অস্ত্র তুলিল]

রুক্ম। নন্দন মৃত্যুই দেখছি তোব চির বাঞ্ছনীয়! আরে আরে ঘৃণিত কুক্কুর—বার বার লাঞ্ছিত অপমানিত হযেও জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেছিস? কিন্তু জানিস কি তোর পরিণাম?

নন্দন। পরিণাম! পরিণাম মৃত্যু! আর কি? আমি মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত। মৃত্যু ভয় দেখাও কাকে দাদা? সেই মৃত্যু ভয়ে কেঁপে ওঠে যার অন্তর কলুষিত—

কলঙ্কিত—বিবেকধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না—মৃত্যু ভয়ে কাঁপি না! ধরেছি ন্যায়ের অস্ত্র—হয়েছি ধর্ম্মের সেবক—এসেছি ত্যাগের উজ্জ্বল পথে। মৃত্যু—হাঃ হাঃ হাঃ সে ভয়ে ভীত নই আমি কিছুমাত্র

কঙ্ক। ঘাতক।

নন্দন। সাবধান ঘাতক! তোর ওই হস্তস্থিত রক্ত-খড়্গ এই নিষ্পাপ বালক বালিকার শিরে পড়বার পূর্ব্বেই তোরি রক্তে ওই খড়্গ রঞ্জিত হবে।

কঙ্কন। কুমার ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদে আর প্রয়োজন নেই—এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণকে নিরাপদের কোলে তুলতে। আমি পাষাণ হয়েছি কুমার—জগতের সমস্ত সহ্যতা আমার এই বক্ষে এসে জমাট বেঁধে গেছে। ভগবানের-দেওয়া আশীর্ব্বাদের মত মাথায় তুলে নেবো—ভাগ্যের সবটুকু অত্যাচার। যাও—বাধা দিও না। যুবরাজ, শেষ করে ফেল।

ছন্দ-তুলা। বাবা! বাবা!

কঙ্কন। হত্যা করে ফেল যুবরাজ, হত্যা করে ফেল। নইলে প্রকৃতির সুনির্ম্মল আকাশে আবার ঝড় উঠবে। প্রবল আকর্ষণ! হত্যা কর—হত্যা কর। ওই—ওই যেন কার অস্ফুট করুণ আর্ত্তনাদ কঙ্কনের সারা জীবনটা জ্বালিয়ে তুলছে। আর যে দাঁড়াতে পারছিনে। উঃ আমার জনার্দ্দন। [মূর্চ্ছা]

ছন্দ-তুলা। বাবা—বাবা—তুমিও কি আমাদের ছেড়ে চললে!

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। ওরে কই কোথায় আমার দগ্ধ জ্বালার সান্ত্বনা নির্ঝর! আমার তৃপ্তিশ্বাসের অনাবিল শান্তি! কোথায় আমার স্বপ্নে গড়া জীবন্ত ছবি! আয়, আয় তোরা আমার বুকে আয়। আমি তোদের বুকে নিয়ে সংসারের এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভুলে যাই। [ছন্দ ও দুলালীকে বক্ষে ধারণ]

ছন্দ-দুলা। মা! মা!

কল্যাণী। আবার ডাক ওরে আবার ডাক—আমি ওই আকুল করা ডাক শুনতে শুনতে, আমার হৃদয় তন্ত্রীর ছিন্ন বুকে আবার শত আশার মধুর সুর তুলে দিই। ডাক্— মরুভূমির শুষ্ক বুকে আবার মন্দাকিনী ছাপিয়ে উঠুক। নৈরাশ্য লাঞ্ছিত জীবনের শশ্মান কুণ্ডে আবার নন্দনের স্মৃতি ফুটে উঠুক। আমি সব ভুলে যাই।

রুক্ম। একি কুলটা আবার এসেছিস্? প্রহরী একে তাড়িয়ে দে।

কল্যাণী। আমি কুলটা! আমায় তাড়িয়ে দেবে? আমার অপরাধ? আমার এ সাজতো তোমারি হাতে পরিয়ে দেওয়া পিশাচ! আমিতো এমন ছিলাম না। আজ তোমারি দানবীয় রক্ত কটাক্ষে আমার সে সৌন্দর্য্যটুকু ধুয়ে মুছে গেছে। এরা যে আমার সন্তান—আমি যে এদের মা।

রুক্ম। দূর হও ব্যভিচারিণী।

কল্যাণী। উঃ! ভগবান! ওগো শুনছ—শুনছ? শুনেও তবু ধীর স্থির নির্ব্বাক! শত শক্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ আজ শক্তি হারিয়ে নির্জ্জীবের মত দানবের লাঞ্ছনা ভোগ করছ! একি তোমার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন! একি ধৈর্য্যতার হিমাদ্রী মূর্ত্তি! একি অসম্ভব ক্ষমার অভিনয়! দুর্ব্বাসার মত যজ্ঞোপবীত তুলে ধর—কপিলের মত একটীবার রুদ্র চক্ষে তাকাও—ভার্গবের মত তীক্ষ্ণ কুঠার করে জেগে ওঠ।

কঙ্কন। উপায় নেই। যাও কল্যাণী এ ভগবানের দান। তাই নীরবে মাথায় তুলে নিয়েছি। আর—আর সেই অতীত যুগের স্মৃতি ফুটিয়ে তুলো না কল্যাণী—তোমার অন্তর্দাহ হা-হুতাশ দিয়ে। ওই শোন হতভাগিনী—পারের ডাক এসেছে—আজ পারে যাচ্ছি—বাধা দিও না।

কল্যাণী। তবে আমি কোথায় যাবো? আমার যাবার স্থান কোথায়?

শিশুপাল। কি জঞ্জাল! রুক্ম, শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করে ফেল। ক্রমশঃ দেখছি নানা বিঘ্ন উৎপাদন হচ্ছে।

রুক্ম। প্রহরী, এই পাপিষ্ঠার হাত ধরে এখান থেকে তাড়িয়ে দে।

[প্রহরীর—কল্যাণীর হস্তধারণ]

ছন্দ-তুলা। মা—মা—বাবা—বাবা! ওগো আমাদের মাকে কোথায় ধরে নিয়ে যাচ্ছো?

কল্যাণী। ওরে ছেড়ে দে—ছেড়ে দে! আমি এদের ছেড়ে কোথায় যাবো? এরা যে আমার সন্তান! ছাড়্ ছাড্ বাবা! উঃ ছাড়্লি নে।

কঙ্কন। [স্বগত] ওঃ কি যন্ত্রণা! ব্রহ্মণ্যদেব! ব্রহ্মণ্যদেব! না—না—জনার্দ্দন দেখি তুমি কত নিষ্ঠুর! ওঃ হতভাগিনী।

রুক্ম। যা—যা—নিয়ে যা।

কল্যাণী। যাসনে—যাসনে! একটীবার—একটীবার ছেড়ে দে—একটীবার ছেড়ে দে। যাবার সময় একটীবার শেষবার দেখে নিয়ে যাই। আমি পৃথিবীর পরিত্যক্তা আবর্জ্জনার স্তূপ হলেও; ওরে মাতৃস্নেহ যে বক্ষে জমাট হয়ে রয়েছে। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে

নন্দন। ছাড়্ ছাড়্ দুর্ব্বৃত্ত ছেড়ে দে।

রুক্ম। নন্দন! কুক্কুর! ধর এই অযাচিত উপকারের প্রতিদান। [নন্দনকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

মায়াদেবী ও ভীষ্মকের প্রবেশ

ভীষ্মক। একি পৈশাচিক আচরণ! অত্যাচার নিজের সহোদরের প্রতি—অত্যাচার নারীর প্রতি! না না এ সহ্য করবো না—আজ পুত্রহত্যা করে পৃথিবীকে কলঙ্ক মুক্ত করবো।

[অস্ত্র নিষ্কাশনে রুক্মকে আঘাতোদ্যত হইলেন—
রাণী হস্তধারণে বাধা দিলেন]

বাধা দিও না রাণী—ছাড়ো ছাড়ো অস্ত্র ছেড়ে দাও—আজ পিতা হয়ে পুত্রহত্যা করবো। ঐ ঐ দেখ পুত্রের কি পৈশাচিক অভিনয়। আজ পুত্রহত্যা করবো।

রুক্ম। সাবধান স্থবির উন্মাদ বৃদ্ধ।

নন্দন। মা মা!

মায়া। রুক্ম! রুক্ম! ওরে মাতৃবক্ষ দলিত সন্তান! তুই আজ আমাদের প্রাণে দাগা দিয়ে যে সুখের সন্ধানে ছুটেছিস্ কিন্তু কোন দিন কোন কালে তোর সে সুখ আর আসবে না পুত্র। আয নন্দন, এস মা তুমি।

[নন্দন ও কল্যাণী সহ প্রস্থান]

ভীষ্মক। রুক্ম এখনো নিরস্ত হও। আমি পিতা।

রুক্ম। তুমি পিতা হলেও এখন বৃদ্ধ জ্ঞানহীন। হ্যাঁ তবে নিরস্ত হতে পারি—যদি এই চেদিশ্বর শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ দিতে সম্মতি দান কর।

ভীষ্মক। রুক্মিণীর স্বয়ম্বর। দিকে দিকে—এ সংবাদ প্রচারিত। রুক্মিণীর মনোমত স্বামী যদি শিশুপাল হয়—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই রুক্ম।

রুক্ম। স্বয়ম্বরের আবশ্যক নেই। শিশুপালের সঙ্গে কল্যই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হোক। নতুবা পিতৃদ্রোহিতার জীবন্ত অভিনয় এই বিদর্ভের বুকে আবার আরম্ভ হবে।

ভীষ্মক। তা হয় না রুক্ম। দুরাচার পাত্রের করে পিতামাতা জ্ঞানতঃ কখনই তাদের কন্যা সমর্পণ করে না।

শিশুপাল। কি আমি দুরাচার! আরে আরে মৃত্যু অভিলাষী বৃদ্ধ—এখনি শিশুপালের ক্রোধ-বহ্নিতে বিদর্ভ-রাজ্য ভস্মস্তূপে পরিণত হবে।

রুক্ম। ঘাতক, শীঘ্র এই বালক বালিকার শিরশ্ছেদ কর্।

ভীষ্মক। সাবধান রুক্ম।

রুক্ম। ঘাতক! আদেশ পালন কর।

[ঘাতক কাটিতে উদ্যত হইল, ভীষ্মক বাধা দিলেন]

ভীষ্মক। সাবধান! অগ্রসর হলে হত্যায় দ্বিধা করবো না।

রুক্ম। কোন ভয় নাই—ঘাতক আমার আদেশ পালন কর—হত্যা কর বালক বালিকাকে।

ত্রিশূল করে কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। সাবধান যুবরাজ।

রুক্ম। একি! কন্দর্প? তুমি!

কন্দর্প। হাঁ আমি! হাঃ হাঃ হাঃ! দেখছ কি যুবরাজ—আজ আমি বিশ্ব চিনেছি—দেবতার পুণ্য ইঙ্গিতে আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে গেছে। আমি আজ মুক্তি সাধনার সাধক। আয়তো আয়তো কঙ্কন—আজ দুটী ভাই এক হয়ে এক প্রাণে—এক শক্তিতে—এক তেজে আবার সেই আমাদের জাতীয় গৌরবের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে দানব সংহারে জেগে উঠি। [কঙ্কনকে মুক্ত করণ] তুলে ধর্ ভাই যজ্ঞোপবীত,

দেখি অস্ত্র আর এই যজ্ঞোপবীতের সংঘর্ষণে যজ্ঞেশ্বর আবির্ভূত হন কি না! ধ্বংস—ধ্বংস! [ত্রিশূল উত্তোলন]

ভীষ্মক। সৃষ্টি রক্ষা কর ব্রাহ্মণ—সৃষ্টি রক্ষা কর!

[ভীষ্মক পদতলে পতিত হইলেন]

রুক্ম। হত্যা—হত্যা—আজ সব হত্যা। শিশুপাল, ঘাতক, প্রহরী হত্যা কর হত্যা কর—এক সঙ্গে সব গুলোকে হত্যা-কর! রক্তের বৈতরণী ছুটে যাক্—দিগন্তভেদী আর্ত্তনাদে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠুক। ছুটে আসুক কৃষ্ণ তার ভগবানত্ব নিয়ে। হত্যা—হত্যা—হত্যা কর!

[ঘাতক, প্রহরী, শিশুপাল ও রুক্ম সকলে কাটিতে উদ্যত সহসা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের আবির্ভাব ও চারিজনের সম্মুখে দণ্ডায়মান]

শঙ্খ-চক্র। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশয়চ দুষ্কৃতাম্।

গদা-পদ্ম। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

[শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মসহ যুদ্ধমান অবস্থায় রুক্ম শিশুপাল ঘাতক প্রভৃতির প্রস্থান, পশ্চাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মের ধাবমান]

দূরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

শ্রীকৃষ্ণ। যাও সবে ধীরে ধীরে
মুক্তির আলোকে।
নাহি ভয় কেঁদেছে পরাণ,

ভক্তেরে করিতে পার.
অকুল জলধি বুকে
কর্ণধার রূপে আজ হয়েছি প্রকাশ। [অন্তর্দ্ধান]

সকলে। নমঃ ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ্যহিতায় চ
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ।

[সকলের প্রস্থান]

ঐক্যতান বাদন

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পর্ণকুটীর

শিষ্য ও শিষ্যাগণ গাহিতেছিল

গীত

শিষ্যগণ। মা তুই আমাদের মানুষ কর্।
আপন ভুলে যেন মোরা যাইনে
ছুটে পরের ঘর॥
শিষ্যাগণ। অমল বিমল মধুর করে,
দে মা আশীষ মোদের শিরে,
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী তুই যে গো
মা নিরন্তর॥
শিষ্যগণ। আকাশ পাতাল ছাপিয়ে উঠে,
তোর স্তুতি মা যেন ফুটে,
শিষ্যাগণ। যেন হর্ষ সুখে জীবন কাটে,
পাই না যেন একটু ডর্॥

[প্রস্থান]

অন্নভরা পাত্রহস্তে ব্রতচারিণী বেশিনী কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। আমি পতিতা! কল্যাণী পতিতা। ইসারায় ইঙ্গিতে যেন সবাই বলে যায়—পতিতার আবার তপশ্চারিণী বেশ! ওঃ আমি পতিতা জেনে, একজন ব্রাহ্মণ অতিথি আজ অন্ন ত্যাগ করে অভুক্ত অবস্থায় চলে গেল। কি করি? অতিথির এই গ্রাসের অন্ন কাকে দিই? ওঃ ভগবান! পতিতা বলে কি তার দান তুমি নেবে না?

গীতকণ্ঠে বিধানের প্রবেশ

গান

মাথা পেতে নেবো তুলে মা,
তোর ওই কোমল করের দান।
থাকবো মা তোর ভাঙ্গা ঘরে,
রাখ্‌বি যত দিন,
আঁধার আলোর মাঝখানেতে
বাজ্‌বে আমার বীণ,
আমি আদর করে নেবো তুলে,
যা দিবি দান
তুই যা দিবি মা দান॥

[কল্যাণী তন্ময়ভাবে অন্নথাল বিধানকে দিল
বিধানের অন্তর্দ্ধান]

কল্যাণী। এাঁক কোথা গেল বালক? স্বপ্ন দেখছি কি আমি? না না স্বপ্ন নয়! কিন্তু কে—কে এই বালক, বিদ্যুতের মত এলো, আবার বাতাসে মিশিয়ে গেল কে এই বালক?

[দূরে শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তির আবির্ভাব]

য়্যাঁ ওকি। কি সুন্দর—কি মধুর—কি প্রাণস্পর্শী দৃশ্য! দ্বিভুজ মুরলীধারী ভগবান? সার্থক—সার্থক জন্ম আমার—ধন্য জীবন আমার! নমোঃ ব্রহ্মণ্য দেবায়ঃ গো ব্রাহ্মণ হিতায়চঃ জগদ্ধিতায়ঃ শ্রীকৃষ্ণায়ঃ গোবিন্দায়ঃ নমোঃ নমোঃ!

[প্রণাম করণ ও মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান]

কঙ্কন ছন্দ ও দুলালীর প্রবেশ

কঙ্কন। ভীষণ দুর্য্যোগ! চতুর্দ্দিকে অন্ধকার—পথ চিনতে পারছিনে। কোন দিকে যাই! ওই ওই না একখানা পর্ণকুটীর? একজন সন্ন্যাসিনী রয়েছে! ওগো কে তুমি সাধ্বী? আমাদের একটু আশ্রয় দাও। আমরা বড় বিপদাপন্ন!

কল্যাণী। [স্বগত] দেবতার সাড়া! তবে—তবে কি স্বপ্ন আমার সত্য হবে? তাঁর কি দেখা পাবো? [প্রকাশ্যে] আসুন—কে আপনি কুটীরে আসুন।

কঙ্কন। বড় অন্ধকার! তোমায় দেখতে পাচ্ছিনে দেবী। [স্বগত] অন্তরের এ আবার কি ব্যাকুল স্পন্দন! লুপ্ত স্মৃতির এ আবার কি তীব্র দাহন! যাক্! [প্রকাশ্যে] ভগবান

এ যাত্রা খুব রক্ষা করলেন! নইলে পুত্র কন্যা নিয়ে, কোথায় যে যেতাম!

কল্যাণী। [স্বগত] একি, এ যেন আমার সেই হারানিধি। ঘনঘোর অন্ধকারের মাঝখান থেকে তাদেরি তো মাতৃহারা করুণ মুখ দুখানি যেন ফুটে উঠ্‌ছে।

কঙ্কন। [স্বগত] ওঃ! সে যেন এক উপন্যাস-কাহিনী। কি সে বিপ্লবকঙ্কণ! কত কান্না—কত ব্যাকুলতা, যাক্! [প্রকাশ্যে] দেবী আমরা বড পিপাসার্ত্ত, একটু জল দাও দয়া করে।

কল্যাণী। আমার স্পর্শিত জল আপনি গ্রহণ করবেন?

কঙ্কন। কেন? তুমি পূত-ব্রতচারিণী সাধ্বী সুচরিত্রা। তোমার স্পর্শিত জল কেন গ্রহণ করবো না?

কল্যাণী। গ্রহণ করবেন?

কঙ্কন। [স্বগত] বার বার একি প্রশ্ন—একি বিস্ময়! [প্রকাশ্যে] গ্রহণ করবো। শীঘ্র একটু জল দান কর।

কল্যাণী। দেখবেন, যেন ভবিষ্যতে ভয় পাবেন না জল গ্রহণ করতে।

কঙ্কন। না—না—আমি ব্রাহ্মণ, বাক্য আমার মিথ্যা হয় না।

কল্যাণী। তবে অপেক্ষা করুন জল নিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

দুলালী। বাবা ঠিক যেন আমাদের মায়ের মত।

ছন্দ। সত্যি দিদি যেন আমাদেরই মা।

কঙ্কন। সত্যই কি সে? না—না—একি অন্তরের উদ্বেলতা? সে কি এখনো বেঁচে আছে? না—না—সে তো অনেক দিন হয়ে গেল—

[এক হস্তে জলপাত্র অপর হস্তে প্রদীপ লইয়া কল্যাণী আসিল—আলোকে কঙ্কন কল্যাণীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল—কল্যাণীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের পানে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল—ছন্দ ও দুলালী মা মা রবে কল্যাণীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

কঙ্কন। তুমি—তুমি?

কল্যাণী। হাঁ আমি—আমি। জল নাও!

কঙ্কন। না!

কল্যাণী। কেন এই যে বললে—আমি ব্রাহ্মণ—বাক্য আমার মিথ্যা হয় না। নাও—জল নাও—আমার পতিত জীবনের সার্থকতা ফুটে উঠুক। নাও!

কঙ্কন। না—না—তা হবে না কল্যাণী! তুমি যে—তুমি যে প—তি—তা—

কল্যাণী। ও হো হো—এখনো সেই—স্বামী—দেবতা!

[ভূপতন]

ছন্দ-দুলা। মা! মা!

কঙ্কন। কল্যাণী—কল্যাণী!

কল্যাণী। আমি চল্লাম! আর বাঁচবো না—আমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে! ওই—ওই যেন কে দূরে—বহু দূরে দাঁড়িয়ে ললিত রাগে বাঁশী বাজাচ্ছে! আমি চল্লাম দেবতা—ওই বাঁশী বাদকের সন্ধানে।

দুলালী। মা মা—ওঠ্ মা—ওঠ্ মা তুই—দেখ্‌না ছন্দ কত কাঁদছে।

কল্যাণী। তুইও ওই সঙ্গে কাঁদ মা! তোরা দুটীতে যে কেবল কাঁদতেই এসেছিলি! স্বামী—দেবতা, এরা রইল। আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াও—পায়ের ধূলো দাও—পতিতার সিদ্ধিলাভ হোক্।

কঙ্কন। ওঃ বুক যে যায়! অস্পৃশ্যা পতিতা। কিন্তু বুক যে যায়—সমাজ, ধর্ম্মনীতি সব যে আজ ভেসে যায়। কি করি! কল্যাণী—কল্যাণী এস—এস তুমি আমার বুকে এস—তুমি সতী—সাবিত্রী—পবিত্রা! [বক্ষে ধারণ]

কল্যাণী। স্বর্গ! স্বর্গ! তবে নিয়ে চলো ওই গঙ্গার তীরে—আমি হাসতে হাসতে মুক্তির পথে চলে যাই।

কঙ্কন। যাবে? যাবে! যাও—যাও—এই অশান্তি দহিত মরুর বুকে আর থেকো না দেবী! তোমার স্থান এখানে নয়—তোমার স্থান—অনন্ত জ্যোৎস্না হসিত পুণ্যের রাজ্যে। তোরাও আয়—আজ যে আমার দেবী প্রতিমার নিরঞ্জন!

[কল্যাণীকে বক্ষে করতঃ প্রস্থানোদ্যত, ছন্দ ও দুলালীর মা! মা—রবে পশ্চাৎ অনুগমন]

কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। কই—কই কঙ্কন আমার মা কই ?

কঙ্কন। এই যে দাদা যাচ্ছে !

কন্দর্প। কোথায়—কোথায় ?

কঙ্কন। মুক্তির পথে।

কন্দর্প। যা—যা মা সাবিত্রী সেই পবিত্রতার পুণ্য মন্দিরে ! ক্ষমা করে যা আমায়—আর বলে যা জগতের পুত্রদের কেউ যেন কখনো মায়ের পবিত্র নামে কলঙ্কপাত না করে।

কল্যাণী। পায়ের ধূলো দিন অভাগিনী কন্যার শিরে —তার মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হোক্।

কন্দর্প। তুমি দেবী—তুমি দেবী।

কঙ্কন। চলো—চলো—দাদা—তুটী ভায়ে আজ এই দেবী প্রতিমার বিসর্জ্জন দিইগে।

কন্দর্প। না—না—আমি পারবো না কঙ্কন—তুই যা —আমি এদের ঘরে নিয়ে চল্লাম—তুই যা !

[ছন্দ ও দুলালীকে লইয়া যাইতে উদ্যত—উহারা কাঁদিতে লাগিল ও যাইতে চাহিতেছিল না, কন্দর্প বলপূর্ব্বক উহাদের লইয়া গেল, উভয়ে মা মা রবে কাঁদিতে লাগিল, কঙ্কন ধীরে ধীরে কল্যাণীকে লইয়া প্রস্থান করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

বরবেশী শিশুপালের প্রবেশ

শিশুপাল। রুক্মিণী! রুক্মিণী! হৃদয়-তোষিণী!
অপূর্ব্ব সুন্দরী বালা
বিধাতার সৌন্দর্য্যের পূর্ণ নিদর্শন!
একটী বিলোল কটাক্ষে তার,
হরিয়াছে মন প্রাণ মোর।
চাই—চাই—তাকে চাই!
একি কেন শুনি নৈরাশ্যের ধ্বনি!
তবে কি হবে না মোর আশার পূরণ?
না—না নিশ্চয় লভিব তারে
কেবা আছে হেন শক্তিমান
হইবে প্রতিদ্বন্দ্বী আমার রুক্মিণীর লাভে
মোর নামে নৃপকুল সন্ত্রাসিত
নাহি প্রতিদ্বন্দ্বী মোর।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। আর কেহ নই? কেহ নাই
প্রতিদ্বন্দ্বী তব বিশাল জগতে?

শিশুপাল। কে কে তুমি অসম সাহসী
হেন প্রশ্ন কর আমার সম্মুখে আসি,
জানো না কি বিক্রম আমার ?
চেদিশ্বর আমি শিশুপাল যার ভয়ে
নিয়ত ত্রাসিত কৃষ্ণ বলরাম।

শ্রীকৃষ্ণ। এত শক্তি তব ?
ত্রাসিত তোমার ভয়ে কৃষ্ণ বলরাম—
কংস কেশী হন্তারক যারা ?
ধন্য বীর বাখানি বীরত্ব তব।
কিন্তু শুনিয়াছি জনশ্রুতি
কৃষ্ণ বলরাম, বহুবার শিশুপালে
তাড়াইল ফেরুসম রণক্ষেত্র হতে।

শিশুপাল। কে—কে তুমি স্তব্ধ হও
নতুবা দানিব আজি দণ্ড সুভীষণ।
আমি শিশুপাল—
বীরশ্রেষ্ঠ ভারত মাঝারে,
যার ভুজবলে—অস্ত্র তলে আনত সবাই।
কৃষ্ণ বলরাম হাঃ হাঃ হাঃ—
তুচ্ছ ক্ষুদ্র গোপ-পুত্র তারা !
নাহি ডরে শিশুপাল অস্পৃশ্য জনায়।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু শুনিলাম রুক্মিণী বরিবে আজি
স্বয়ম্বরে যশোদা নন্দনে।

বরবেশে কেন যাও আর ?
শুষ্ক মুখে ফিরিতে হইবে
হাস্যাস্পদ হইবে সবার।

শিশুপাল। কি কি কহিলি রে দুরাচার
বঞ্চিত হইব আমি রুক্মিণীর লাভে ?
বরিবে রুক্মিণী আজ
হেয় ঘৃণ্য গোপের নন্দনে ?
তাই যদি হয় সিংহ সম উঠিব গর্জ্জিয়া
অস্ত্রের ঘর্ষণে কোদণ্ড টঙ্কারে,
কৃষ্ণের অস্তিত্ব ঘুচাব নিশ্চয়।
আর সেই ভীষ্মক সুতারে
বাহুবলে কাড়িয়া আনিব,
কেহ যদি হয় অন্তরায় মোর,
উপাড়িব হৃদপিণ্ড তার।

গীতকণ্ঠে দেবলের প্রবেশ

গীত

বৃথা হবে সেথা যাওয়া
বৃথা সে আশায় কর হায় হায়,
হবে না তাহারে পাওয়া॥
কৃষ্ণের সনে করিয়া বিবাদ
মিটিবে না মনোসাধ,

অবসাদ শুধু সার হবে তব,
বোঝ না কি সে হাওয়া॥

শিশুপাল। আরে রে উন্মাদ
ছিন্ন কবিব রে শির তোর। [কাটিতে উদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধান শিশুপাল!

[নিজ মূর্ত্তি ধারণ ও দেবলের প্রস্থান]

শিশুপাল। কে—কে—হাঃ হাঃ হাঃ
আরে রে গোপের তনয়
আজ আর নাহি পরিত্রাণ!
[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। সুদর্শন! সুদর্শন!

[সুদর্শনের আবির্ভাব ও সুদর্শন গ্রহণ]

বলরামের প্রবেশ

বলরাম। আর আছে সঙ্কর্ষণ
শান্তি রাজ্য করিতে স্থাপন।

শিশুপাল। য়্যাঁ একি—একি—
প্রলয়—প্রলয়—উঃ উঃ প্রাণ যায়—
আরে রে পামরদ্বয়! [যুদ্ধ]

শ্রীকৃষ্ণ। এইবার মরণে স্মরণ তুই
কর্‌ শিশুপাল।

শিশুপাল। উঃ উঃ দিগন্ত দাহনকারী প্রচণ্ড অনল!

বাসুকীর তীব্র হলাহল—
ওঃ—ওঃ! প্রলয়—প্রলয়—

[শিশুপাল কাঁপিতে লাগিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের
সুদর্শন চক্র বিঘূর্ণন]

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। প্রভু স্মরণ করহ পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
শতবার শিশুপালে করিবে যে ক্ষমা।

শ্রীকৃষ্ণ। ওঃ হয়েছে স্মরণ!
এস আর্য্য সত্য মোর
রক্ষা হোক আজি।
শিশুপাল এই তব ঊনশত
অপরাধ করিনু মার্জ্জন।

[শিশুপাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে শঙ্খনিধির প্রবেশ

শিশুপাল। একি কেবা করে শঙ্খনাদ?
ওঃ বিদ্রূপ করিতে বুঝি
আসিয়াছ মোরে।
এই কে—কে তুই?

[শঙ্খনিধি—শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল]

শিশুপাল। কি কি উপহাস মোরে?

হেরি মোর বরবেশ শঙ্খধ্বনি এবে ?
স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও।

[শঙ্খনিধি—শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল, শিশুপাল তাহার হস্ত ধরিল]

শিশুপাল। আজি তোরে বধিব নিশ্চয়।

শঙ্খনিধি। য্যাঁ—য্যাঁ—কে কে তুমি বাবা বর ? আমি তোমার বিয়েয় শাঁখ বাজানো ফুরোন করে নেবো। আমি শঙ্খনিধিশর্ম্মা, খুব শাঁখ বাজাতে পারি! এই দেখ কেমন সুন্দরভাবে আবার বাজাই। [শঙ্খধ্বনি]

শিশুপাল। স্তব্ধ হও ব্রাহ্মণ।

শঙ্খনিধি। কেন বর—তোমার বিয়েয় আমি শাঁখ বাজাবো না ?

শিশুপাল। জানিস আমি কে ?

শঙ্খনিধি। কে কে বাবা—তুমি বর ?

শিশুপাল। আমি শিশুপাল।

শঙ্খনিধি। বি রি রি ! [ভয়ে পতন]

রুক্মের প্রবেশ

রুক্ম। শিশুপাল—শিশুপাল !
কেন এত বিলম্ব তোমার ?
উপনীত স্বয়ম্বরে—
ভারতের রাজন্য নিকর।

স্বয়ম্বরা হইবে ভগিনী আজি
ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোর।
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন
মূর্খ পিতা করি মোর অপমান
স্বয়ম্বরা করিবে রুক্মিণীরে।
কিন্তু হইবে না তাহা—
থাকিতে জীবিত রুক্ম
হেন কার্য্য দিব না সাধিতে।

শিশুপাল। কি করিবে সখা?

রুক্ম। কি করিব?
উল্কাসম উঠিব গর্জ্জিয়া—
কোষমুক্ত করিয়া কৃপাণ
স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইব পিতার বিরুদ্ধে।
রণ রণ রণ—চাই শুধু রণ।
বিদর্ভেরে করিব শ্মশান
শোণিত তরঙ্গে ভাসাইব আজি।
পিতৃহত্যা—মাতৃহত্যা—
জ্ঞাতিহত্যা করিবারে—দ্বিধা না করিব।
তবু তব ছাড়া অন্য জনে
দানিব না ভগ্নিরে আমার।

শিশুপাল। ধন্য—ধন্য তব ভালবাসা।
ধন্য তব সত্যের প্রতিজ্ঞা।

দেহ আলিঙ্গন—দৃঢ় হোক
সখ্যতা বন্ধন। [আলিঙ্গন]
কিন্তু সখা কৃষ্ণ যদি হয় অন্তরায় ?
শুনিয়াছি ভগ্নী তব কৃষ্ণ অভিলাষী।

রুক্ম। নাহি ভয়, তুচ্ছ সে কৃষ্ণের শক্তি।
কি করিতে পারে
হীন বল গোপের তনয় ?
ইচ্ছিলে একটী ফুৎকারে—
উড়াইয়া দিতে পারি কৃষ্ণ বলরামে।
এস শীঘ্র স্বয়ম্বর সভাস্থলে।

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত হইলে শঙ্খনিধি শাঁক বাজাইল]

শিশুপাল। স্তব্ধ হও!

[উভয়ের প্রস্থান]

শঙ্খনিধি। ওরে বাপ্‌রে—কেউটে সাপ! খুব বেঁচে গছি এ যাত্রা। যাক্—কৃষ্ণ সেজে সেদিন খুব সাজা হয়েছিল। ভাগ্যি সত্যিকারের কৃষ্ণ এসেছিল। তাইতো এখন কি করি! াব ভোঁ ভাঁ। মুখরা চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছে। আমি এখন যাই কোথায়? শাঁক ফাঁক বাজিয়ে এতদিন বেশ চলছিল কিন্তু শঙ্খধ্বনি আর কারু ভাল লাগে না। অথচ এই দেশের প্রতি ঘরে ঘরে প্রত্যহ শঙ্খধ্বনি হয়। মেয়েদের এখন শাঁক বাজাতে বড় কষ্ট হয়। তাঁরা এখন বাঁশী নিয়ে সা—রে—গা—মা সাধেন। বেঁচে থাকো আমার শাঁখ।

শাঁখের জোরে আমি সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীর দর্শন পেয়েছি। খুব জোরে জোরে তবে শাঁক বাজাই। বাজাতে —বাজাতে এইবার উধাও হয়ে চলো মন।

হরে মুরারে মধু কৈটভহারে—
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শোরে।

[শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীর

কঙ্কনের প্রবেশ

কঙ্কন। বিশ্বের সমস্ত অপবিত্রতা বুকে নিয়ে ওই ধীরে ধীরে চলেছে বিষ্ণু-পাদোবা ভাগিরথী ভারতের পুণ্য গরিমা বাড়িয়ে তুলতে। একদিন ওই গঙ্গা তীরস্থ মহা-শ্মশানের পুণ্য বক্ষে—কঙ্কনের সুবর্ণ প্রতিমার বিসর্জ্জন শেষ হয়ে গেল। উঃ কি সে স্মৃতি। সংসার—সংসার—চমৎকার নিয়ম—চমৎকার বিধান তোমার। ওই—ওই না সেই দীনা হীনা—বেদনা কাতরা কল্যাণীর ছায়া মূর্ত্তি! তুমি যাও দেবী! তোমায় একদিনও সুখিনী করতে পারিনি। কত কেঁদেছিলে

—কত ব্যথায় গড়া নিঃশ্বাস—কত অন্তরভেদী হাহাকার তুমি সহ্য করেছিলে। যাও—যদিও তোমায় কিছু দিতে পারিনি, তবে এখন দিচ্ছি অবিশ্রান্ত নয়ন ধারা ঢেলে তোমার পবিত্র আত্মার কল্যাণে।

কন্দর্পের প্রবেশ

কন্দর্প। কঙ্কন—কঙ্কন ভাইটী আমার! [বক্ষে ধারণ]

কঙ্কন। দাদা! দাদা।

কন্দর্প। ওরে—ওরে চল্ চল্ ভাই ঘরে ফিরে চল্! আমি যে আর তোর ছেলেমেয়েদের রাখতে পারিছিনে। মা—মা—বাবা—বাবা করে তারা দিন রাত কাঁদছে! ওরে ভাই, সে যে সহ্যের অতীত। তাদের সেই হাহাকারের অশ্রুতে আমার পাপের স্মৃতি গুলো ফুটে ফুটে উঠছে। চল্—চল্ না হয় বল্ আমিও আত্মহত্যা করি।

কঙ্কন। দাদা! দাদা! আবার কেন কঙ্কনের জীবন নাটকের যবনিকাপাতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াও? সংসার নাই—কেউ নাই—দুদিনের বাঁধন জ্বালায় জ্বলে পুড়ে পরলোকের পথ কেন রুদ্ধ করি? তুমি যে আমার সব। তোমার সুখে আমার সুখ। পুত্র কন্যা যে তোমারি—তুমিই তাদের সব।

কন্দর্প। না—না আমি পারবো না—পারবো না তাদের ভার নিতে। চল্—আর সে সব মনে করিস নে ভাই—যা হবার সে তো হয়েই গেছে।

কঙ্কন। দাদা—তুমি যে আমার দাদা। মনে নেই তোমার কর্ম্ম স্মৃতি। শুধু মনে আছে—থাকবে তোমার সেই স্নেহ, সেই প্রীতি—সেই ভালবাসা কঙ্কনের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ফিরে যাও—ভুলে যাও কঙ্কনের স্মৃতি সেই মাতৃহীন বালক বালিকার মুখ চেয়ে।

কন্দর্প। তা হবে না, আজ তোকে যেতেই হবে কঙ্কন। আমি যে জনার্দ্দনের সাড়া পেয়েছি, ·তিনি বললেন কঙ্কন কে ফিরিয়ে আনতে। চল্—চল্ আবার দুটী ভায়ে এক হয়ে জনার্দ্দনের পুণ্য মন্দির তৈরী করে, আমাদের সেই কুল-দেবতা জনার্দ্দনের দুর্লভ মূর্ত্তি স্থাপন করে পিতৃ-পিতামহের পরলোকের শান্তি প্রতিষ্ঠা করি।

কঙ্কন। তুমিই সেই শান্তির প্রতিষ্ঠা কর দাদা। আমি আর কিছুই চাই না। জনার্দ্দন—জনার্দ্দন! ওই—ওই না তুমি—ওই না তুমি আমায় আহ্বান করছ! আয়—আয়রে ভক্ত—আয়রে তাপিত—আয়রে দহিত—আর কেন—এবার আয় আমার কাছে! যাই—যাই—ওগো কুল-দেবতা আমি তোমারি কাছে যাচ্ছি। দাদা বিদায়—বিদায়—বিদায় জন্মের মত বিদায়।

[দ্রুত প্রস্থান]

কন্দর্প। কঙ্কন—কঙ্কন! না—ওই যে গঙ্গাব গর্ভে ঝাঁপ দিলে! ও ভগবান! একি করলে! ওরে কঙ্কন—ভাই, কি কবলি তুই? চলে গেলি এই স্বার্থপর নিষ্ঠুর দাদাকে দুঃসহ

সংসার যন্ত্রণায় একা ফেলে? যা—যা ভাই, তবে তোর জাগ্রত স্মৃতিটা এই স্বার্থান্ধ ভ্রাতৃদ্রোহী ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে জাগিয়ে দিয়ে যা—যেন তারা কখনো কোন দিন—কোন কালে ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ আগুন জ্বেলে আত্মহীন—শক্তিহীন—ঐশ্বর্য্যহীন না হয়।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

স্বয়ম্বর সভা

ভীষ্মক ও রাজন্যবর্গ উপস্থিত

ভীষ্মক। একে—একে সমাগত
ভারতের রাজন্য মণ্ডলী—
আসে নাই মাত্র শিশুপাল।
ইচ্ছা নয় তার রুক্মিণীর হয় স্বয়ম্বর
যাক্ নাহি প্রযোজন।
এবে হলে সবাকার অনুমতি
আনি তনয়ারে সভা মাঝে।

রাজন্যবর্গ। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

ভীষ্মক। করি নিবেদন নৃপগণ !
নিমন্ত্রিত রাজন্য নিকর,
যবে কন্যা মোর—মনোমত জনে
স্বামীত্বে বরিবে তখন না হয় যেন
আপত্তি—অথবা বাদ বিসম্বাদ।

রাজন্যবর্গ। না—না—কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিবে না।

ভীষ্মক। কই কোথায় রুক্মিণী ?
কে আছিস—আন্ তারে হেথা।

সহচরী সহ রুক্মিণীর প্রবেশ

ভীষ্মক। হের মাতা উপনীত স্বয়ম্বর সভা মাঝে—
ভারতের রাজন্য নিকর।
এবে মনোমত জনে করি মাল্য দান,
পূর্ণ কর বাসনা তোমার।
নাহি চিন্তা—বাধা না ঘটিবে
স্বয়ম্বরা বিধি প্রচলিত ধরামাঝে।

রুক্মিণী। [জনান্তিকে সহচরীকে] ওলো সখি কই
কোথা মোর ধ্যানের দেবতা ?
কোথা মোর স্বপনের গড়া
সেই বাঞ্ছিত রতন কৃষ্ণ বিমোহন ?
কই কোথা গেল সই ?
সে যে মোর আশা তৃষা,

সে যে মোর শত কামনার।
তারে বিনা অন্য জনে কেমনে বরিব সখি?

ভীষ্মক। দাও মাতা যোগ্য জনে বরমাল্য তব
কেন মা বিলম্ব, কেন মা চিন্তিত?

রুক্মি ও শিশুপাল প্রবেশ করিল

রুক্মি। বন্ধ হোক স্বয়ম্বর পিতা!
শিশুপাল যোগ্য স্বামী রুক্মিণীর।
এরি করে কন্যা দানি—
পূর্ণ কর শুভ পরিণয় ভগ্নীর আমার।

ভীষ্মক। রুক্মিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে
দাঁড়াবার নাহি অধিকার।
স্বয়ম্বরা যেই কন্যা—
নিবারিব তাহারে কেমনে আজি?
যদি ইচ্ছা হয় রুক্মিণীর—
শিশুপালে করিতে বরণ,
নাহি মানা, নাহিক আপত্তি মম।

রুক্মি। শোন ভগ্নী হিত বাণী—
শিশুপালে মাল্য দানি
পূর্ণ কর অভিলাষ তব।

রুক্মিণী। দাদা! তুমি পূজনীয় মোর!
সাজে না উচিত তব

স্বয়ম্বরে হতে অন্তরায়।
জ্ঞানের প্রথম হতে,
যাহার ছবিটী আমি
আঁকিয়াছি হৃদয় পটেতে,
যাঁহার চরণ তলে মনে মনে বহুদিন
স'পিয়াছি জীবন আমার—
বসায়ে রেখেছি যাঁরে—
হৃদয় আসনে দেবতার জ্ঞানে,
কেমনে তাঁহারে ভুলি
অন্য জনে বরিব গো আজি ?
সাজিবে কি ভগ্নী তব দ্বিচারিণী দাদা ?

কক্স। রুক্মিণী ! তবে কারে চাস বরিবারে ?
কিন্তু জানিস্ বালিকা,
শিশুপাল বিনা অন্যে নারিবি বরিতে।

রুক্মিণী। কেন দাদা হেন নীতি হীন ধর্ম্ম হীন বাণী ?
একপ্রাণ কত জনে দানিতে পারিব ?
বাঞ্ছিত আমার যেই তারি গলে দিব মালা—
তাহে যদি সৃষ্টি স্থিতি হয় লয়,
যায় যদি প্রাণ অত্যাচার নির্য্যাতনে
তবু অন্য জনে দিয়ে মালা—
দ্বিচারিণী হবে না রুক্মিণী।

রুক্ম। কে কে তোর সে বাঞ্ছিত পতি ?

রুক্মিণী　　সেই যদুপতি সর্ব্বশক্তিমান
　　　　　শ্রীকৃষ্ণ মাধব।
রুক্ম।　　রুক্মিণী—রুক্মিণী।
রুক্মিণী।　　কেমনে ভুলিব তাঁরে ?
　　　　　কহি স্পষ্ট ভাসে
　　　　　শ্রীকৃষ্ণ আমাব স্বামী—
　　　　　শ্রীকৃষ্ণ আমাব প্রভু—
　　　　　আমি তাঁর চরণ সেবিকা।
শিশুপাল।　　কি কি অহঙ্কার—এত অহঙ্কার।
রুক্ম।　　স্তব্ধ হও প্রগল্‌ভা—
　　　　　পারিবে না বরিতে কৃষ্ণেরে।
　　　　　নাহি যদি শোন মোর হিত উপদেশ
　　　　　তা হলে জানিও ভগ্নি
　　　　　ঔদ্ধত্যের দিব শাস্তি আজি।
রুক্মিণী।　　তবু না ডরাই দাদা রক্তনেত্রে তব।
　　　　　স্বামীই সতীর গতি মুক্তি
　　　　　ভুলি সেই স্বামীর মূরতি বরি অন্য জনে—
　　　　　দ্বিচারিণী হবো কি ধরায় ?
রুক্ম।　　আরে আরে দর্পিতা ! [অস্ত্র উত্তোলন]
ভীষ্মক।　　রুক্ম—রুক্ম কুপুত্র দূব হও—দূর হও !
　　　　　বংশের কলঙ্ক শত ধিক তোরে,
　　　　　আর শত ধিক কৃষ্ণদ্বেষী জনে।

ওরে মূর্খ কৃষ্ণ কি মানব ?
একবার জ্ঞান চক্ষু করি উন্মিলন,
দেখ্‌রে অজ্ঞান কেবা সেই কৃষ্ণ জনার্দ্দন ?
বৈকুণ্ঠের নারায়ণ
নররূপে অবতীর্ণ হরিতে ধরার ভার।
কৃষ্ণ সারাৎসার—কৃষ্ণ কর্ণধার—
কৃষ্ণময় এই বিশাল সংসার।

রুক্ম। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও।
কৃষ্ণভক্ত স্থবির দুর্ব্বল।
কভু নাহি দিব বরিতে কৃষ্ণেরে
দেখি আজ কেমনে রুক্মিণী লভে কৃষ্ণে ?

রুক্মিণী। কই কোথা তুমি দেবতা আমার ?
কোথা তুমি অভীষ্ঠ আমার ?
কোথা তুমি বাঞ্ছিত আমার—
এস এস সঙ্কটে করগো ত্রাণ
পদাশ্রিতা দাসীরে তোমার।
তোমা ভিন্ন অন্য জনে নারিব বরিতে।
ওই—ওই বুঝি আসে দেবতা আমার !

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

তুমি স্বামী—তুমি স্বামী—তুমি স্বামী।
[শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠে মাল্য দান]

ভীষ্মক। জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়।

শিশুপাল। বধ কর—বধ কর গোপের তনয়ে।

রুক্ম। আরে আরে লম্পট যাদব !

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধান ! চাহ যদি অমূল্য জীবন
ক্ষান্ত হও বৈরতা চরণে।
এস এস বালা নাহি ভয়
অর্পণ করেছ যারে জীবন তোমার
সেই আজি নিল তব ভার

[রুক্মিণীকে লইয়া প্রস্থান]

রুক্ম। ধর ধর ওই গোপের তনযে।

রাজন্যবর্গ। বধ কব বধ কর।

[নন্দন ও ভীষ্মক ব্যতীত সকলের শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদধাবন]

ভীষ্মক। একি ! রুক্মের একি স্বেচ্ছাচারিতা ! নন্দন ! নন্দন। কি হবে পুত্র ?

নন্দন। ভয় কি পিতা ! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মিণীর স্বামী হয়েছেন, তখন বিশ্বের শত শক্তি আজ একত্রিত হয়ে দাঁড়ালেও রুক্মিণী আমাদের নিরাপদেই থাকবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

রাজন্যবর্গ। [নেপথ্যে] ওই যায়—ওই যায়
পলাইয়া গোপের নন্দন।

রুক্ম। [নেপথ্যে] শিশুপাল! শিশুপাল!
বধ কর—বধ কর!

যাদবগণ। [নেপথ্যে] জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়।

রাজন্যবর্গ, শিশুপাল ও রুক্মের প্রবেশ

রুক্ম। কই! কই—কোথায় সেই রুক্মিণীর হরণকারী গোপ-নন্দন?

শিশুপাল। ওই—ওই রুক্মিণীকে নিয়ে পলাচ্ছে।

রুক্ম। শিশুপাল! রাজন্যবর্গ। নির্ভয়ে অস্ত্র তুলে ধর! বধ কর ওই শ্রীকৃষ্ণকে! উঃ! দুর্ব্বৃত্তের কি অসীম সাহস! আমাদের সকলকে অপমান করে রুক্মিণীকে নিয়ে পলায়ন করছে!

শিশু। আজ আর ওর পরিত্রাণ নেই! শিশুপাল একাই আজ শ্রীকৃষ্ণের সকল দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। এস এস সকলে—ওই—ওই—সেই লম্পট কৃষ্ণ।

[সকলের দ্রুত প্রস্থান]

রুক্মিণী সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

রুক্মিণী। চতুর্দ্দিকে অস্ত্রের গর্জ্জন!
বীরের হুঙ্কার উঠিছে ধ্বনিয়া,
কেমনে রক্ষিবে স্বামী?
একাকী এই সমরে—
কেমনে জিনিবে বহু বীরে?

শ্রীকৃষ্ণ। নাহি ভয় বালা!
আসুক রাজন্যবর্গ
আসুক অগ্রজ তব,
আসুক সে শিশুপাল বধিতে আমায়—
কিবা শক্তি তাহাদের মোর সহ রণে!
দর্পীর সকল দর্প হইবে বিচূর্ণ।
পাপাচারীগণে—মহাচক্রে করিয়া সংহার
বাড়াব ধরার বুকে পুণ্যের মহিমা!

শিশুপাল, রুক্ম ও রাজন্যবর্গের প্রবেশ

রুক্ম। ওই যে—ওই যে—পলায়িত কৃষ্ণ!

শিশুপাল। বধ কর—বধ কর!

রাজন্যবর্গ। জয় বিদর্ভপতি রুক্মের জয়!

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধান! হইও না অগ্রসর আর!
অকালে কেন হারাবে জীবন?

রুক্ম। কি—কি এত দম্ভ ? আরে আরে
নীচকুলোদ্ভব গোপের নন্দন।
গজমতি নাহি শোভে বানরের গলে।
চাহ যদি আপন মঙ্গল—
এই দণ্ডে প্রত্যর্পণ কর ভগ্নীরে আমার।

শিশুপাল। চোর—চোর! চৌর্য্যবৃত্তি
চিরদিন করে দুষ্ট গোপের আলয়ে।
রাজন্যনিকর! বধ কর—বধ কর!
দেখি দুষ্ট কত শক্তিমান।

শ্রীকৃষ্ণ। আরে আরে নষ্টমতি দুরাচার
কৃষ্ণ নহে দোষী কভু।
স্বেচ্ছায় বরেছে বালা স্বয়ম্বরে মোরে।
কেন তবে বাধা দাও ?
কেন ভুলে যাও ধর্ম্মনীতি সবে ?

রুক্ম। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও! নারী অপহারক তস্কর।
বধ কর—বধ কর!
হীন লম্পটের উত্তপ্ত রুধিরে
ক্রোধানল করহ নির্ব্বাণ!

শ্রীকৃষ্ণ। আয়—আয়—তবে দর্পিত দানব দল।
উপযুক্ত প্রতিফল নিয়ে যারে সব।
দিগদিগন্ত কাঁপায়ে সুগম্ভীর আরাবে,
বজ্রের প্রচণ্ড তেজবহ্নি সাথে,

প্রভঞ্জনের মহাবেগে—
ছুটে এস—ছুটে এস মহাচক্র
পাপের সংহারে আজি।

[মহাচক্রের আবির্ভাব ও যুদ্ধমান
অবস্থায় সকলের প্রস্থান]

দ্রুত বলরাম ও সাত্যকির প্রবেশ

বলরাম। সাত্যকি! সাত্যকি!
কই—কই কোথা কৃষ্ণ।
শুনিলাম বিদর্ভ-নন্দিনী
বরিয়াছে কৃষ্ণে স্বয়ম্বরে স্বামীরূপে
কিন্তু হেরি সেথা রুক্ম শিশুপাল
আর আর রাজন্যনিকর—
কৃষ্ণ সহ বাধায়েছে রণ।
চল্ চল্ ছুটে চল্ দেখি আজ
কেবা করে কৃষ্ণের অনিষ্ট!

সাত্যকি। ওই—ওই—হের আর্য্য
বেধেছে তুমুল সংগ্রাম রুক্মিণীর লাগি।

বলরাম। আয়—আয় রে সাত্যকি!
বলভদ্র আজি ভীষণ প্রলয় সৃষ্টি করি
হলেতে করিবে
দুরাচারগণে ভস্মিভূত।

আরে আরে অহঙ্কারী দানবের দল!

[উভয়ের প্রস্থান]

যুদ্ধমানাবস্থায়—রুক্মিণী সহ শ্রীকৃষ্ণ, রুক্ম,
শিশুপাল ও রাজন্যবর্গের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। নাই নাই আজ আর নাহি পরিত্রাণ!

রুক্ম। বধ বধ সবে একযোগে
হীনমতি নন্দের নন্দনে।

সাত্যকি সহ বলরামের প্রবেশ

বলরাম। ডমরু ধ্বনিতে যথা
নেচে ওঠে কালফণি—ফণা বিস্তারিয়া
সেইরূপ নেচে ওঠ সঙ্কর্ষণ আজি।
প্রলয় পয়োধিনীরে ডুবাব মেদিনী
কৃষ্ণ—নাহি ভয়—বলরাম অবিরাম
আছেরে পশ্চাতে তোর।
সংহার—সংহার—করিব আজি
কৃষ্ণদ্বেষী দুরাচারগণে।

শিশুপাল। বধ কর—বধ কর
হলধারী বলরামে—
বধ কর অসভ্য কৃষ্ণকে।

শ্রীকৃষ্ণ। সংহার—সংহার!

রুক্ম। ওঃ ওঃ! পারি না—পারি না আর!
জ্বলে যায় সর্ব্বাঙ্গ আমার!
শিশুপাল—শিশুপাল
প্রাণ বুঝি যায়।
পথ কই—কোথায় পালাই—
উঃ—উঃ। চতুর্দ্দিকে
জ্বলে যেন ভীম কালানল!

[রুক্মের পলায়ন]

বলরাম। সংহার। সংহার।
কোথায় পালাবি দুষ্ট
আজ তোর জীবনের যবনিকাপাত।

[পশ্চাদ্ধাবন]

রাজন্যবর্গ। পালাই—পালাই।

[পলায়ন]

সাত্যকি। দাঁড়া—দাঁড়ারে পাপীর দল!
সাত্যকি করিবে আজি
সংহার তোদের।

[পশ্চাদ্ধাবন]

শিশুপাল। মহাচক্র—মহাচক্র।
প্রলয় ঘূর্ণনে ঘোরে
ঊর্দ্ধে নিম্নে সম্মুখে পশ্চাতে
চতুর্দ্দিকে—সঙ্কট জীবন!

মহাচক্র ! মহাচক্র !
পরিত্রাহি ! পরিত্রাহি !

[পলায়ন]

শ্রীকৃষ্ণ। স্তব্ধ হল এতক্ষণে
প্রকৃতির বিরাট বিপ্লব।
এস বালা নাহি ভয়—
ধর্ম্ম যথা তথা জয় হয় সুনিশ্চয়।

[রুক্মিণী সহ প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুর—প্রাঙ্গন

ভীষ্মক ও নন্দন

ভীষ্মক। একি—একি শুনলাম নন্দন! রুক্ম আমার নাই! উঃ!

নন্দন। বলভদ্রের হস্তে দাদা আমার নিহত!

ভীষ্মক। ওরে রুক্ম! করলি কি তুই! না—না—রুক্ম এতদিনে মুক্ত হ'ল। তার মানবত্বহীন কদর্য্য জীবন এত-দিনে পুণ্যের তরঙ্গে ভেসে গেল। নন্দন! নন্দন! কই কই আমার রুক্মিণীকে নিয়ে যদুপতির এখনো তো দেখা নেই।

মায়াদেবীর প্রবেশ

মায়া। মহারাজ! মহারাজ!

নন্দন। মা! মা!

মায়া। আমার রুক্ম যে নেই!

ভীষ্মক। কেঁদো না রাণী! কুপুত্র সে! চিরজীবন আমাদের জ্বালিয়ে মেরেছে! কুপুত্র বেঁচে না থাকাই— পিতামাতার সুখ শান্তি। এখন অশ্রুজল মুছে ফেল রাণী! জান না আমাদের আজ কি সৌভাগ্য! স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জামাতা রূপে আমাদের ঘরে আসছেন। তখন আর শোক তাপ কি—দুঃখ কি? চিরানন্দময় নারায়ণকে যখন দেখতে পাবে—তখন অন্তরের সব ব্যথাই দূর হয়ে যাবে।

নন্দন। ওই যে পিতা, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে সঙ্গে করে এই দিকেই আসছেন।

রুক্মিণী সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ! মহারাজ!

রুক্মিণী। মা! মা!

ভীষ্মক। হাঃ—হাঃ—হাঃ! নন্দন! নন্দন! রাণী! রাণী! ভগবানকে সাদরে অভ্যর্থনা করে অন্তঃপুরে নিয়ে চল! আজ আমাদের শোক তাপ জর্জ্জরিত বিদর্ভের ভাঙ্গা বুকে আনন্দের সহস্র ধারা ছড়িয়ে পড়ুক।

শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে গীতকণ্ঠে পুরবালাগণের প্রবেশ

গীত

আজ কালাচাঁদ ধরা পড়েছে
ওলো সই শাঁক বাজা।
ও সই শাঁক বাজা॥
উলু দেলো ঘোমটা খুলে,
লজ্জা ভুলে,
সাজালো বাসর সাজা
বাসর সাজা॥

[শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সকলের প্রস্থান]

যবনিকা



Cover Printed by The Sreekrishna Printing Works, Calcutta.